পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের মাঝে এক অপরূপ ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 30, Issue No.: 281 Thursday, 11 September, 2025 ❋ ৩০ বর্ষ, ২৮১ সংখ্যা ❋ ২৫ ভাদ্র ১৪৩২, বৃহস্পতিবার, ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৫ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য– ৩ টাকা

‘একেকটা ভোট কিনতে ১৫-২০ কোটি টাকা খরচ করেছে বিজেপি’, উপরাষ্ট্রপতি ভোট নিয়ে বিস্ফোরক অভিষেক

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১০ সেপ্টেম্বরঃ ‘‘ক্রস ভোটিং হয়েছে না বিরোধী পক্ষের ভোট বাতিল হয়েছে - এটা বলা মুশকিল।’’ উপ-রাষ্ট্রপতি নির্বাচন নিয়ে বড় প্রশ্ন তুলে দিলেন তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। বিজেপির বিরুদ্ধে তাঁর অভিযোগ, টাকার খেলায় নেমেছে তাঁরা। মঙ্গলবার দেশের ১৫তম উপ-রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হয়েছেন এনডিএ সমর্থিত প্রার্থী তথা মহারাষ্ট্রের প্রাক্তন রাজ্যপাল সিপি রাধাকৃষ্ণণ। বিরোধী জোট ‘ইন্ডিয়া’র প্রার্থী বি সুদর্শন রেড্ডিকে ৪৩২ ভোটে হারিয়েছেন তিনি। এই ফলাফল দেখে অনেকেই মনে করছেন যে ‘ক্রস ভোটিং’ হয়েছে। অর্থাৎ বিরোধী শিবির থেকে ভোট পেয়েছেন সিপি। তবে অভিষেক এই তত্ত্বে বিশ্বাস করছেন

না। বরং তাঁর ব্যাখ্যা অন্য। তৃণমূল সাংসদ বলেন, ‘‘কয়েকটি দলের রাজ্যসভার সাংসদ সরাসরি বিজেপিকে সমর্থন করেন। তবে এটাও ঠিক ওরা (বিজেপি) টাকার বস্তা নিয়ে নেমেছিল ভোট কিনতে।’’ অভিষেক দাবি করে বলেন, ‘‘আমি ৪-৫ জনের সঙ্গে কথা বলে বুঝতে পেরেছি, একেক জনের ভোট কিনতে প্রায় ১৫-২০ কোটি টাকা খরচ করেছে।’’ কটাক্ষের সুরে অভিষেকের মন্তব্য ‘‘বিক্রি হয় পণ্য বা দ্রব্য, মানুষের আবেগ, ভালবাসা বিক্রি হয় না। জনপ্রতিনিধি বিক্রি হতে পারে, জনতা বিক্রি হয় না।’’ অভিষেকের সংযোজন, ‘‘বিজেপি এর আগেও টাকার খেলায় মেতেছিল। ২০২১ সালের নির্বাচনেও সেটা দেখা গেছিল। পরপর কয়েকটি ভোটেও একই ছবি দেখা গেছে। মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশের মতো রাজ্যে বিধায়কদের টাকা দিয়ে কেনা-বেনা করে সরকার ফেলে দেওয়া হয়েছে, এমন উদাহরণও রয়েছে। এটাই বিজেপির উদ্দেশ্য, এই বিষয়টিকেই তারা অগ্রাধিকার দেয়। মানুষের উন্নয়ন নিয়ে ভাবে না।’’ উপ-রাষ্ট্রপতি নির্বাচন নিয়ে অভিষেকের মত, যেহেতু গোপন ব্যালটে ভোট তাই আদৌ কী হয়েছে তা বোঝা মুশকিল হয়ে যাচ্ছে। এক্ষেত্রে দুটি থিওরির কথাও বলেছেন তিনি। এক, সমান ভাগে ভোট পড়েছে এবং ক্রস ভোটিং হয়েছে আর দুই, বিরোধীরা যদি ৩১৫টি ভোট দেয় তাহলে ১৫টি ভোট বাতিল করা হয়েছে।

‘বাংলাই বাংলা চালাবে, দিল্লি নয়’, বললেন মমতা

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১০ সেপ্টেম্বরঃ আবারও বাঙালি অস্মিতায় শান দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ভিন রাজ্যে বাঙালিদের হেনস্থা করা হচ্ছে, এই বাঙালি নিগ্রহের খবর আসছে রাজ্যের শাসকদল ঝাঁপিয়ে পড়ছে তাঁদের ফিরিয়ে আনার। আজ এ প্রসঙ্গেই মুখ খোলেন মমতা। বলেন, ‘‘ইতিমধ্যেই ২৪ হাজার পরিযায়ী

শ্রমিক পরিবারকে ফিরিয়ে এনেছি। তাঁরা স্বাস্থ্যসাথী কার্ডের সুবিধা পাবেন।’’ মমতা এ দিন বলেন, ‘‘আয়ুষ্মান ভারতে ভেদাভেদ করে। কিন্তু স্বাস্থ্যসাথীতে ভেদাভেদ নেই। সবাই পায়।’’ এরপরই পরিযায়ী শ্রমিকদের উপর অত্যাচারের প্রসঙ্গ তোলেন তিনি। বলেন, ‘‘বাংলায় কথা বললেই অত্যাচার করা হচ্ছে। আমি বলব বেশি করে মাতৃভাষায় কথা বলুন। সাহস কম না। অসম থেকে আলিপুরদুয়ার-জলপাইগুড়িতে নোটিস দিচ্ছে। আমরা মাতৃভাষায় কথা বলব। আর অন্য ভাষাকেও সম্মান করব।’’ এরপরই কার্যত চিৎকার করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘‘কী অপরাধ বাংলার? বাংলাকে কন্ট্রোল হবে না। বাংলাই বাংলা চালাবে। দিল্লী নয়। এরপর নেতা কেমন হয় সেই উদাহরণ টানতে গিয়ে আরও একবার প্রসঙ্গ তোলেন নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ক্ষুদিরাম বোসের নাম নেন। বলেন, দেশের নেতা সেই হবে যে দেশ বোঝে। যে জাতপাতে ভাগ করে সে দেশের নেতা না। আমরা হার মানব না। মাথা নত করব না।’’ এ দিকে, নেপালে ঘুরতে গিয়ে আটকে পড়েছেন বহু বাঙালি পর্যটক। বুধবার তাঁদের উদ্দেশ্যেই বিশেষ বার্তা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বললেন, তিনি পরিস্থিতির উপর নজর রাখছেন। এ দিন উত্তরকন্যায় প্রশাসনিক সভা ছিল মুখ্যমন্ত্রীর। সেখান থেকে তিনি বলেন, ‘‘যেই শুনেছি নেপালে প্রবলেম চলছে অমনি আমি চলে এসেছি। নজর রাখছি।’’ সঙ্গে আরও বলেন, ‘‘অনেক পর্যটকরা গিয়েছেন নেপালে। আপনারা অপেক্ষা করুন। আস্তে-আস্তে ফিরিয়ে আনব।’’ প্রসঙ্গত, বিগত দু’দিন ধরে সে দেশের পরিস্থিতি হাতের নাগালের বাইরে চলে গিয়েছে। এমতাবস্থায় রাত জেগে উত্তরকন্যায় বসে পুরো বিষয়টি পর্যবেক্ষণ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তৃণমূল নিজের এক্স হ্যান্ডেলে (টুইটার) একটি ভিডিয়ো পোস্ট করেছে। সেই পোস্টে দেখা যাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী উত্তরকন্যায় রয়েছেন। ব্যস্ত নিজের কাজে। সংশ্লিষ্ট ভিডিয়োটির ক্যাপশনে লেখা, ‘পড়শি দেশ নেপালের অবস্থা উদ্বেগজনক। তাই রাজ্যের স্বার্থে, রাত জেগে উত্তরকন্যায় বসে পুরো বিষয়টি পর্যবেক্ষণ করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।’ এরপর আজ প্রশাসনিক সভা থেকে মুখ্যমন্ত্রী পর্যটকদের আশ্বস্ত করেছেন যে চিন্তার কিছু নেই। সরকার তাদের পাশেই রয়েছেন।

ইস্যুতে আগেই সরব হয়েছিল সুপ্রিমোর নেতৃত্বে তৃণমূল কংগ্রেস। আর উত্তরবঙ্গ থেকে ফের একবার সেই প্রসঙ্গই তুললেন মমতা। ভোটের আগে বুঝিয়ে দিলেন এক ইঞ্চি জমিও তিনি বিজেপিকে ছাড়বেন না। বাঙালি ভাবাবেগে শান দিয়ে আগামী ছাব্বিশের ভোটে জিততে চাইছে তৃণমূল, বলার অপেক্ষা রাখে না। ইতিমধ্যেই ভাষা আন্দোলন শুরু করেছে শাসকদল। এমনকী, যে যে জায়গা থেকে

অক্টোবর থেকে দেশজুড়েই শুরু হতে পারে এসআইআর!

নয়াদিল্লি, ১০ সেপ্টেম্বরঃ বিহারের পর এবার সারা দেশে চালু হতে চলেছে ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআর। জাতীয় নির্বাচন কমিশনের তরফে স্পষ্ট নির্দেশ, আগামী ৩০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে প্রস্তুতি শেষ করতে হবে সব রাজ্যকে। অক্টোবরে এ ব্যাপারে বিজ্ঞপ্তি জারি করা হতে পারে। তারপরই শুরু হতে পারে ভোটার তালিকা সংশোধনের কাজ। তবে নির্দিষ্ট করে কোনও দিনক্ষণ এখনও জানায়নি কমিশন। দিল্লিতে কমিশনের পক্ষ থেকে এদিনের বৈঠকে সমস্ত রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকদের জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, সেপ্টেম্বরের মধ্যেই পরিকাঠামোগত প্রস্তুতি শেষ করতে হবে। তবে দেশজুড়ে একযোগে এই প্রক্রিয়া চালু হবে নাকি যেসব রাজ্যে আগামিবছর বিধানসভা ভোট রয়েছে, সেখানে আগে শুরু হবে, তা এখনও স্পষ্ট নয়। পাঁচ রাজ্য-পশ্চিমবঙ্গ, তামিলনাড়ু, অসম, কেরল ও পন্ডিচেরি-আগামী বছরে ভোট, ফলে এই রাজ্যগুলিতে এসআইআর আগে চালু হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। এর মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে প্রক্রিয়া শুরু হলে তা যে রাজনৈতিক বিরোধিতার মুখে প৷বে, তা আগেভাগেই স্পষ্ট করে দিয়েছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। উত্তরবঙ্গ সফরে গিয়ে বুধবার মুখ্যমন্ত্রী জানান, এসআইআর ২-৩ মাসের কাজ নয়।

এটা করতে গেলে ২-৩ বছর সময় লাগে। তাঁর অভিযোগ, নির্বাচন কমিশন বিজেপির হয়ে কাজ করছে। আগেও একাধিকবার এই অভিযোগ তুলেছে তৃণমূলের শীর্ষ নেতৃত্ব। যদিও রাজ্য নির্বাচন কমিশনের তরফে জাতীয় কমিশনকে ইতিমধ্যেই জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, এসআইআর প্রক্রিয়া শুরুর জন্য রাজ্য প্রস্তুত। প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো ও কর্মীবাহিনীও প্রস্তুত রেখেছে তারা। উল্লেখ্য, বিহারে এসআইআরের সময় ৬৫ লক্ষ ভোটারের নাম বাদ যাওয়ার অভিযোগ তুলে বিরোধীরা কমিশনের উদ্দেশ্য নিয়ে প্রশ্ন তোলে। যদিও কমিশনের পাল্টা দাবি, প্রকৃত ভোটারদের নাম যাতে বাদ না যায়, সে জন্য একাধিক প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। কমিশনের এক কর্তা জানিয়েছেন, ২০০২ সালে বাংলায় ৪ কোটি ৫৮ লক্ষ ভোটারের মধ্যে প্রায় ২৮ লক্ষ নাম বাদ গিয়েছিল। এবার অতীতের সেই অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়েই আরও বেশি স্বচ্ছ ও প্রযুক্তিনির্ভর পদ্ধতির মাধ্যমে তালিকা সংশোধনের কাজ হবে। তবে রাজ্যে এই প্রক্রিয়া শুরুর আগেই মুখ্যমন্ত্রীর তীব্র আপত্তিতে রাজনৈতিক সংঘাতের সম্ভাবনা আরও বেড়ে গেল বলেই মনে করছেন ওয়াকিবহাল মহল। এখন দেখার, কমিশন কতটা অনড় থাকে তার সিদ্ধান্তে।

‘ভোটার তালিকায় কারচুপি, নির্দেশের পরেও এফআইআর করেনি রাজ্য’! হাইকোর্টে কমিশন

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১০ সেপ্টেম্বরঃ ভোটার তালিকায় কারচুপি নিয়ে বিস্ফোরক অভিযোগ রাজ্যের বিরুদ্ধে। নির্বাচন কমিশনের স্পষ্ট দাবি, চার আধিকারিকের বিরুদ্ধে এফআইআর করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল রাজ্য সরকারকে। অথচ সেই নির্দেশ অমান্য করে রাজ্য মাত্র দু’জনকে সাময়িক বরখাস্ত করেছে, কিন্তু কোনও আধিকারিকের বিরুদ্ধেই মামলা দায়ের করেনি। এই অবস্থানে ক্ষুব্ধ কমিশন এবার কলকাতা হাইকোর্টে জানিয়েছে, আদালত প্রয়োজনে রাজ্যের কাছে তথ্য তলব করুক-কে বা কারা নির্দেশ অমান্য করেছে এবং কেন। মামলা চলছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার কাকদ্বীপের প্রাক্তন বিডিও অরুণ গরাইনকে ঘিরে। অভিযোগ,

ভোটার তালিকায় বেআইনি নামে ছাড়পত্র দিতে গিয়ে দুর্নীতির আশ্রয় নিয়েছেন তিনি। মামলাকারী পক্ষ দাবি করেছে, এই অভিযোগের নিরপেক্ষ তদন্ত হোক সিবিআই-এর মাধ্যমে। সেই মামলার শুনানিতেই কমিশন আদালতকে জানিয়েছে, সংশ্লিষ্ট এলাকায় কারচুপির অভিযোগ ওঠার পরেই চার জন আধিকারিককে সাসপেন্ড করার নির্দেশ দেওয়া হয়। পাশাপাশি তাঁদের বিরুদ্ধে এফআইআর করারও স্পষ্ট নির্দেশ পাঠানো হয় রাজ্যকে। কিন্তু বাস্তবে কী হয়েছে? কমিশনের বক্তব্য, দুই আধিকারিককে সাময়িক বরখাস্ত করা হলেও, বাকিদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। এমনকী কারও বিরুদ্ধেই এফআইআর হয়নি। কমিশনের আশঙ্কা, এইভাবে কোনও মহল থেকে ইচ্ছাকৃতভাবে অভিযুক্তদের আড়াল করা হচ্ছে। কারা সেই নির্দেশ দিচ্ছে, সে প্রশ্নও তুলেছে কমিশন। কমিশনের দাবি, রাজ্যের গড়িমসি শুধু নির্দেশ অমান্য নয়, গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকেই চ্যালেঞ্জ করছে। এ বিষয়ে আদালত রাজ্যের কাছে বিস্তারিত তথ্য চাইলেই সবকিছু স্পষ্ট হয়ে যাবে বলে জানিয়েছে কমিশন। এই মুহূর্তে রাজ্যে শুরু হয়েছে এসআইআর প্রক্রিয়া। কমিশনের বক্তব্য, খুব শীঘ্রই এই বিষয়ে বিজ্ঞপ্তি জারি হবে। এই সংশোধনের মাধ্যমেই অবৈধ নাম বাদ পড়বে এবং প্রকৃত ভোটারদের নাম তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হবে। রাজ্যের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে প্রশাসনিক মহলেও। কমিশনের রিপোর্টকে ঘিরে মামলার পরবর্তী শুনানিতে কী অবস্থান নেয় আদালত, সে দিকেই এখন নজর সকলের।

‘বিজেপির কোনও নেত এই কর্মসূচিতে থাকতে পারবেন না’, নির্দেশ কলকাত হাইকোর্টের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১০ সেপ্টেম্বরঃ মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্যের বিরোধিতা, প্রাক্তন সেনাকর্মীদের গান্ধী মূর্তির পাদদেশে অবস্থান-বিক্ষোভের অনুমতি দিলেন বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ। আগামিকাল অর্থাৎ বৃহস্পতিবার ২২৫ জন সদস্য নিয়ে কর্মসূচির অনুমতি আদালতের। দুপুর ১২টা থেকে ৫টা পর্যন্ত কর্মসূচির অনুমতি। তবে আদালত নির্দেশ দিয়েছে, বিজেপির কোনও নেতা এই কর্মসূচিতে থাকতে পারবেন না। সম্প্রতি, মেয়ো রোডে তৃণমূলের প্রতিবাদ মঞ্চ খুলে দেয় সেনা। সেই নিয়ে বিতর্ক হয়। সেনার বক্তব্য, এই কর্মসূচির জন্য ২ দিনের সময়সীমা চেয়ে আবেদন করা হয়েছিল। তবে দীর্ঘদিন ধরে সেই মঞ্চ বাধা রয়েছে। তাই

খুলে ফেলা হয়। এ দিকে মঞ্চ খুলতেই খোদ মুখ্যমন্ত্রী পৌঁছন ঘটনাস্থলে। তারপর বলেন, ‘‘সেনাবাহিনী নয়, পিছনে কী আছে? ছুপা রুস্তম বিজেপি পার্টি আছে এবং তাঁদের সরকার আছে। আমি যখন এখানে আসছিলাম,আপনারা অনেকে ছবিও পেয়েছেন। প্রায় ২০০-র মতো সেনা, তাঁরা আমাকে দেখে ছুটে পালাচ্ছিল। আমি বললাম আপনারা পালিয়ে যাচ্ছেন কেন? আপনারা আমার বন্ধু। এটা আপনাদের দোষ নয়, আপনারা বিজেপির কথায় করেছেন। দিল্লির কথায় করেছেন।’’ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই মন্তব্যেরই তীব্র বিরোধিতা করেন প্রাক্তন সেনা-আধিকারিকরা। মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্যের প্রতিবাদের গান্ধী মূর্তির পাদদেশে অবস্থান বিক্ষোভ করতে চেয়ে পুলিশের কাছে আবেদন জানান প্রাক্তন সেনাকর্মীদের সংগঠন। বিকল্প জায়গার প্রস্তাব দেয় রাজ্য। এরপরই আদালতের দ্বারস্থ হয় বিজেপি প্রভাবিত সেনাকর্মীদের এই সংগঠন। আজ আদালত নির্দেশ দেয়, একটি লাউডস্পিকার এবং হ্যান্ড মাইক নিয়ে করা যাবে কর্মসূচি। শুধুমাত্র প্রাক্তন সেনাকর্মীরাই অংশ নিতে পারবেন।

নবান্ন অভিযানে আহত আরজি করের নির্যাতিতার মা, পুলিশি তদন্তে অসন্তুষ্ট হাইকোর্ট, নয়া নির্দেশ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১০ সেপ্টেম্বরঃ নবান্ন অভিযানে আরজি করের নির্যাতিতার মায়ের মাথায় চোট লাগার ঘটনায় বিস্ফোরক মন্তব্য করলেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ। এ ব্যাপারে নিউ মার্কেট ও শেক্সপিয়ার সরণি থানার পুলিশের দেওয়া রিপোর্টে অসন্তোষ প্রকাশ করে তিনি জানান, পুলিশ তাদের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করেনি। আরজি করের ঘটনার এক বছর পরও প্রকৃত অপরাধীরা ধরা পড়েনি, এই অভিযোগে গত ৯ আগস্ট নবান্ন অভিযানে সামিল হন নির্যাতিতার পরিবার। ধর্মতলা থেকে পার্কস্ট্রিট যাওয়ার মুখে পুলিশ তাদের আটকে দেয়। তখনই পুলিশের বাধার মুখে

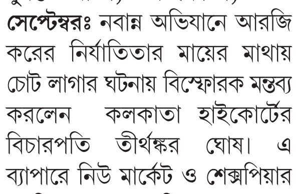

পড়ে গুরুতরভাবে আহত হন নির্যাতিতার মা। মাথায় আঘাত পেয়ে তাঁকে ভর্তি করতে হয় মনিপাল হাসপাতালে। এই ঘটনার পরই কলকাতা হাইকোর্টে মামলা দায়ের হয়। বুধবার মামলার শুনানিতে বিচারপতির পর্যবেক্ষণ, মেডিকেল রিপোর্ট পুলিশ গ্রহণ না করায় তিনি বিস্মিত। তিনি নির্দেশ দেন, ডেপুটি কমিশনার পদমর্যাদার এক আধিকারিক এই ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত করবেন। উল্লেখযোগ্যভাবে, ওই আধিকারিক মনিপাল হাসপাতালের মেডিকেল রিপোর্ট খতিয়ে দেখবেন এবং প্রমাণ মিললে দ্রুত এফআইআর দায়েরের নির্দেশও দেন বিচারপতি। একইসঙ্গে হাইকোর্ট জানিয়ে দেয়, ঘটনাটি অপরাধযোগ্য কি না, তা নির্ধারণ করবে তদন্তকারী আধিকারিক। তার রিপোর্ট দেখে কলকাতা পুলিশ কমিশনার নিজেই পরবর্তী পদক্ষেপ নেবেন। বিচারপতি তীব্র ভাষায় প্রশ্ন তোলেন, কেন নিউ মার্কেট থানা ও শেক্সপিয়ার সরণি থানা মেডিকেল রিপোর্ট নিতে অস্বীকার করল। ঘটনার গুরুত্ব বিচার করে দ্রুত পদক্ষেপের জন্য কলকাতা পুলিশকে কড়া বার্তা দেন তিনি। এখন দেখার, পুলিশের তরফে কী পদক্ষেপ নেওয়া হয় এবং আরজি করের মায়ের ওপর হামলার ঘটনার তদন্তে নতুন কী তথ্য উঠে আসে।

‘এসআইআর সম্পূর্ণ হলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে কেউ বাঁচাতে পারবে না’, হুঁশিয়ারি শুভেন্দুর

দুরন্ত বার্তা, আসানসোল, ১০ সেপ্টেম্বরঃ আর ৬-৭ মাস আছে এরা। বাংলায় এসআইআর সম্পূর্ণ হলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে কেউ বাঁচাতে পারবে না। কোনও ভাবেই ভোটে জিততে পারবেন না তিনি। আসানসোলের জনসভা থেকে হুঁশিয়ারি দিয়ে দিলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। পাশাপাশি এও মনে করিয়ে দিলেন, কীভাবে গত বিধানসভা নির্বাচনে তাঁর কাছে হেরেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। দিল্লিতে সিইও-দের বৈঠকে জাতীয় নির্বাচন কমিশন ইঙ্গিত দিয়েছে যে, পুজোর পরেই বাংলা-সহ দেশে এসআইআর হতে পারে। দিল্লিতে কমিশনের পক্ষ থেকে এদিনের বৈঠকে সমস্ত রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকদের জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, সেপ্টেম্বরের মধ্যেই পরিকাঠামোগত প্রস্তুতি শেষ করতে হবে। তবে দেশজুড়ে একযোগে এই প্রক্রিয়া চালু হবে নাকি যেসব রাজ্যে আগামিবছর বিধানসভা ভোট রয়েছে, সেখানে আগে শুরু হবে, তা এখনও স্পষ্ট নয়। এই প্রসঙ্গেই শুভেন্দুর বক্তব্য, বাংলায় এসআইআর আটকাতে পারবে না তৃণমূল সরকার। এসআইআর হবেই এবং তা হলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আর তাঁর দলকে হারা থেকে কেউ আটকাতে পারবে না। শুভেন্দুর অভিযোগ, বাংলার নির্বাচনে তৃণমূল জিতেই আসছে ভুয়ো ভোটারদের জন্য। এসআইআর হলে সেইসব ভুয়ো ভোটাররা রাজ্য, দেশছাড়া হবে। ফলে তৃণমূলের বিসর্জন হবেই। এসআইআর প্রসঙ্গে ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং দাবি করেছেন, তৃণমূল কংগ্রেসের নেতাদের ব্লক লেভেল অফিসার হিসেবে নিয়োগ করা হচ্ছে। সেই দাবিকেই মান্যতা দিয়ে রাজ্যের বিরোধী দলনেতাও বলেন, আগেই এই ইস্যুতে তাঁরা অভিযোগ তুলেছিলেন।

আগামী সপ্তাহে একটি তালিকাও কমিশনে জমা দেওয়া হবে। বুধবারই সংবাদমাধ্যমে শুভেন্দু দাবি করেন, ‘‘বিভিন্ন জেলাশাসকের দফতর থেকে প্রায় ৮০ হাজার বিএলও-র নাম সংগ্রহ করেছি। তার ওপরে কাজ চলছে। অনুমান করা হচ্ছে কমপক্ষে ১০ হাজার নাম উঠে আসবে। আগামী সপ্তাহে এই তালিকা কমিশনে জমা দিয়ে সাংবাদিক বৈঠকও করা হবে। ইতিমধ্যে ৩-৪ হাজার পোক্ত নাম পাওয়া গেছে।’’ আসানসোলের সভা থেকেও এই বিষয়ে তৃণমূলকে নিশানা করেন তিনি। এই সভা থেকে ফের একবার ‘নো এসআইআর, নো ইলেকশন’ স্লোগান তোলেন শুভেন্দু অধিকারী। স্পষ্ট কথা, এসআইআর করতেই হবে তাহলেই বাংলায় ভুয়ো ভোটার, বাংলাদেশি, রোহিঙ্গা থাকবে না, স্বচ্ছ ভোট হবে। রাজ্যে সম্প্রতি বালি পাচারের তদন্তে ইডি যে টাকা উদ্ধার করেছে সেই নিয়েও তৃণমূলকে খোঁচা দিতে ছাড়েননি শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর সাফ কথা - ভাইপো অবধি টাকা গেছে। রাজ্যজুড়ে শুধু লুট চলছে। পুলিশেরও কোনও ভূমিকা নেই। যারা অভিযুক্ত, তাদেরই গাড়ি চড়ে ঘুরে বেড়ায় তারা।

চার দিন পর হরিদেবপুর গণধর্ষণকান্ডে ধৃত ১, করা হচ্ছে জিজ্ঞাসাবাদ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১০ সেপ্টেম্বরঃ হরিদেবপুর গণধর্ষণের ঘটনায় চার দিনের মাথায় প্রথম গ্রেফতার। বর্ধমান স্টেশন থেকে গ্রেফতার অভিযুক্ত। ধৃত নির্যাতিতার পূর্ব পরিচিত বলে জানা গিয়েছে। চার দিন আগে রিজেন্ট পার্কের একটি ফ্ল্যাটে এক তরুণীকে গণধর্ষণের অভিযোগ ওঠে। তদন্তে পুলিশ জানতে পেরেছে, ওই ফ্ল্যাটে তরুণীকে নিয়ে যান এই অভিযুক্ত। এখনও অধরা এই ঘটনায় আরও এক অভিযুক্ত। তার খোঁজেও তল্লাশি জারি করেছে পুলিশ। পুলিশ অধরা অভিযুক্তের মোবাইল ট্র্যাক করার চেষ্টা করছিল। কিন্তু অভিযুক্তের ফোন সুইচ অফ। তবে ধৃতের কাছ থেকে আরেক অভিযুক্তের খোঁজ মিলতে পারে বলে মনে করছে পুলিশ। তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গত শুক্রবার এক বন্ধুর জন্মদিনের পার্টিতে রিজেন্ট পার্কের ওই ফ্ল্যাটে গিয়েছিলেন তরুণী। নির্যাতিতার দাবি, তাঁকে একজন বুঝিয়ে অন্য আরেক যুবকের ফ্ল্যাটে নিয়ে যান। সেখানেই পার্টি হচ্ছে বলে তাঁকে জানানো হয়। অভিযোগ, রিজেন্ট পার্কের ওই ফ্ল্যাটেই তাঁকে দু’জন গণধর্ষণ করেন। ধর্ষণের পর দীর্ঘক্ষণ নির্যাতনও চালানো হয় বলে অভিযোগ।

‘স্বচ্ছভাবে চালাতে পারে না, রাজ্যের অনীহা আছে’

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১০ সেপ্টেম্বঃ টলিপাড়ার দ্বন্দ্ব নিয়ে মামলা খারিজ করলেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অমৃতা সিনহা। তাঁর পর্যবেক্ষণ, এই সমস্যার সমাধান এখানে সম্ভব নয়। প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি কিছু করতে সক্ষম নয় বলে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই প্রসঙ্গে প্রিন্সিপাল সেক্রেটারির উদ্দেশে বিচারপতি সিনহা বলেন, ‘‘আপনি জানেন ইন্ডাস্ট্রির সমস্যা হচ্ছে। তাও কিছু করতে পারছেন না?’’ মামলাকারীকে বিচারপতি বলেন, ‘‘রাজ্য আপনাদের কাউকে নিয়ন্ত্রণ করার জায়গায় নেই।’’ আইনজীবীর বক্তব্য, ‘‘আমরা টেকনিশিয়ানদের নিয়ে কোনও আপত্তি জানাচ্ছি না। শুধু কাজ করতে দেওয়া হচ্ছে না। একাধিক শিল্পীর কোনও কাজ নেই।’’ রাজ্যের ভূমিকা শোচনীয় বলে মন্তব্য করেন বিচারপতি। তাঁর বক্তব্য, ‘‘রাজ্য সরকার ইন্ডাস্ট্রি স্বচ্ছভাবে চালাতে পারে না। রাজ্য সরকারের অনীহা রয়েছে।’’

‘প্রতিবাদের নামে লুটপাট, ভাঙচুর বরদাস্ত করা হবে না’, কড়া বার্তা নেপাল সেনাপ্রধানের

কাঠমান্ডু, ১০ সেপ্টেম্বরঃ নেপালের গণ-আন্দোলন যেন অন্য রূপ নিয়েছে। অনেকেরই মনে পড়ছে বাংলাদেশের পরিস্থিতির কথা। প্রতিবাদের নামে চলছে লুটপাট, অত্যাচার। ঠিক এমনটা মনে করছে দেশের সেনাবাহিনীও। সেই প্রেক্ষিতেই আন্দোলনকারীদের উদ্দেশে কড়া বার্তাও দিয়েছে তাঁরা। ইতিমধ্যে জানা গেছে, নেপালের সেনাপ্রধানের সঙ্গে মধ্যরাতে আলোচনায় বসেছিলেন বিক্ষোভকারীদের একাংশ। তাঁদের দাবিদাওয়া শোনেন সেনাপ্রধান। সেই প্রেক্ষিতে রাষ্ট্রপতি রামচন্দ্র পৌডেলের সঙ্গে বিক্ষোভকারীদের আলোচনা হতে পারে। কিন্তু তার আগে প্রতিবাদীদের কড়া বার্তা দিয়ে সেনা স্পষ্ট করেছে, কোনওরকম ভাঙচুর, লুটপাট বা হামলা হলে কঠোর পদক্ষেপ নেবে বাহিনী। সেনাপ্রধান জেনারেল অশোক রাজ সিগদেল মঙ্গলবার রাতে দেশবাসীর উদ্দেশে ভাষণ দেন। তিনি বলেন, ‘‘আমরা আন্দোলনকারীদের কাছে আবেদন করছি, অবিলম্বে বিক্ষোভ বন্ধ করুন এবং আলোচনায় বসুন। এখন প্রয়োজন শান্তিপূর্ণ সমাধান, ঐতিহাসিক ও জাতীয় ঐক্য রক্ষা করা।’’ পাশাপাশি তিনি শোকপ্রকাশ করেন নিহত ও ক্ষতিগ্রস্তদের প্রতি। তাঁর কথায়, ‘‘নেপালের ইতিহাস

জুড়ে সেনা সবসময় দেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও ভৌগোলিক অখণ্ডতা রক্ষায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থেকেছে। এই কঠিন পরিস্থিতিতেও আমরা সেই দায়িত্বে অবিচল।’’ গত দু’দিন ধরে ভয়াবহ পরিস্থিতি নেপালে। সোশ্যাল মিডিয়া নিষিদ্ধ করে দেওয়ার প্রতিবাদে রাস্তায় নামে তরুণ প্রজন্ম। তারপর কার্যত পরিস্থিতি চলে যায় হাতের বাইরে। পুলিশের গুলিতে অন্তত ২২ জন বিক্ষোভকারীর মৃত্যু হয়েছে। সেই ক্ষোভেই আরও তীব্র হয় আন্দোলন। বিক্ষোভকারীদের একাংশ সরকারি ভবন ও নেতাদের বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেয়। এমনকী সংসদ ভবনও রেহাই পায়নি। তীব্র চাপের মুখে মঙ্গলবার পদত্যাগ করেন প্রধানমন্ত্রী ওলি সহ একাধিক মন্ত্রী। তাঁরা সকলে দেশ ছাড়বেন বলেই জল্পনা। এরই মাঝে দেশের অর্থমন্ত্রী এবং উপপ্রধানমন্ত্রী বেধড়ক মার খেয়েছেন উত্তেজিত জনতার দ্বারা। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর বাড়িতে আগুন লাগানোর মৃত্যু হয়েছে তাঁর স্ত্রীর। সবমিলিয়ে নেপালজুড়ে বর্বর ঘটনা ছেড়ে গেছে। এদিকে সেনা নিয়ন্ত্রণে এসেছে কাঠমান্ডু বিমানবন্দর ও সরকারি সচিবালয়। সীমান্ত বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। তবে জরুরি পরিষেবার গাড়ি যেমন অ্যাম্বুল্যান্স বা শববাহী গাড়িকে ছাড় দেওয়া হয়েছে। ওলি এবং তাঁর সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে, তরুণ প্রজন্মের কণ্ঠরোধ করতে সরকার ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম, হোয়াটসঅ্যাপের মতো প্ল্যাটফর্মে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল। সোমবার সকাল থেকে শুরু হওয়া প্রতিবাদ রাতের মধ্যে ভয়াবহ রূপ নেয়। প্রবল চাপের মুখে সোমবার গভীর রাতেই সরকার নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে নেয়। কিন্তু তাতেও আন্দোলন স্তিমিত হয়নি।

দুর্যোগ কেটেছে, সাময়িক বন্ধ থাকার পর জম্মুতে ফের খুলেছে স্কুল

জম্মু, ১০ সেপ্টেম্বর ঃ জম্মুতে আবহাওয়ার উন্নতির পর বুধবার থেকে সমস্ত স্কুল আবারও খুলে দেওয়া হয়েছে। জম্মুতে এখন আবহাওয়া পরিষ্কার, দুর্যোগের কোনও সম্ভাবনা নেই। তাই সাময়িক বন্ধ থাকার পর জম্মুতে ফের খুলেছে স্কুল। অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে বুধবার ছাত্র-ছাত্রীরাও স্কুলে আসে।এর আগে, জম্মু ও কাশ্মীরের জম্মু বিভাগের ভারী বৃষ্টিপাত ও এই অঞ্চলে আবহাওয়া সতর্কতা জারির পর সমস্ত সরকারি ও বেসরকারি স্কুল বন্ধ রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়। অবিরাম বৃষ্টিপাতের ফলে বেশ কয়েকটি পাহাড়ি এলাকায় ভূমিধসের ফলে দৈনন্দিন জীবন ব্যাহত হওয়ার এবং শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তার জন্য ঝুঁকি তৈরি হওয়ার পর সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

চড়া রোদে কাহিল মহানগরী, আশান্বিত বৃষ্টির দেখা নেই

কলকাতা, ১০ সেপ্টেম্বর ঃ সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝিতে মহানগরী কলকাতায় গরমের অস্বস্তি। চড়া রোদ আর ভ্যাপসা গরমে নাজেহাল অবস্থা কলকাতাবাসীর। পূর্বাভাস থাকলেও, আশান্বিত বৃষ্টির দেখা নেই। আলিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রের খবর, দুপুরের পর থেকে কলকাতার আকাশ আংশিক মেঘলা থেকে ক্রমশ ঘন মেঘাচ্ছন্ন হতে পারে। এর জেরে কিছু কিছু এলাকায় হালকা বৃষ্টি বা বজ্রসহ বৃষ্টিপাত হওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে। তবে আপাতত টানা বা ভারী বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই।বুধবার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা থাকতে পারে প্রায়.৩৪ ডিগ্রি সেলসিয়াসের কাছাকাছি। সর্বনিম্ন তাপমাত্রা নামতে পারে ২৮ ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশেপাশে। গতকাল কলকাতায় সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩৪.৪ ডিগ্রি, যা স্বাভাবিকের তুলনায় প্রায় ১.৯ ডিগ্রি বেশি। অন্যদিকে, সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৮.৪ ডিগ্রি, যা স্বাভাবিকের তুলনায় ২ ডিগ্রি বেশি। উল্লেখ্য, গত ২৪ ঘণ্টায়.শহরে এক ফোঁটাও বৃষ্টি হয়নি। বাতাসে আর্দ্রতার পরিমাণ বেশি থাকায় ঘর্মাক্ত গরম অনুভূত হচ্ছে।

এএফসি অনূর্ধ্ব-২৩ এশিয়ান কাপে ভারত হারালো ব্রুনাইকে

মুম্বই, ১০ সেপ্টেম্বর ঃ ভারত ব্রুনাইকে মঙ্গলবার ৬-০ গোলে হারিয়ে তাদের গোল ব্যবধান আরও উন্নত করেছে। কিন্তু ২০২৬ সালের এএফসি অনূর্ধ্ব-২৩ এশিয়ান কাপে তাদের যোগ্যতা এখনও নিশ্চিত হয়নি। ভিবিন মোহনান হ্যাটট্রিক করেন, মহম্মদ আইমেন দুটি গোল করেন এবং আয়ুশ ছেত্রীও ব্লু কোল্টসের হয়ে.গোল করেন, যা তাদের যোগ্যতা অর্জনের জন্য একটি জয়লাভ করা আবশ্যক ম্যাচ ছিল।নওশাদ মুসার ভারত তাদের অংশের কাজ শেষ হওয়ার পর, অন্যান্য ফলাফল তাদের পক্ষে আসার জন্য অপেক্ষা করবে। তারা আশা করবে যে কাতার এবং বাহরাইনের মধ্যকার গ্রুপ এইচ-এর অন্য ম্যাচে, প্রাক্তন দল - বর্তমানে টেবিলের শীর্ষে - জয়ী হবে কারণ দ্বিতীয় স্থানে থাকা ভারতকে দুই গোলেরও বেশি ব্যবধানে জয়ের মাধ্যমে সহজেই প্রতিস্থাপন করতে পারবে। যদি কাতার বাহরাইনের সঙ্গে ড্র করে, তাহলে দ্বিতীয় স্থান অধিকারী দলের মধ্যে শীর্ষ চারে থাকার জন্য ভারতকে অন্যান্য গ্রুপের সুবিধার উপর নির্ভর করতে হবে।দ্বিতীয়.স্থানে থাকা সেরা দলগুলির মধ্যে, ভারত বর্তমানে পঞ্চম স্থানে রয়েছে। তাদের নীচে রয়েছে তুর্কমেনিস্তান, যার পয়েন্টও ছয়, তবে বর্তমানে জর্ডানের বিপক্ষে হেরে যাওয়া ব্লু কোল্টসের পক্ষে কাজ করবে। ভারতের উপরে - কেবলমাত্র দ্বিতীয় স্থানে থাকা সেরা চারটি দলই যাবে - ইরান ছয় পয়েন্ট নিয়ে এবং ভারতের উপর ৪ জিডি রয়েছে। ইরান এখন সংযুক্ত আরব আমিরশাহী সঙ্গে খেলবে। যদি জর্ডান তুর্কমেনিস্তানকে হারায় এবং সংযুক্ত আরব আমিরশাহী ইরানকে চার গোলের ব্যবধানে হারায়, তাহলে ভারত এগিয়ে যাবে।

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞানের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

ফের সুর নরম ট্রাম্পের, মোদীর সঙ্গে আলোচনায় আগ্রহী মার্কিন প্রেসিডেন্ট, বাণিজ্য চুক্তি ঘিরে কূটনৈতিক উষ্ণতা

নয়াদিল্লি, ১০ সেপ্টেম্বর ঃ আন্তর্জাতিক কূটনীতির আঙিনায় ফের আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে উঠে এল ভারত-মার্কিন সম্পর্ক। বুধবার ভোরে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প নিজের সমাজমাধ্যম প্ল্যাটফর্ম ' এমন এক মন্তব্য করেছেন, যা নতুন করে উষ্ণ করে তুলেছে দিল্লি-ওয়াশিংটন সম্পর্কের গতিপথ। তাঁর বক্তব্যে স্পষ্ট হয়েছে, বাণিজ্যচুক্তি নিয়ে ভারতের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্র একেবারেই গুরুত্ব দিয়ে এগোচ্ছে এবং ব্যক্তিগতভাবে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে কথা বলার জন্য তিনি অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন। এই বার্তা ঘিরেই শুরু হয়েছে আলোচনার ঝড়।ট্রাম্প লিখেছেন, আমি আনন্দের সঙ্গে ঘোষণা করছি, ভারত ও আমেরিকা- আমাদের দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্যচুক্তি নিয়ে আলোচনা চলছে। আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই আমার খুব ভালো বন্ধু, ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে কথা বলার জন্য আমি অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি। তাঁর এই পোস্ট শুধু বাণিজ্যিক সম্পর্কের ইঙ্গিতই দেয়নি, বরং কূটনৈতিক সৌহার্দ্য ও রাজনৈতিক উষ্ণতার বার্তাও দিয়েছে। মোদীকে তিনি খুব ভাল বন্ধু হিসেবে উল্লেখ করায়, আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষকরা বিষয়টিকে যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ মনে করছেন।ড্ড্প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীও সময় নষ্ট না করে ট্রাম্পের বার্তার জবাব দিয়েছেন তাঁর এক্স হ্যান্ডেলে। তিনি লিখেছেন, ভারত ও আমেরিকা ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং স্বাভাবিক অংশীদার। আমি নিশ্চিত, আমাদের বাণিজ্য আলোচনা ভারত-মার্কিন অংশীদারিত্বের অসীম সম্ভাবনা উন্মোচনের পথ প্রশস্ত করবে। আমাদের টিমগুলি যত দ্রুত সম্ভব এই আলোচনাগুলি শেষ করার জন্য কাজ করছে। আমিও রাষ্ট্রপতি ট্রাম্পের সঙ্গে কথা বলার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি। আমাদের উভয় দেশের জনগণের জন্য উজ্জ্বল ও সমৃদ্ধ ভবিষ্য নিশ্চিত করতে আমরা একসঙ্গে কাজ করব।দুই দেশের শীর্ষ নেতৃত্বের এই পারস্পরিক বার্তা আন্তর্জাতিক অঙ্গনে নিছক প্রোটোকল মানার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং এর পেছনে রয়েছে বহুমাত্রিক কূটনৈতিক ও বাণিজ্যিক প্রেক্ষাপট। বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্র এবং সর্বাধিক প্রভাবশালী অর্থনীতির মধ্যে সম্পর্ক সবসময়ই আলোচনার কেন্দ্রে থাকে। সাম্প্রতিক বছরগুলোয় নানা সময়ে এই সম্পর্ক কখনও শীতল, কখনও উষ্ণ হয়েছে। কিন্তু এবার ট্রাম্পের সুর নরম করা ও মোদীর ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া দুই দেশের ভবিষ্যৎ বাণিজ্য ও কৌশলগত অংশীদারিত্বকে নতুন মাত্রা দিতে চলেছে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।ভারত ও আমেরিকার মধ্যে বাণিজ্যচুক্তি কোনও নতুন বিষয় নয়। বহু বছর ধরেই দুই দেশের মধ্যে নানা স্তরে আলোচনার মাধ্যমে বিষয়টি এগিয়েছে। তবে সময় সময় নানা কারণে তা আটকে গিয়েছে। আমেরিকা চায় ভারত তাদের কৃষিজাত পণ্য ও টেকনোলজি খাতে আরও বড় বাজার খুলে দিক। অন্যদিকে ভারত চায় আমেরিকা ভারতীয় আইটি পরিষেবা, ওষুধ শিল্প এবং বস্ত্র শিল্পের জন্য আরও সুযোগ সৃষ্টি করুক। পাশাপাশি ভিসা নীতি, শুল্ক কাঠামো এবং প্রতিরক্ষা সহযোগিতার মতো বিষয়ও আলোচনার অন্তর্ভুক্ত। এর মধ্যে বাণিজ্যঘাটতির প্রশ্নও গুরুত্বপূর্ণ। যুক্তরাষ্ট্র বরাবরই অভিযোগ করেছে, ভারতের সঙ্গে তাদের বাণিজ্য ঘাটতি বেশি। আবার ভারত যুক্তরাষ্ট্রকে অনুরোধ করে আসছে, যাতে তারা শুল্ক কমায় এবং ভারতীয় রপ্তানির উপর সুবিধা প্রদান করে। এই টানাপো।নের মধ্যেই নতুন করে আলোচনার ক্ষেত্র তৈরি হয়েছে।আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক সূত্রে খবর, ট্রাম্পের সাম্প্রতিক বক্তব্য নিছক কূটনৈতিক সৌজন্য নয়, বরং নির্বাচনী রাজনীতির সঙ্গে এর যোগ রয়েছে। আমেরিকায় ২০২৪ সালের রাষ্ট্রপতি নির্বাচন ঘিরে উত্তেজনা বা।ছে। ট্রাম্প আবারও প্রার্থী হিসেবে নাম ঘোষণা করেছেন। এই পরিস্থিতিতে ভারতের মতো বৃহ বাজারের সঙ্গে সুসম্পর্ক দেখানো তাঁর জন্য রাজনৈতিকভাবে লাভজনক হতে পারে। ভারতীয় বংশোদ্ভূত আমেরিকানদের ভোটব্যাঙ্কও এই প্রেক্ষিতে গুরুত্বপূর্ণ। বিশ্লেষকরা মনে করছেন, তাই ট্রাম্প চান ভারতের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের ইতিবাচক দিকটি আন্তর্জাতিক পরিসরে তুলে ধরতে।অন্যদিকে নরেন্দ্র মোদীর প্রতিক্রিয়াও কম তাৎপর্যপূর্ণ নয়। ভারতের প্রধানমন্ত্রীর বার্তায় যেমন বন্ধুত্বের ইঙ্গিত স্পষ্ট, তেমনই সেখানে ভবিষ্য সহযোগিতার রূপরেখাও ধরা পা।ছে। মোদী জোর দিয়েছেন যে, দুই দেশের বাণিজ্যচুক্তি কেবল অর্থনৈতিক উন্নতির পথই প্রশস্ত করবে না, বরং জনগণের জীবনমান উন্নয়নের দিকেও অগ্রসর করবে। ভারত বর্তমানে বিশ্বের পঞ্চম বৃহত্তম অর্থনীতি। দ্রুত বর্ধনশীল এই অর্থনীতির সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্র যদি আরও গভীরভাবে যুক্ত হয়, তবে তা আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মানচিত্রে ব। প্রভাব ফেলবে।তবে রাজনৈতিক সৌহার্দ্যের বাইরে বাস্তবতারও কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে। অনেকেই মনে করছেন, বাণিজ্যচুক্তির পথে এখনও বহু বাধা আছে। আমেরিকা ও ভারতের বাণিজ্য নীতি অনেক ক্ষেত্রে একে অপরের সঙ্গে সাংঘর্ষিক। ভারত কৃষিক্ষেত্রে বিদেশি প্রভাবকে সীমিত রাখতে চায়। আবার আমেরিকা সেই ক্ষেত্রেই প্রবেশ করতে চায়। একইভাবে আমেরিকার টেকনোলজি সংস্থাগুলি ভারতের বাজারে আরও সহজ প্রবেশাধিকার চাইছে, যা ভারতীয় সংস্থাগুলির জন্য উদ্বেগের কারণ হতে পারে। ফলে দুই দেশের মধ্যে সদিচ্ছা থাকলেও বাস্তব চুক্তি করতে গেলে বহু স্তরে সমঝোতা প্রয়োজন হবে।এছাড়া ভূরাজনীতির প্রেক্ষাপটও এই আলোচনায় গুরুত্বপূর্ণ। চীন বর্তমানে উভয় দেশের কাছেই এক ধরনের চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। দক্ষিণ এশিয়া ও ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে চীনের প্রভাব বিস্তার নিয়ে ভারত ও আমেরিকা সমানভাবে উদ্বিগ্ন। তাই কৌশলগত অংশীদারিত্বে দুই দেশ আরও ঘনিষ্ঠ হতে চাইছে। প্রতিরক্ষা সহযোগিতা, সামরিক মহড়া, প্রযুক্তি বিনিময় ইত্যাদির ক্ষেত্রেও গত কয়েক বছরে অগ্রগতি হয়েছে। এই প্রেক্ষাপটে বাণিজ্যচুক্তি হলে তা শুধু অর্থনৈতিক সম্পর্ককেই শক্তিশালী করবে না, বরং কৌশলগত সম্পর্কেরও দৃঢ় ভিত গড়ে তুলবে।ট্রাম্প ও মোদীর ব্যক্তিগত নিয়েও বরাবর আলোচনার ঝড় উঠেছে। দু'জনের মধ্যে অতীতে ঘনিষ্ঠতা যেমন দেখা গেছে, তেমনই কখনও কখনও প্রকাশ্যে মতভেদও স্পষ্ট হয়েছে। তবে সাম্প্রতিক বার্তায় যে বন্ধুত্বপূর্ণ সুর ফুটে উঠেছে, তা অনেকটাই ইতিবাচক ইঙ্গিত দিচ্ছে। আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক মহল মনে করছে, যদি সত্যিই আলোচনার মাধ্যমে একটি পূর্ণাঙ্গ বাণিজ্যচুক্তি সম্পন্ন হয়, তবে তা দুই দেশের সম্পর্কের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক হয়ে থাকবে।ভারতের সাধারণ নাগরিকদের কাছেও বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। কারণ বাণিজ্যচুক্তি হলে ভারতের বহু খাত নতুন করে প্রাণ ফিরে পেতে পারে। আইটি পরিষেবা ও ফার্মাসিউটিক্যাল শিল্প যেমন আমেরিকায় আরও সহজে প্রবেশ করতে পারবে, তেমনই ভারতের কৃষিজাত ও বস্ত্রপণ্যের বাজারও ব। আকার পেতে পারে। এর পাশাপাশি প্রতিরক্ষা খাতে প্রযুক্তি স্থানান্তর ও যৌথ উদ্যোগের সম্ভাবনাও উজ্জ্বল হবে। অপরদিকে আমেরিকাও ভারতের বৃহৎ ভোক্তা বাজারে প্রবেশ করে নিজেদের শিল্পকে নতুন গতিতে এগিয়ে নিতে পারবে। তাই দুই দেশের জনগণের দিক থেকেও চুক্তিটি একটি নতুন দিগন্ত খুলে দিতে পারে।অবশ্য রাজনৈতিক ইঙ্গিত আর বাস্তব চুক্তির মধ্যে দূরত্ব কতটা, তা সময়ই বলবে। অতীতে দেখা গেছে, দুই দেশের নেতৃত্ব বহুবার ইতিবাচক বার্তা দিয়েছেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত নানা কারণে আলোচনার গতি থেমে গেছে। এবার ট্রাম্প ও মোদীর সদিচ্ছা যদি বাস্তবায়িত হয়, তবে তা আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ইতিহাসে এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ হয়ে দাঁ।বে।ড্ড্মোটকথা, আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সদ্য দেওয়া বার্তা কূটনৈতিক অঙ্গনে এক নতুন আশার আলো জ্বালিয়েছে। আর তার জবাবে নরেন্দ্র মোদীর প্রতিক্রিয়াও সমানভাবে ইতিবাচক। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে এই ধরনের বার্তা প্রায়ই ভবিষ্যৎ সহযোগিতার দিকনির্দেশ করে। ফলে এখন সবার চোখ সেই বহু প্রতীক্ষিত আলোচনার দিকে, যা দুই দেশের সম্পর্ককে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যেতে পারে। বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্র আর শক্তিশালী অর্থনীতির মিলন যদি সত্যিই সার্থক হয়, তবে তা শুধু ভারত ও আমেরিকার জন্য নয়, গোটা বিশ্বের জন্যই এক গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন হয়ে উঠবে।

ইন্দোর সফরে মোহন ভাগবত, ' পরিক্রমা' বই প্রকাশ ঘিরে নতুন তাৎপর্য

ভোপাল, ১০ সেপ্টেম্বরঃআগামী ১৩ সেপ্টেম্বর শনিবার সন্ধ্যায় ফের ইন্দোর সফরে আসছেন রাষ্ট্রীয়. স্বয়ংসেবক সংঘের সরসঙ্ঘচালক ডঃ মোহন ভাগবত। টানা চারবারের সফরে তিনি এবছর মালওয়া.অঞ্চলে নিজস্ব কর্মসূচি, সাংগঠনিক পর্যালোচনা এবং বিশেষত একটি গুরুত্বপূর্ণ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে জনসাধারণের সামনে হাজির হতে চলেছেন। রবিবার, ১৪ সেপ্টেম্বর বিকেল সা।ে তিনটেয় ব্রিলিয়ান্ট কনভেনশন সেন্টারে অনুষ্ঠিত হবে পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী প্রহ্লাদ প্যাটেলের লেখা গ্রন্থ ' প্রকাশের অনুষ্ঠান। ডঃ ভাগবতের উপস্থিতিতে এই গ্রন্থপ্রকাশ শুধু রাজনৈতিক বা সাংগঠনিক দিক থেকে নয়, সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিক তাৎপর্যের কারণেও আলোচনার কেন্দ্রে এসে দাঁড়িয়েছে।নর্মদা পরিক্রমার অভিজ্ঞতার দলিলমন্ত্রী প্রহ্লাদ প্যাটেলের এই বই মূলত নর্মদা নদীর পরিক্রমা যাত্রা কেন্দ্রিক অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণকে ভিত্তি করে রচিত। তিনি দুইবার, ১৯৯৪ এবং ২০০৭ সালে দীর্ঘ সময় ধরে এই আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক যাত্রায় অংশ নিয়েছিলেন। সেই অভিজ্ঞতা থেকে উঠে এসেছে নদীভিত্তিক সভ্যতা, গ্রামীণ সংস্কৃতি এবং সামাজিক রূপান্তরের নানা দিক। নর্মদা শুধু একটি নদী নয়, বহু মানুষের কাছে সে ভক্তি, সাধনা ও আধ্যাত্মিকতার প্রতীক। ফলে ' বই প্রকাশের বিষয়টি সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সঙ্গেও ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ডঃ ভাগবতের উপস্থিতিতে প্রকাশ অনুষ্ঠান এই ভাবনারই প্রতীকী বহিঃপ্রকাশ হতে চলেছে।ইন্দোরে ধারাবাহিক সফরমালওয়া প্রদেশের আরএসএস-এর প্রান্ত প্রচার প্রধান জয়শঙ্কর শর্মা জানিয়েছেন, ২০২৫ সালে এটি ডঃ ভাগবতের চতুর্থ ইন্দোর সফর। এর আগে তিনি ৩ জানুয়ারি, ১৩ জানুয়ারি এবং ১০ আগস্ট শহরে এসেছিলেন। জানুয়ারি মাসের প্রথম সফরে তিনি সরাসরি অংশ নেন সংঘের শতবর্ষী উসব ' শতক'-এ, যেখানে সংঘের লক্ষ্য ও ভবিষ্য পরিকল্পনা নিয়ে তাঁর বক্তব্য বিশেষ গুরুত্ব পায়। তিনি সেসময় স্পষ্ট জানিয়ে দেন, ভারতের সার্বিক অগ্রগতি এবং বিশ্বে নেতৃত্বদানের জন্য সংঘ সর্বাত্মক ভূমিকা নিতে প্রস্তুত।১৩ জানুয়ারির সফরে তিনি উপস্থিত ছিলেন আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ সাংস্কৃতিক মুহূর্তে। সেদিন রামজন্মভূমি তীর্থক্ষেত্র ট্রাস্টের সাধারণ সম্পাদক চম্পত রায়কে দেবী অহল্যা জাতীয়. পুরস্কারে সম্মানিত করা হয়েছিল। সেই অনুষ্ঠানে ভাগবত উল্লেখ করেছিলেন, রামমন্দির শুধুই একটি ধর্মীয়.প্রতীক নয়, এটি ভারতের সাংস্কৃতিক শক্তি ও ঐক্যের চিহ্ন।অগস্টের সফরও ততটাই তাৎপর্যপূর্ণ ছিল, কারণ তখন তিনি সংগঠনের অভ্যন্তরীণ প্রস্তুতি, প্রচারকর্মীদের সঙ্গে বৈঠক এবং সাংগঠনিক পর্যালোচনা করেন। এই ধারাবাহিক সফরের মধ্য দিয়ে স্পষ্ট হচ্ছে যে, ইন্দোর এবং মালওয়া অঞ্চল সংঘের কাছে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে।রাজনীতির মঞ্চে সাংস্কৃতিক প্রতীক১৩ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হওয়া এই সফরের মধ্য দিয়ে স্পষ্ট হচ্ছে সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড এবং রাজনৈতিক পরিসরের এক অদ্ভুত মেলবন্ধন। একদিকে প্রহ্লাদ প্যাটেলের মতো একজন রাজ্য মন্ত্রীর লেখা বই, অন্যদিকে সংঘপ্রধানের উপস্থিতি- দুইয়ের মেলবন্ধন একাধিক ইঙ্গিতবাহী। বই প্রকাশের অনুষ্ঠান শুধু সাহিত্যিক বা সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ থাকবে না, বরং এটি রাজনৈতিক বার্তাও বহন করবে। কারণ, অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী ডঃ মোহন যাদব, রাজ্য মন্ত্রিসভার বেশ কয়েকজন সদস্য এবং রাজ্যের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। রাজনৈতিক মহল মনে করছে, এটি আসন্ন সময়ে সংঘ ও সরকারের সম্পর্কের দিক থেকেও গুরুত্বপূর্ণ সঙ্কেত বহন করছে।সাংগঠনিক ও সাংস্কৃতিক সমন্বয়ডঃ ভাগবতের ইন্দোর সফর নিয়ে স্থানীয় মহলে যথেষ্ট কৌতূহল তৈরি হয়েছে। একদিকে তিনি নিজস্ব অভ্যন্তরীণ কর্মসূচি, সংগঠনের কার্যকারিতা ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে.আলোচনা করবেন, অন্যদিকে তিনি উপস্থিত থাকবেন এমন এক অনুষ্ঠানে, যা রাজ্য এবং জাতীয় স্তরে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে সামনে নিয়ে আসবে। নর্মদা নদীকে কেন্দ্র করে এই বই প্রকাশ ভারতের নদী-সভ্যতা, গ্রামীণ সমাজজীবন এবং আধ্যাত্মিক সাধনার অনন্য দলিল হিসেবে দেখা হচ্ছে।সংঘের ইতিহাসে দেখা যায়, তারা সর্বদাই সাংস্কৃতিক প্রতীক ও আধ্যাত্মিক চর্চাকে সামাজিক পরিবর্তনের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেছে। এই বই প্রকাশ অনুষ্ঠানও তার ব্যতিক্রম নয়। বইটির মধ্যে দিয়ে প্রহ্লাদ প্যাটেল শুধু নদী পরিক্রমার ভৌগোলিক বা আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতাই তুলে ধরেননি, বরং সমাজজীবনের বহু বাস্তব চিত্রও তুলে ধরেছেন। ফলে অনুষ্ঠানের তাৎপর্য সাংস্কৃতিক মহলের বাইরেও বিস্তৃত হতে বাধ্য।স্থানীয় প্রত্যাশা ও গুরুত্বইন্দোরের নাগরিকদের কাছেও এই সফর বিশেষ গুরুত্ব বহন করছে। ডঃ ভাগবতের নিয়মিত সফর তাঁকে স্থানীয়.মানুষের কাছে আরও কাছের করে তুলছে। সংঘের স্থানীয় কার্যকর্তাদের মতে, ভাগবতের এই ধারাবাহিক উপস্থিতি সংগঠনের শক্তি বৃদ্ধি এবং জনআন্দোলনের বিস্তারের অন্যতম উপাদান। বিশেষত মালওয়া অঞ্চলে, যেখানে সংঘের কার্যকলাপ সবসময়ই দৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে, সেখানে এই ধরনের সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক মেলবন্ধন নতুন গতি এনে দিতে পারে।উপসংহার সব মিলিয়ে বলা যায়, ১৩-১৪ সেপ্টেম্বরের এই সফর কেবল একটি আনুষ্ঠানিক সফর নয়। এটি সাংগঠনিক পর্যালোচনা, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের পুনর্মূল্যায়ন এবং রাজনৈতিক বার্তার এক যুগলবন্দি। নর্মদা নদীর পরিক্রমার উপর লেখা বইয়ের প্রকাশ একদিকে ইতিহাস ও আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে মানুষকে পরিচয় করাবে, অন্যদিকে সংঘপ্রধানের উপস্থিতি সেই অভিজ্ঞতাকে রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক উচ্চতায় পৌঁছে দেবে। মুখ্যমন্ত্রী থেকে শুরু করে রাজ্যের শীর্ষ নেতৃত্বের উপস্থিতি এই অনুষ্ঠানের গুরুত্ব আরও বাড়িয়ে তুলছে।ডঃ ভাগবতের নিয়মিত ইন্দোর সফর এভাবেই তাঁকে স্থানীয় ও জাতীয় পরিসরে এক আলাদা মাত্রায় প্রতিষ্ঠিত করছে। তাঁর বক্তব্য, উপস্থিতি এবং সাংগঠনিক দিকনির্দেশনা আগামী দিনে রাজনীতি ও সমাজ জীবনের অনেক ক্ষেত্রেই প্রভাব বিস্তার করবে বলে মনে করা হচ্ছে।

অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি নেপালে, সীমান্ত পেরিয়ে দেশে ফিরছেন আতঙ্কিত ভারতীয়রা

পানিট্যাঙ্কি, ১০ সেপ্টেম্বর ঃপ্রতিবেশী দেশ নেপালে ক্রমশই অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠছে পরিস্থিতি। রাজধানী কাঠমান্ডু-সহ একাধিক শহরে অস্থিরতা, বিক্ষোভ ও প্রশাসনিক টানাপোড়েন ঘিরে উদ্বেগজনক আবহ তৈরি হয়েছে। ভারত সরকার ঘনিষ্ঠভাবে লক্ষ্য রাখছে প্রতিবেশী দেশের ঘটনাপ্রবাহের দিকে। সেই পরিস্থিতির জেরে নিরাপত্তা ও আত্মরক্ষার স্বার্থে নেপাল থেকে একের পর এক ভারতীয় নাগরিক দেশে ফিরে আসছেন। সীমান্তের পানিট্যাঙ্কি চেকপোস্টে বুধবার সকাল থেকে দেখা গেল, বহু ভারতীয় নাগরিক আতঙ্কিত মন নিয়ে নেপাল ত্যাগ করে ভারতে প্রবেশ করছেন।সীমান্তে চাপা উদ্বেগ, ভিড় বা।ছে পানিট্যাঙ্কিতেদার্জিলিং জেলার পানিট্যাঙ্কি সীমান্ত বরাবর সকাল থেকেই ভিড় বা।ছিল। হাতে ছোট ছোট ব্যাগ, পিঠে ঝোলা, চোখেমুখে উদ্বেগের ছাপ- ভারতীয় নাগরিকরা তড়িঘড়ি দেশে ফিরছিলেন। অনেকেই কর্মসূত্রে বা ব্যবসার কাজে নেপালে গিয়ে আটকে ছিলেন, কেউ কেউ আত্মীয় পরিজনের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন। কিন্তু হঠা করে দেশে বিক্ষোভ, অস্থিরতা আর প্রশাসনের কড়া পদক্ষেপের খবর তাঁদের মনে আতঙ্ক ছ।য়েছে। ফলে ঝুঁকি না নিয়ে তাঁরা ভারতে ফিরে আসার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।ড্ড্প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার কথাড্ড্দেশে ফিরে আসার পর অসমের কোহিলা দেবী নামে এক নারী জানান, ' পরিস্থিতি হাতের বাইরে চলে গিয়েছে। আমরা সেখানে আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছিলাম। প্রাণ বাঁচিয়ে ফিরে এলাম বলে এখন স্বস্তি পাচ্ছি।'' কোহিলা একা নন, তাঁর মতো আরও অনেকেই সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে প্রবেশ করার পর একই সুরে জানিয়েছেন, নেপালে থাকা আর সম্ভব হচ্ছিল না।ড্ড্ভারত সরকারের কড়া নজরদারিপ্রতিবেশী দেশে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হওয়ায় ভারত সরকারও বিষয়টিকে বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে। দিল্লি থেকে জানানো হয়েছে, সীমান্তে বিশেষ নজরদারি চালানো হচ্ছে এবং ভারতীয় নাগরিকদের সুরক্ষায় সর্বোচ্চ ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। নেপালে অবস্থানরত ভারতীয়দের দ্রুত দেশে ফেরার জন্য প্রশাসন থেকে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। সীমান্তবর্তী এলাকায় বিএসএফও সতর্ক রয়েছে।প্রতিবেশী দেশের অগ্নিগর্ভ আবহনেপালের রাজনৈতিক পরিস্থিতি কয়েকদিন ধরেই অশান্ত। প্রশাসনের বিরুদ্ধে দুর্নীতি থেকে শুরু করে একাধিক অভিযোগ ঘিরে অসন্তোষ বেড়েছে। তার সঙ্গে যোগ হয়েছে সামাজিক মাধ্যমে নিষেধাজ্ঞা জারি করার মতো কঠোর পদক্ষেপ। ফলে সাধারণ মানুষের ক্ষোভ রাস্তায় ফেটে প।ছে। রাজধানী কাঠমান্ডু-সহ বিভিন্ন শহরে প্রতিবাদ, বিক্ষোভ ও পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষ উত্তেজনা আরও বাড়িয়েছে। এই অবস্থায় প্রতিবেশী দেশ থেকে ভারতীয়দের দেশে ফিরে আসার ঘটনাকে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে কূটনৈতিক মহল।সীমান্তে স্বস্তির নিঃশ্বাসপানিট্যাঙ্কি সীমান্তে ভারতে প্রবেশের পর ভারতীয় নাগরিকদের চোখেমুখে যে স্বস্তির আভাস ধরা পড়েছে, তা থেকেই স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে নেপালের পরিস্থিতি কতটা ভয়ানক হয়ে উঠেছিল। সেখানে আতঙ্কে প্রতিদিনের জীবনযাপন করা তাঁদের কাছে কঠিন হয়ে দাঁড়াচ্ছিল। দেশে ফিরে আসার পর তাঁরা অন্তত আপাতত নিরাপদ আশ্রয় পেয়েছেন।সব মিলিয়ে নেপালের অস্থির পরিস্থিতি ভারতের জন্যও চিন্তার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবে আপাতত সীমান্ত পেরিয়ে দেশে ফিরে আসা ভারতীয়দের মুখে একটাই কথা- ' প্রাণে বাঁচলাম, এটাই বড় কথা।''

আকাশপথে বন্যা কবলিত এলাকা পরিদর্শন করলেন পঞ্জাবের রাজ্যপাল কাটারিয়া

চণ্ডীগড়, ১০ সেপ্টেম্বরঃঅভূতপূর্ব বন্যায় বিপর্যস্ত পঞ্জাবের বিশাল অঞ্চল এখনও জলমগ্ন। ঘরবাড়ি ভেসে গিয়েছে, ফসল নষ্ট হয়ে গিয়েছে, বহু মানুষ গৃহহীন। চারদিকে কেবল দুর্যোগের ছবি। এই পরিস্থিতিতে কেন্দ্র থেকে শুরু করে রাজ্য প্রশাসন, সবার চোখ এখন পঞ্জাবের দিকে। মঙ্গলবারই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আকাশপথে বন্যা কবলিত এলাকা পরিদর্শন করেছিলেন। তার পরদিনই, বুধবার রাজ্যপাল গুলাব চাঁদ কাটারিয়া নিজেও হেলিকপ্টারে উঠে ক্ষতিগ্রস্ত অঞ্চলগুলি ঘুরে দেখলেন। আকাশ থেকে জলমগ্ন গ্রাম, ভেসে যাওয়া চাষের জমি এবং দুর্গত মানুষের কষ্ট তাঁর নজরে আসে।দুর্যোগের চিত্রআকাশপথে পরিদর্শনের সময় রাজ্যপালের চোখে পড়ে পঞ্জাবের একাধিক জেলা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত। ক্ষেতের ধান থেকে তুলো- সব ফসল ডুবে গিয়েছে জলে। বহু গ্রামীণ রাস্তাও ভেঙে গেছে। কিছু কিছু এলাকায় ঘরবাড়ি ভেসে গিয়ে মানুষ খোলা আকাশের নিচে দিন কাটাচ্ছেন। পরিদর্শন শেষে কাটারিয়া বলেন, এই বন্যার ক্ষয়ক্ষতি ভয়াবহ। মানুষের ভোগান্তি অকল্পনীয়।প্রধানমন্ত্রীর আশ্বাসচণ্ডীগড়ে ফিরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে রাজ্যপাল জানান, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তাঁকে সরাসরি নির্দেশ দিয়েছেন ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রী ভগবন্ত মানকে অবহিত রাখতে। তিনি বলেন, ' প্রধানমন্ত্রী আমাকে মুখ্যমন্ত্রীর স্বাস্থ্যের খোঁজখবর নিতে বলেছিলেন। এখন তাঁর অবস্থা ভালো। একইসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, পঞ্জাবের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে সর্বোচ্চ সহায়তা অব্যাহত থাকবে।'' কাটারিয়া.যোগ করেন, কেন্দ্রীয় সরকার পুরো পরিস্থিতি খতিয়ে দেখছে। ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রমে কোনও খামতি থাকবে না।কেন্দ্র-রাজ্যের সমন্বয় রাজ্যপালের বক্তব্যে স্পষ্ট হয়েছে যে, পঞ্জাবের দুর্যোগ মোকাবিলায় কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকার যৌথভাবে কাজ করছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ব্যক্তিগতভাবে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছেন, আর রাজ্যপাল মাঠে নেমে তা যাচাই করছেন। মুখ্যমন্ত্রী ভগবন্ত মানও স্বাস্থ্যের উন্নতির পর দুর্গত এলাকায় পরিদর্শনে যাবেন বলে সূত্রের খবর।ড্ড্দুর্গতদের পাশে প্রশাসনএদিকে, প্রশাসন যুদ্ধকালীন তৎপরতায় ত্রাণসামগ্রী পৌঁছে দিচ্ছে দুর্গতদের হাতে। বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনও সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। তবে স্থানীয়দের দাবি, ক্ষতির পরিমাণ এতটাই বেশি যে দ্রুত পুনর্বাসন ও কৃষকদের জন্য বিশেষ প্যাকেজ ঘোষণা করা প্রয়োজন।উপসংহারসব মিলিয়ে বলা যায়, বন্যার অভিঘাতে বিপর্যস্ত পঞ্জাবকে ঘুরে দাঁড় করাতে কেন্দ্র ও রাজ্য উভয় প্রশাসনই উদ্যোগী হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী থেকে রাজ্যপাল- সকলে মাঠে নেমে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখছেন এবং মানুষের পাশে থাকার আশ্বাস দিচ্ছেন। কিন্তু বাস্তবে কত দ্রুত দুর্গতরা ঘরে ফিরতে পারবেন, কৃষকরা ক্ষতিপূরণ পাবেন, এবং রাজ্য আবার স্বাভাবিক ছন্দে ফিরবে- সেই দিকেই এখন তাকিয়ে গোটা পঞ্জাববাসী।

রাশিফল

মেষঃদীর্ঘদিন ধরে আটকে থাকা কোনও ব্যবসায়িক চুক্তি সম্পূর্ণ হতে পারে। রিয়েল এস্টেটে বিনিয়োগ করার জন্য ভালো দিন।
বৃষঃ দিনটি আনন্দ করে কাটবে। প্রাপ্তিতে বাধা থাকলেও দিনের শেষে পেয়ে যাবেন। ফল, ওষুধ, চিকিৎসা ও লেখাপড়ার সরঞ্জামের ব্যবসায় লাভ হবেন। শুভদিন হবে
মিথুনঃ আয় ও ব্যয়ের মধ্যে সমতা বজায় রাখুন। সন্তানরা শিক্ষায় ভালো ফল করবে। তাদের সাফল্য আপনাকে অবাক করতে পারে। বাড়ি কেনার সুযোগ আসতে পারে।
কর্কট রাশি ঃআপনার জীবনসঙ্গীর সহজাত বোধ আপনাদের প্রেমের জীবনে কিছু ব্যাঘাত সৃষ্টি করতে পারে। প্রেমের শিখা প্রজ্জ্বলিত রাখার জন্য আপনার উত্তেজনাপূর্ণ কিছু করার প্রয়োজন হতে পারে।
সিংহঃ আপনার জীবনসঙ্গীর সঙ্গে আপনার সম্পর্ক লালন করার জন্য আপনাকে মেজাজ ঠাণ্ডা রাখতে হবে। যদিও আপনি তাদের মানসিক সমর্থন পাবেন। অবিবাহিত ব্যক্তিরা তাদের সম্পর্কগুলিকে অন্য মাত্রায় নিয়ে যেতে পারবে। শুভদিন হবে।
কন্যা ঃকোনও সামাজিক জমায়েত আপনার সন্ধ্যাকে অপরিসীম খুশি ও আনন্দে ভরিয়ে তুলতে পারে। পুরনো কোনও বন্ধুর আকস্মিক ফোনকল আপনার মনকে স্মৃতিমেদুর করে তুলতে পারে।।
তুলাঃ সম্পর্কের প্রতি আপনার যে অঙ্গীকারের কারণে আপনি সেই বিশেষ ব্যক্তির কাছে হৃদয় উজা।
বৃশ্চিকঃব্যক্তিগত ও পেশাদারী জীবনের মধ্যে ভারসাম্য নিয়ে আসা সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ। বিবাহের যোগ
ধনুঃ বিভিন্ন জায়গায় আপনার প্রেয়সীর সঙ্গে সময় কাটাতে ইচ্ছে করবে, কাজেই প্রেম জীবন সঠিকভাবে চলছে বলে মনে হবে।।
মকরঃ প্রবল কর্মব্যস্ততার কারণে আপনার পরিবার বঞ্চিত বোধ করতে পারেন। অতি অবশ্যই কাজের মধ্যে থেকে সময় বার করুন, যাতে পরিবার ও প্রণয়ীর সঙ্গে ভালো সময় কাটাতে পারেন।।
কুম্ভঃ আপনি হয়তো একা সময় কাটাবেন, কাজেই প্রেম জীবন একঘেঁয়ে ও নীরস হয়ে উঠবে। আপনার সঙ্গীর মেজাজ ভালো নাও থাকতে পারে, কাজেই এই দূরত্ব যাতে বর্তমান সম্পর্কে প্রভাব না ফেলে তা নিশ্চিত করুন।।
মীনঃ আর্থিক দিক থেকে অপ্রত্যাশিত ব্যয়.দেখা দেবে। পারিবারিক জীবনে ছোটখাটো বিবাদ হতে পারে। যেকোনও সমস্যা শান্তিপূর্ণভাবে সমাধানের চেষ্টা করুন। মানসিক চাপ কমাতে মেডিটেশন করুন। ব্যক্তিগত জীবনে তা প্রয়োগ করতে উদ্বুদ্ধ হবেন।

আবহাওয়া

সক্রিয় মৌসুমী অক্ষরেখার প্রভাবে বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টি হচ্ছে। আবার নিম্নচাপের ভ্রূকুটি২ও রয়েছে। ফলে আগামী কিছু দিন বৃষ্টি থেকে নিস্তার নেই দক্ষিণবঙ্গে। বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে উত্তরবঙ্গেও। এরইমধ্যে মঙ্গলবার সকালে রোদের দেখা মিলেছে। আলিপুর আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, আগামী ২৪ ঘণ্টায় কলকাতা, হাওড়া, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুরে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। ওই জেলাগুলিতে হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে। এরপর বুধবার কলকাতা, হাওড়া, হুগলি, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, বাঁকুড়ায় ঝড়বৃষ্টির জন্য হলুদ সতর্কতা রয়েছে। শুক্রবার এবং শুক্রবার কলকাতা-সহ দক্ষিণের সব জেলায় বৃষ্টির পাশাপাশি দমকা ঝোড়ো হাওয়ার জন্য হলুদ সতর্কতা রয়েছে। আগামী রবিবার পর্যন্ত দক্ষিণের জেলাগুলিতে ঝড়-বৃষ্টি চলবে। বুধবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৬.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস।। কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বেশির ভাগ জেলায় আগামী রবিবার পর্যন্ত ঝড়-বৃষ্টির জন্য হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে। কোনও কোনও জেলায় ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। আগামী রবিবার পর্যন্ত উত্তরবঙ্গের আট জেলাতেই ঝড়-বৃষ্টির জন্য হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে। হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির পাশাপাশি ওই জেলাগুলিতে ঘণ্টায় ৩৫ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিতে ঝোড়ো দমকা হাওয়া বইতে পারে।। শনিবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৫.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ২.৩ ডিগ্রি বেশি।তাপমাত্রা- ৩১ ডিগ্রী সেলসিয়াস। সর্বনির্ম্ন- ২৪ ডিগ্রী সেললিয়াস। আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৯০ শতাংশ এবং ৬৩সর্বনিম্ন শতাংশ হয়। বৃষ্টিপাত হয়েছে ০২.১ মিলিমিটার পর্যন্ত মনে করা হয়।

জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-সকাল ০৯টা ৫৪মিনিট এবং রাত ০৯টা ৫৫মনিট। **ভাটা**-দুপুর ০২টা ৫৫মনিট এবং রাত ১১টা ৫০মনিট। সূর্যঃউদয় ঃ সকাল ৫টা ১১মিনিটে হতে পারে এবং অস্ত যাবে আজ ৬টা ০২মিনিটে হতে পারে।

হাওড়া পুরসভার উদ্যোগে ব্যবসায়ীদের হাতে 'দুয়ারে লাইসেন্স' পরিষেবা

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১০ সেপ্টেম্বরঃ হাওড়া পুরসভার উদ্যোগে ফিস মার্কেটের পর এবার হাওড়ার পান বাজারে 'দুয়ারে লাইসেন্স' পরিষেবার সূচনা হলো। বুধবার সকালে পান মার্কেটে ১০ জন পান ব্যবসায়ীর হাতে লাইসেন্স তুলে দেওয়া হয় পুরসভার তরফ থেকে। উপস্থিত ছিলেন হাওড়া পুরসভার মুখ্য প্রশাসক ডাঃ সুজয় চক্রবর্তী, পুর প্রশাসক মন্ডলীর সদস্য রিয়াজ আহমেদ সহ অন্যান্যরা। পুরসভা সূত্রে খবর, আগামী দিনে এই পান বাজারের সমস্ত ব্যবসায়ীর হাতে পুরসভার তরফ থেকে লাইসেন্স দেওয়া হবে এবং পুজোর পর হাওড়া হোলসেল সবজি মার্কেটেও ব্যবসায়ীদের হাতে দুয়ারে লাইসেন্স এর মাধ্যমে পুরসভার তরফ থেকে লাইসেন্স তুলে দেওয়া হবে। যাতে সকলেই আইনানুগ উপায়ে সঠিকভাবে ব্যবসা করতে পারেন।

হাওড়া সিটি পুলিশ এর উদ্যোগে 'তেজস্বিনী' কর্মশালার সূচনা হলো

সুমন আদক,, হাওড়া, ১০ সেপ্টেম্বর ঃ মহিলাদের আত্মবিশ্বাস ও আত্মরক্ষা গড়ে তুলতে হাওড়া সিটি পুলিশ এর উদ্যোগে 'তেজস্বিনী' কর্মশালার সূচনা হলো। মূলত স্কুল ছাত্রীদের আত্মরক্ষা পাঠের এক বিশেষ কর্মশালা হলো এই 'তেজস্বিনী'। ছাত্রীদের আত্মরক্ষায় সক্ষম করে তোলার উদ্দেশ্যেই হাওড়া সিটি পুলিশের জনমুখী কর্মসূচি 'তেজস্বিনী'র শুভারম্ভ হলো। হাওড়া সিটি পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মঙ্গলবার থেকে শুরু হয়েছে এই কর্মশালা। চলছে হাওড়ার বিভিন্ন স্কুলে। নর্থ জোনে রয়েছে অগ্রসেন বালিকা বিদ্যালয়, শোভনলাল বালিকা বিদ্যালয়, বেলুড় বালিকা বিদ্যালয়। সাউথ জোনে রয়েছে উনসানি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়। এই বিশেষ কর্মশালা 'তেজস্বিনী'র মাধ্যমে ছাত্রীদের আত্মরক্ষায় প্রশিক্ষিত ও সক্ষম করে তোলা হচ্ছে। প্রসঙ্গত,

মেয়েদের সুরক্ষার প্রশ্নকে গুরুত্ব দিয়ে চার বছর আগে ' নামের এই আত্মসুরক্ষামূলক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি শুরু হয়েছিল। হাওড়া সিটি পুলিশের উদ্যোগে দশদিনের কর্মসূচি এই ' হাওড়ার পুলিশ কমিশনার প্রবীণ কুমার ত্রিপাঠি বলেন, ' প্রশিক্ষণের মধ্য দিয়ে আমরা স্কুলের ছাত্রী সহ সমাজের সব স্তরের মহিলাদের আত্মবিশ্বাস ও স্বনির্ভরতার এই বার্তা দিতে চাই যে, তাঁরা নিজেরাই নিজেদের সুরক্ষা করতে সক্ষম। এই নিয়ে চার বছর আমরা এই প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছি। ওরা এর মধ্য দিয়ে নিজেদের প্রস্তুত করে আগামীদিনে সক্ষমতার পথে এগিয়ে যেতে পারবেন বলে আশা রাখি।'

বাংলাদেশ থেকে বাইকের টিউবে সোনা পাচারের চেষ্টা, ধৃত পাচারকারী

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১০ সেপ্টেম্বর ঃ বাংলাদেশ থেকে ভারতীয় সীমান্ত পেরিয়ে বিপুল পরিমাণ সোনার ' পাচারের চেষ্টা ফাঁস করল বিএসএফ। সীমান্তরক্ষী বাহিনীর তল্লাশিতে উদ্ধার হল সেই সোনা। গ্রেপ্তার করা হয় এক পাচারকারীকে। ধৃতের নাম সাইন গাজি। চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাটে। উদ্ধার হওয়া ওই সোনার বাজারদর ৫০ লক্ষ টাকা। বিএসএফ সূত্রে খবর, এদিন স্বরূপনগর থানার বিথারী হাকিমপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের হাকিমপুর চেক পোস্টে তল্লাশি চলছিল। বছর ৩৪-এর সাইন গাজি হাকিমপুর চেক পোস্টে মোটরবাইক চালিয়ে এসেছিলেন। তাঁকে দেখে বিএসএফ জওয়ানদের সন্দেহ হয়েছিল। শুরু হয় প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদ। তার অসংলগ্ন কথায় সন্দেহ হয় জওয়ানদের। শুরু হয় তল্লাশি। মোটরবাইকের টিউবের মধ্যে থেকে বেরিয়ে পড়ে সোনার বিস্কুট। চারটি সোনার বিস্কুট উদ্ধার হয়েছে। সেগুলির ওজন ৪৯৫ গ্রাম, বাজারদর ৫০ লক্ষ টাকা। এরপরেই ওই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়। ধৃতের বাড়ি হাকিমপুর সীমান্ত এলাকাতেই। বাংলাদেশ থেকে চোরাপথে ওইসব সোনার বিস্কুট পাচার হয়ে এদেশে নিয়ে আসা হয়েছিল বলে প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে। ধৃতকে জেরা করে জানা গিয়েছে, দুবাই, মায়ানমার, বাংলাদেশ হয়ে এদেশে ওই সোনা নিয়ে আসা হয়েছিল। সেগুলি কলকাতায় নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা ছিল বলে খবর। সোনার বিস্কুট-সহ ওই পাচারকারীকে তেতুলিয়া শুল্ক দপ্তরের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। স্বরূপনগর থানার পুলিশও ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। ধৃত কি কেবল ক্যারিয়ারের কাছে যুক্ত? নাকি আন্তর্জাতিক পাচারচক্রের সঙ্গেও তার যোগ রয়েছে? সেই বিষয়টি খতিয়ে দেখছে তদন্তকারীরা।

জন্মদিনের পার্টিতে তরুণীকে গণধর্ষণ!

দুরন্ত বার্তা,কলকাতা, ১০ সেপ্টেম্বর ঃ বর্ধমান স্টেশন থেকে গ্রেফতার হলেন রিজেন্ট কলোনিতে জন্মদিনের পার্টির আড়ালে ঘটে যাওয়া গণধর্ষণের মূল অভিযুক্ত চন্দন মালিক। নির্যাতিতা তরুণীর পূর্বপরিচিত এই চন্দন মালিকের পাশাপাশি ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দফতরের কর্মী দেবাংশু বিশ্বাসের খোঁজে চলছে তল্লাশি। অভিযোগকারিণী গতকাল আলিপুর আদালতে গোপন জবানবন্দি দিয়েছেন। এই নির্মম ঘটনা ঘটেছিল গত ৫ সেপ্টেম্বর, যেখানে জন্মদিনের পার্টির আড়ালে তরুণীকে ডেকে ফ্ল্যাটে নিয়ে গিয়ে ২ অভিযুক্ত গণধর্ষণ করে। ঘটনার পর থেকে অভিযুক্তরা পলাতক ছিল। গত ৫ সেপ্টেম্বর ঘটেছিল ঘটনা। অবশেষে পাঁচদিনের মাথায় পুলিশের জালে মূল অভিযুক্ত। গত ৬ সেপ্টেম্বর হরিদেবপুর থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করেন ওই তরুণী। সেখানে তিনি গণধর্ষণের অভিযোগ করেন। তরুণীর অভিযোগ, তাঁকে ৫ সেপ্টেম্বর রিজেন্ট পার্ক থানার অন্তর্গত রিজেন্ট কলোনিতে একটি ফাঁকা বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। তাঁকে বলা হয় জন্মদিনের পার্টি রয়েছে। সেখানে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। পূর্ব পরিচত চন্দন মালিক নামের এক ব্যক্তির সঙ্গে গিয়েছিলেন তরুণী। রিজেন্ট কলোনির একটি ফ্ল্যাটে, যেখানে চন্দনের বন্ধু দেবাংশু বিশ্বাস ওরফে দীপের ফাঁকা বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয় তরুণীকে। সেখানে গিয়ে তিনি দেখতে পান যে জন্মদিনের কোনও পার্টি আদৌ হচ্ছে না। তরুণীর অভিযোগ, দেবাংশুর ফ্ল্যাটেই তাঁর সঙ্গে গণধর্ষণের ঘটনা ঘটে। জোর করে আটকে রাখা হয় বলেও অভিযোগ করেন তরুণী। হরিদেবপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন তিনি। তার ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করে পুলিশ। ঘটনার পর থেকেই চন্দন এবং দেবাংশু পলাতক ছিল। তাদের খোঁজে বিভিন্ন জায়গায় তল্লাশি চালায় পুলিশ। এরপর গতকাল রাতে বর্ধমান স্টেশন থেকে চন্দনকে গ্রেফতার করা হয় বলে জানা গিয়েছে হরিদেবপুর থানা সূত্রে। আরেক অভিযুক্তর খোঁজে এখনও জারি রয়েছে তল্লাশি। পুলিশ সূত্রে খবর, দেবাংশু বিশ্বাস ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দফতরের কর্মী। অন্যদিকে অভিযোগকারিণী আলিপুর আদালতে গোপন জবানবন্দি দিয়েছেন ইতিমধ্যেই। জোরকদমে তদন্ত চালাচ্ছে পুলিশ। দেবাংশুর খোঁজে চলছে তল্লাশি অভিযান। আর জি কর, সাউথ ক্যালকাটা ল কলেজের ন্যাক্কারজনক ঘটনার রেশ কাটার আগেই ফের শহরের বুকে চরম হেনস্থার শিকার হয়েছেন এক তরুণী, এমনই গুরুতর অভিযোগ উঠেছে।

প্রার্থী হওয়ার দৌড়ে সংগঠনের পদ ছাড়তে নারাজ অনেকেই

অমিত শাহের সফরের আগে উত্তপ্ত বঙ্গ বিজেপি!

চলতি মাসেই মহালয়ার পরদিন কলকাতায় দুর্গাপুজোর একটি অনুষ্ঠানে যোগ দিতে আসছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। তাঁর সফরের আগেই বঙ্গ বিজেপির নতুন রাজ্য কমিটি ঘোষণা হয়ে যেতে পারে। রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য খুব শীঘ্রই তাঁর নতুন টিমের সদস্যদের নাম প্রকাশ করতে পারেন। দলীয় সূত্রে খবর, অমিত শাহের পুজো উদ্বোধনের ঝটিকা সফরের মধ্যেই বঙ্গ বিজেপির নতুন রাজ্য কমিটির সঙ্গে একটি সংক্ষিপ্ত বৈঠকের আয়োজন করার চেষ্টা চালাচ্ছে রাজ্য নেতৃত্ব। কে থাকছেন, আর কারা বাদ পড়ছেন-তা নিয়ে ইতিমধ্যেই দলে জোর জল্পনা শুরু হয়েছে।

বর্তমান রাজ্য কমিটির একাধিক পদাধিকারী তাঁদের পদ বজায় রাখতে কেঃন্দ্রীয় পর্যবেক্ষকদের সঙ্গে আলাদা করে দেখা করেছেন বলেও সূত্রের খবর।সূত্রের খবর, মহালয়ার আগেই রাজ্য বিজেপির নতুন টিম ঘোষণা করে দেবেন শমীক। আর সেই টিমের সভাপতির পরেই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পদ সাধারণ সম্পাদক। সেই সাধারণ সম্পাদক পদ থেকে তিনজনকে বাদ দেওয়া হচ্ছে বলে শেষ মুহূর্তের খবর। বর্তমানে রাজ্য সাধারণ সম্পাদক পদে রয়েছেন লকেট চট্টোপাধ্যায়, জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়, দীপক বর্মন, অগ্নিমিত্রা পাল এবং জ্যোতির্ময় সিং মাহাতো। শেষ মুহূর্তে যদি কোনও সিদ্ধান্ত বদল না হয় তাহলে এই পাঁচজনের মধ্যে তিন জন নতুন কমিটি থেকে বাদ পড়তে পারেন। অন্যদিকে, সহ-সভাপতি এবং সম্পাদক পদ থেকেও একাধিক নাম বাদ প।তে চলেছে। নতুন কমিটিতে ঢুকতে চলেছেন বহু পুরনো নেতা। তবে রাজ্য কমিটি ঘোষণার আগে অবশ্য আরেকটি বিষয় নিয়েও চিন্তায় পড়ছেন বঙ্গ বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্ব।সূত্রের খবর, দলের একটা বড় অংশের নেতৃত্ব সংগঠনের পদ পাওয়ার থেকে ভোটে লড়তে আগ্রহী বেশি। অনেকে আবার চাইছেন সংগঠনে থাকলেও তাঁদের ভোটে ল।তে দেওয়া হোক। কিন্তু কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব ঠিক করেছে যে, যাঁরা ভোটে লড়বেন তাঁদের কোনও সাংগঠনিক পদ দেওয়া হবে না। ফলে এই বিষয়টা নিয়ে দ্বিধাবিভক্ত গেরুয়া শিবির। তাই এই জটিলতায় নয়া রাজ্য কমিটি ঘোষণার ক্ষেত্রে কিছুটা বিলম্ব হচ্ছে বলে খবর। সূত্রের খবর, কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে-সংগঠনের পদে যাঁরা থাকবেন, তাঁদের নির্বাচনে প্রার্থী করা হবে না। আবার যাঁরা বিধানসভা ভোটে টিকিট পাচ্ছেন, তাঁদের কোনও সংগঠনিক দায়িত্বে রাখা হবেনা। এই নীতিতে রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যও সম্মতি জানিয়েছেন। যদিও দলের একাংশের নেতারা এখনও চাইছেন-তাঁরা যেন সংগঠনের পদও ধরে রাখতে পারেন এবং ভোটে টিকিটও পান। এতে অস্বস্তি বা।ছে রাজ্য নেতৃত্বের অন্দরেও।

হাওড়ার দক্ষিণ রায়তলার পুজোর থিমে এবার তুলে ধরা হয়েছে 'কৈবর্ত' সম্প্রদায়ের জীবন কাহিনী

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১০ সেপ্টেম্বর ঃ হাওড়ার দক্ষিণ রায়তলার পুজোর থিমে এবার তুলে ধরা হয়েছে 'কৈবর্ত' সম্প্রদায়ের জীবন কাহিনী। পুজো উদ্যোক্তাদের আশা এবার তাদের মন্ডপে ব্যাপক মানুষের সমাগম হবে। এবার শারদ উৎসবে ৪৬তম বর্ষে পদার্পণ করল হাওড়ার দক্ষিণ রায়তলা সার্বজনীন দুর্গোৎসব (সাঁতরাগাছি স্পোর্টিং ক্লাব)। এবার এদের থিমে তুলে ধরা হচ্ছে কৈবর্ত বা ধীবর সমাজকে। কৈবর্ত একটি পেশাজীবী সম্প্রদায় যারা মূলত মৎস্যজীবী হিসেবেই পরিচিত। এই সম্প্রদায়কে 'জালিয়া' বা 'জেলে' নামেও ডাকা হয়। ঐতিহ্যগতভাবে এটি একটি উপজাতি ছিল যা পরে বৃহত্তর সমাজে অন্তর্ভুক্ত হয়। থিম শিল্পী সুমিত দত্ত বলেন, কৈবর্ত একটি বিশেষ সম্প্রদায় যাদের পেশা মূলতঃ মাছ ধরা। আমাদের এবারের ভাবনার কেন্দ্রে এই কৈবর্ত সম্প্রদায় যাঁদের উল্লেখ রয়েছে দুই সহস্রাব্দেরও অধিক প্রাচীন 'জাতক' গ্রন্থসমূহে। মধ্যযুগের ভারত ইতিহাসে পাওয়া যায় 'কৈবর্ত গীতা' যাতে রয়েছে এই সম্প্রদায়ের জীবন যাপনের নিখুঁত বিবরণ। কিন্তু দুর্ভাগ্য, এই সুপ্রাচীন জনগোষ্ঠী ইতিহাসের আদি-মধ্য-আধুনিক সব সময়েই জাতিভেদের অভিশাপে থেকে গেছে অচ্ছুত হয়ে। কালের প্রতি অধ্যায়েই এঁরা রিক্ত, অবহেলিত এবং ভাষাহীন। তাই জাতিভেদ প্রথার বিরুদ্ধে ও মানুষের মর্যাদার পক্ষে দাঁড়িয়ে আমাদের এবারের পুজোর ভাবনা 'কৈবর্ত'। মন্ডপ ও প্রতিমা নির্মাণ হয়েছে কৈবর্ত সম্প্রদায়ের প্রতিদিনের বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় রসদের ভাবনা দিয়ে যেখানে আমাদের উদ্দেশ্য একটাই যারা এখনও পিছনের সারিতে তাঁদের সাথে একাত্মতা এবং জাতিভেদের অভিশাপহীন এক সমাজ প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা জারি রাখা।

বাসন্তীতে মর্মান্তিক পথ দূর্ঘটনা, মৃত এক,আহত দশ

দুরন্ত বার্তা,জয়নগর, ১০ সেপ্টেম্বর ঃ বাসন্তীতে মর্মান্তিক পথ দূর্ঘটনায় মৃত্যু এক ব্যক্তির , আহত ১০ জন। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বাসন্তী থানার অন্তর্গত তেঁতুলতলা এলাকায় বাসন্তী রাজ্যে সড়কের উপর মঙ্গলবার সন্ধ্যা সাতটা কুড়ি নাগাদ টোটো ও স্করপিও মধ্যে মুখোমুখি সংঘর্ষে মৃত্যু ঘটে এক ব্যক্তির।আহত দশ জন। মৃতের নাম সুভাষ নস্কর, বয়স ৪০ বছর । স্থানীয় সূত্রে খবর বাসন্তী থেকে একটি স্করপিও গাড়ি দ্রুত গতিতে যাচছিল। এবং অন্যদিকে সোনাখালীর দিক থেকে একটি যাত্রীবাহী টোটো যেতে গিয়ে মুখোমুখি সংঘর্ষে মৃত্যু হয় একজনের , আহত হয় ১০ জন। আর এই ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ায় গোটা এলাকায়।

রাজ্যের প্রশাসনিক পরিকাঠামোয় রদবদল, হিডকোর নতুন চেয়ারম্যান অর্থমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য!

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১০ সেপ্টেম্বর ঃ রাজ্যের আবাসন পরিকাঠামো উন্নয়ন সংস্থা ' নতুন চেয়ারম্যান হিসেবে নিযুক্ত হলেন রাজ্যের অর্থমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। নবান্ন সূত্রে খবর, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় উত্তরবঙ্গ সফরে রওনা হওয়ার আগে মঙ্গলবার সকালে এই গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক রদবদলের সিদ্ধান্ত নেন। অর্থদপ্তরের স্বাধীন দায়িত্বের পাশাপাশি স্বাস্থ্য, পরিবেশ, উদ্বাস্তু পুনর্বাসন, ভূমি ও ভূমি সংস্কার, পরিকল্পনা ও পরিসংখ্যান দপ্তরেরও মন্ত্রী চন্দ্রিমা। দলীয় সংগঠনে পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের সভানেত্রীর সঙ্গে তৃণমূল লিগ্যাল সেল, অঙ্গনওয়ারি-সহায়িকা এবং আশা কর্মীদের সংগঠনেরও রাজ্য সভাপতি হিসাবে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে কাজ করছেন তিনি। এবার সেই চন্দ্রিমার হাতেই ' মতো পরিকাঠামো উন্নয়নে রাজ্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেওয়া ' স্বয়ংসম্পূর্ণ' সরকারি সংস্থারও প্রধানের দায়িত্বও তুলে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী। স্বাভাবিকভাবেই দল ও প্রশাসন, উভয়ক্ষেত্রেই আরও গুরুত্ব বা।ল অর্থমন্ত্রীর।

সূত্রের খবর, বৃহস্পতিবার হিডকোর দপ্তরে গিয়ে নতুন দায়িত্বভার বুঝে নেবেন তিনি। সেদিনই হিডকোর অফিসার ও ইঞ্জিনিয়রদের সঙ্গে প্রাথমিক আলোচনা শেষে জগন্নাথধামের ধাঁচে নিউটাউনে ' তৈরির মতো মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষিত একাধিক কর্মসূচি বাস্তবায়নের কাজ শুরু করবেন অর্থমন্ত্রী। নতুন দায়িত্ব পেয়ে চঃিদ্রমা বলেন, মুখ্যমন্ত্রী আমায় এই গুরুদায়িত্ব দিয়েছেন, আমি কৃতজ্ঞ। জান-প্রাণ দিয়ে তাঁর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করব। এর আগে হিডকোর চেয়ারম্যানের দায়িত্বে ছিলেন রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। তবে গত ডিসেম্বর মাসে মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, হিডকোর দায়িত্ব সরাসরি নিজের হাতে তুলে নেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বংেদ্যাপাধ্যায়। সেই সময় ভাইস চেয়ারম্যান হিসেবে নিযুক্ত করা হয় প্রাক্তন মুখ্যসচিব হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদীকে। পাশাপাশি হিডকোকে পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তরের আওতা থেকে সরিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর অধীনে থাকা প্রশাসনিক সংস্কার ও কর্মিবর্গ দপ্তরে আনা হয়। মূল উদ্দেশ্য ছিল হিডকোর ভবিষ্য পরিকল্পনা সরাসরি মুখ্যমন্ত্রী নিজে তদারকি করবেন। এই প্রেক্ষিতেই, নবান্ন সূত্রের মতে, মুখ্যমন্ত্রীর ঘনিষ্ঠ ও বিশ্বস্ত হিসাবে পরিচিত চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যকে হিডকোর চেয়ারম্যান পদে নিয়ে আসা হয়েছে।-

মহিষাসুরহীন দুর্গা পূজিত হন প্রতিদিন

প্রকাশ মন্ডল, হুগলি ১০ সেপ্টেম্বর ঃ মহিষাসুরহীন দুর্গা পূজিত হন প্রতিদিন,ভক্তদের মনস্কামনা পূর্ণ করেন মা। কামার বুড়ির দুর্গা নামেই খ্যাত বাংলায়।দেবীর অভয়া মূর্তির দুই হাত,নেই কোনো অস্ত্র, সঙ্গে আছে লক্ষী, সরস্বতী, কার্তিক, গণেশ।এই দুর্গার বহন জোড়া সিংহ। তারকেশ্বরের মধ্য হাউলির কর্মকার পরিবারের তত্ত্বাবধানে আনুমানিক সাড়ে তিনশো বছর ধরে প্রতিদিন পূজিত হন কামার বুড়ির মা দুর্গা। এছাড়াও বছরে তিন বার ধুম ধাম করে পূজা করা হয় মায়ের। কথিত আছে, প্রায় সাড়ে তিনশো বছর আগে গ্রামের এক কামার বুড়ি এই পুজোর সূচনা করেন। তিনি দ্বয়ের পুকুরে স্নান করতে নেমে একটি ঘট পান। সেই ঘট তুলে এনে রেখে দেন বাড়িতে। পরে মায়ের স্বপ্নাদেশ পান দুর্গা মণ্ডপ গড়ার। তালপাতার ছাউনি দেওয়া মাটির ঘরে শুরু হয় দেবীর আরাধনা। কর্মকার পরিবারের সদস্যরা পালা করে এই পুজো করে আসছে। গ্রামের সকলে এই পুজোয় অংশগ্রহণ করেন। গ্রামবাসীদের দাবি, জাগ্রত দেবীর আশীর্বাদে গ্রামের আর্থিক পরিস্থিতি আগের তুলনায় অনেকটাই বদলেছে। পুরোহিতের নির্দেশে ৩০ বছর পর গত বছর ১৬ চৈত্র দেবী মূর্তি বিসর্জন করা হয়

তারপর ফের নতুন করে গড়া হয় দেবী মূর্তি। সেই মূর্তি গত বছর ৩ রা আশ্বিন প্রতিষ্ঠা করা হয়। দেবীর দু'হাতে কোনও অস্ত্র থাকে না। তবে পায়ে কাছে থাকে জোড়া সিংহ। গ্রামের মানুষের ভালো মন্দ সুখ-দুঃখের একমাত্র ভরসা এই দেবী। কুমারী পুজো না হলেও ছাগ বলি হয় নবমীতে। জাগ্রত দেবীর আশীর্বাদ না নিয়ে গ্রামবাসীরা নতুন করে কোনও কাজে হাত দেন না। শোনা যায়, পূর্ব হাউলির এক ব্যক্তি দুর্গামন্দিরে এসে সংজ্ঞা হারান। পুরোহিত দেবীর প্রসাদ, স্নান জল ও পুজোর ফুল দেওয়ার পর তিনি সুস্থ হয়ে বাড়ি ফেরেন। এই ধরনের নানা অলৌকিক কাহিনি রয়েছে এই দেবীকে ঘিরে। শুধু এই গ্রাম নয়, আশপাশের বহু গ্রামের মানুষ এসে নিষ্ঠার সঙ্গে এই দেবীর সাথে পুজো করেন। প্রতিমার অঙ্গহানি বা ক্ষয়ক্ষতি হলে স্বপ্নাদেশ পেয়ে পুরোহিত দেবী মূর্তি পরিবর্তনের কথা সকলকে জানান। বিসর্জনের কোনও নির্দিষ্ট সময় নেই। তালপাতার ছাউনি দেওয়া মাটির মন্দির থেকে বর্তমানে এটি পাকা মন্দির হয়েছে।

পুজোর ভিড় সামলাতে কলকাতা মেট্রোর কড়া নির্দেশিকা,চলমান সিঁড়ি ও গেট ব্যবহারে কড়াকড়ি!

দুরন্ত বার্তা,কলকাতা, ১০ সেপ্টেম্বর ঃ দুর্গা পুজোর আগে থেকেই কলকাতা জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে উৎসবের আবহ। সেই সঙ্গে বাড়ছে মেট্রো রেলের যাত্রীসংখ্যা, যা শহরের অন্যতম প্রধান গণপরিবহণ মাধ্যম। পুজোর সময় ভিড় সামলাতে এবং পরিষেবা আরও সুষ্ঠুভাবে চালাতে কলকাতা মেট্রো কর্তৃপক্ষ নতুন কিছু নির্দেশিকা জারি করেছে। এই নির্দেশিকাগুলি বোর্ডের মাধ্যমে প্রতিটি মেট্রো স্টেশনে টাঙানো হয়েছে। যাত্রীদের সুবিধার্থে বোর্ডগুলি বাংলা, হিন্দি এবং ইংরেজি-তিনটি ভাষায় লেখা হয়েছে, যাতে সবাই সহজেই তা বুঝতে পারেন। নতুন নিয়ম অনুযায়ী, টিকিট কাউন্টার ও গেটের সামনে ভি। না করে সুশৃঙ্খলভাবে লাইনে দাঁড়ানোর অনুরোধ করা হয়েছে। যাত্রীদের মালপত্রের ওজন ১৫ কেজির মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি, বিশেষভাবে সক্ষম যাত্রীদের জন্য পথ ছেড়ে দেওয়ার অনুরোধ জানানো হয়েছে।

পূর্ব রেলওয়ে

ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি

নং ঃ সিভি/ই-অকশন/এসএমইউ/০১/২০২২, তারিখঃ ০৯.০৯.২০২৫। সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ ডিভিসন, ২য় তল, ডিআরএম বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৪ কেবলমাত্র ০৫ (পাঁচ) বছর সময়সীমার জন্য পূর্ব রেলওয়ের 'এ১' ক্যাটেগরি স্টেশন শিয়ালদহে স্পেশাল মাইনর ইউনিটের (এসএমইউ) জন্য মডিউলার ক্যাটারিং স্টলের মাধ্যমে ক্যাটারিং সার্ভিস পরিচালনার লাইসেন্স প্রদানের জন্য ই-অকশন আহ্বান করছেন। বিডদাতারা **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটের মাধ্যমেই কেবলমাত্র ই-অকশনে অংশগ্রহণ করতে পারবেন। লটের বিস্তারিত বিবরণ নিম্নরূপঃ **এসইকিউ নং.ঃ এএ/১, লট নং.ঃ** সিএটিজি-এসডিএএইচ-এসডিএএইচ-এসএমইউ-১৫৫-২৫-২, **স্টেশনঃ** শিয়ালদহ, **অবস্থানঃ** স্কেচ প্ল্যান অনুযায়ী, **যাঁদের জন্য সংরক্ষিতঃ** সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মহিলাদের জন্য [মুসলিম/খ্রীষ্টান/শিখ/বুদ্ধিস্ট/জোরাস্ট্রিয়ান (পারসী)/জৈন] সংরক্ষিত। **ই-অকশনের তারিখ এবং সময়ঃ** ২৫.০৯.২০২৫ তারিখ সকাল ১১.৩০ মিনিট।

SDAH-193/2025-26

পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in – এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The Executive Engineer (Water Supply), GRWW, KMC invites e-tender for the following works :

(1) NIT No. : EEWS/KMC/GRWW/25-26/64

Name of the work: **Restoration of leakage spot on 150 mm dia and 100 mm dia FW Pipeline adjacent to Taratala Auto Stand on Taratala Road**; Estimated Amount: **Rs. 1,51,710.61**; Earnest Money: **Rs. 3,450.00**; Period of Completion: **7 days**.

(2) NIT No. : EEWS/KMC/GRWW/25-26/65

Name of the work: **Strengthening of Three Nos. 900 mm dia PSC leak point adjacent to Banshi Dhaba and West Bengal Transport Corporation on Taratala Road**; Estimated Amount: **Rs. 1,82,239.60**; Earnest Money: **Rs. 3,650.00**; Period of Completion: **7 days**.

(3) NIT No. : EEWS/KMC/GRWW/24-25/204

Name of the work: **Leak repairing of 1050 mm Gandhi Maidan dedicated pipeline on Santoshpur Road with other allied works**; Estimated Amount: **Rs. 1,49,716.45**; Earnest Money: **Rs. 3,000.00**; Period of Completion: **5 days**. Last date and time of receipt/opening of tender (online): **23.09.2025** at **2 p.m./25.09.2025** at **2 p.m [For Sl. No. 1 to 3]**; The bid forms and other details will be available shortly from the website **https://wbtenders.gov.in [For Sl. No. 1 to 3].**

The Executive Engineer (WS)/BDT, KMC invites e-tender for the following works (Submission of bid through online) :

(1) NIT No. : KMC/WS/GBDT/M/2025-26/30

Name of the work: **Supply and installation of 2 nos. 7.5 HP submersible pump motor at Shyamsundar Pally in Ward No. 128, BR-14 and Ajaynagar Tarun Sangha Club in Ward No. 109, BR-12**; Estimated Amount (Including GST & CESS): **Rs. 2,01,663.00**; Earnest Money: **Rs. 4,100.00**; Period of Completion: **10 days**.

(2) NIT No. : KMC/WS/GBDT/E/2025-26/49

Name of the work: **Refurbishing of 10 nos. submersible pump motor set at Bakultala Park (Ward No. 126) and other 9 nos. Big Dia T/W under GARFA Unit**; Estimated Amount (Including GST & CESS): **Rs. 2,85,397.00**; Earnest Money: **Rs. 5,800.00**; Period of Completion: **25 days**.

(3) NIT No. : KMC/WS/GBDT/E/2025-26/50

Name of the work: **Refurbishing of 10 nos. submersible pump motor set at Sukantapally (Ward No. 122) and other 9 nos. Big-Dia T/W under Garfa Unit**; Estimated Amount (Including GST & CESS): **Rs. 2,88,670.00**; Earnest Money: **Rs. 5,800.00**; Period of Completion: **25 days**.

(4) NIT No. : KMC/WS/GBDT/M/2025-26/34/1

Name of the work: **Withdrawal and reinstallation of submersible pump motor at New Garia Cooperative (Ward No. 109) Bid-Dia Tubewell and other 14 nos. Big-Dia Tubewell under Garfa Big-Dia T/W Unit**; Estimated Amount (Including GST & CESS): **Rs. 2,92,165.00**; Earnest Money: **Rs. 5,900.00**; Period of Completion: **25 days**; Last date and time of submission and opening date and time: **22.09.2025** up to **2 p.m.** and **24.09.2025** at **2 p.m.** respectively. **[For Sl. No. 1 to 4]**; The bid forms and other details are available on and from **11.09.2025 (2 p.m.)** from the website **https://wbtenders.gov.in [For Sl. No. 1 to 4]**.

The Executive Engineer (WS)/West, KMC invites e-tender for the following works :

(1) NIT No. : KMC/WS/WEST/W-73/T03/2025-26

Name of the work: **Development of filtered water supply at Jatin Das Park by laying 100 mm dia service main in Ward No. 73**; Estimated Amount: **Rs. 2,68,366.00**; Earnest Money: **Rs. 5,400.00**; Period of Completion: **10 days**; Last date and time of receipt/opening of tender (online): **20.09.2025** at **1 p.m./22.09.2025** at **1 p.m.**

(2) NIT No. : KMC/WS/WEST/W-75/T-06/2025-26

Name of the work: **Repairing of exist. F.W. and U.F.W. supply mains, ferrule wash, old G.I. Pipe change with other works along Canal Road, M.G. Road, Bakery Road, Austemberia Gali and other areas in Ward No. 75**; Estimated Amount: **Rs. 2,98,797.00**; Earnest Money: **Rs. 6,000.00**; Period of Completion: **30 days**; Last date and time of receipt/opening of tender (online): **22.09.2025** at **11 a.m./24.09.2025** at **11 a.m.** The bid forms and other details are available from the website **https://wbtenders.gov.in [For Sl. No. 1 & 2]**.

The Director General (WS), KMC invites e-tender online quotation two bid system for the following work :

NIT No. : KMC/WS/CHETLABPS/25-26/05

Name of the work: **Development work by construction of RCC Platform for water tanker filling spot at Chetla BPS**; Estimated Amount: **Rs. 4,91,473.00**; Earnest Money: **Rs. 10,000.00**; Period of Completion: **14 days**; Last date and time of submission of bid: **23.09.2025 - 2 p.m.**; Tender will be opened on: **25.09.2025 - 2 p.m.**; The bid forms and other details are available on and from **13.09.2025 (2 p.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The Executive Engineer (WS)/CBPS, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works :

(1) NIT No. : KMC/WS/TMGCBPS/2025-26/03/(1st Call)

Name of the work: **Supply, delivery, installation and commissioning of 1 no. 20 HP submersible pump motor set for boosting local supply services from Manifold No. C at Taramoni Ghat Road Capsule BPS**; Estimated Amount: **Rs. 1,83,735.92**; Earnest Money: **Rs. 3,700.00**; Period of Completion: **15 days**; Start date & time of submission of bid: **13.09.2025 - 2 p.m.**; Last date & time of submission of bid: **20.09.2025 - 2 p.m.**; Tender will be opened on: **24.09.2025 - 2 p.m.**

(2) NIT No. : KMC/WS/DSPCBPS/25-26/04

Name of the work: **Restoration of external lighting arrangement at Deshopriyo Park Capsule BPS**; Estimated Amount: **Rs. 1,83,481.00**; Earnest Money: **Rs. 4,000.00**; Period of Completion: **7 days**; Last date & time of submission of bid: **23.09.2025 - 2 p.m.**; Tender will be opened on: **25.09.2025 - 2 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **13.09.2025 (2 p.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in [For Sl. No. 1 & 2].**

The Dy. C.E.E (WS), KMC invites e-tender online quotation two bid system for the following work :

NIT No. : KMC/WS/BBPS/25-26/12

Name of the work: **Supply and delivery of Gear box suitable for 1200 MM Diameter butterfly valve at Behala BPS**; Estimated Amount: **Rs. 1,31,385.00**; Earnest Money: **Rs. 3,000.00**; Period of Completion: **7 days**; Last date and time of submission of bid: **23.09.2025 - 2 p.m.**; Tender will be opened on: **25.09.2025 - 2 p.m.**; The bid forms and other details are available on and from **13.09.2025 (2 p.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in**

1043/25-26

IIFL FINANCE

CIN: L67100MH1995PLC093797
Regd. Office: IIFL House, Sun Infotech Park, Road No. 16V, Plot No.B-23, Thane Industrial Area, Wagle Estate, Thane - 400604
Tel: (91-22) 41035000 • Fax: (91-22) 25806654
E-mail: reach@iifl.com • Website: www.iifl.com

সোনার অলঙ্কারের ই-অকশন-এর পাবলিক নোটিশ

এতদ্বারা সকল সুনির্দিষ্টভাবে সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাদের এবং সাধারণভাবে সকল জনসাধারণকে অবহিত করা হচ্ছে যে, আমরা, আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেড (''আইআইএফএল'') সেইসব ডিফল্ট গ্রাহকদের সোনার অলঙ্কার নিলাম করছি যারা বারবার নোটিস ও রিমাইন্ডার পাঠানোর পরেও তাদের লোন রেগুলারাইজ করেননি বা বকেয়া অর্থ পরিশোধ করেননি। নিম্নোক্ত লোন অ্যাকাউন্টে বন্ধক রাখা সোনার অলঙ্কারগুলির সর্বজনীন নিলাম **শ্রীরাম অটোমল ইন্ডিয়া লিমিটেড** এর মাধ্যমে তাদের অনলাইন নিলাম প্ল্যাটফর্ম **https://gold.samil.in** এর মাধ্যমে **16.09.2025 তারিখে দুপুর 2:00 থেকে বিকাল 5:00 টার মধ্যে** এর মধ্যে পরিচালিত হবে। স্থান বা তারিখের পরিবর্তন (যদি থাকে) নিলাম কেন্দ্রে প্রদর্শিত হবে। যদি কোনো কারণবশত এখানে উল্লিখিত তারিখে ই-নিলাম অনুষ্ঠিত হতে না পারে বা যদি নিলাম একই দিনে সম্পূর্ণ হতে না পারে, তাহলে আইআইএফএল নিলাম প্ল্যাটফর্মে পরবর্তী যেকোনো তারিখে এবং / অথবা নিলাম কেন্দ্রে একই শর্তাবলী সহ উল্লিখিত নিলাম পরিচালনা করার বা নিলাম সম্পন্ন করার অধিকার সংরক্ষণ করে। নিলাম না হওয়া সোনার অলঙ্কারগুলি নিলাম প্ল্যাটফর্ম এবং / অথবা নিলাম কেন্দ্রে বিশদ বিবরণ প্রদর্শনের পর পরবর্তী কার্যদিবসে নিলাম করা হবে। যদি শাখা পর্যায়ে নিলাম করা না যায়, তাহলে নির্দিষ্ট জেলা কেন্দ্রে জেলা পর্যায়ে আর কোনো বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই **26.09.2025** এ পুনরায় নিলাম করা হবে। যদি কোনো কারণবশত এখানে উল্লিখিত তারিখে ই-নিলাম অনুষ্ঠিত হতে না পারে বা যদি নিলাম একই দিনে সম্পূর্ণ হতে না পারে, তাহলে আইআইএফএল পরবর্তী যেকোনো তারিখে এবং / অথবা নিলাম কেন্দ্রে একই শর্তাবলী সহ উল্লিখিত নিলাম পরিচালনা করার বা নিলাম সম্পন্ন করার অধিকার সংরক্ষণ করে। গ্রাহক যদি জীবিত না থাকেন, সেক্ষেত্রে নিলাম সংক্রান্ত সমস্ত শর্ত মনোনীত / আইনগত উত্তরাধিকারীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

জেলা কেন্দ্র: **পশ্চিম মেদিনীপুর-ডেবরা জিএল - আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেড, 1ম তলা, ডেবরা, পো-পিএস-ডেবরা, পশ্চিম মেদিনীপুর-721126**

শাখার নাম: বেলদা-মাটকাটপুর জিএল, তালুকা-বেলদা
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL34493020.
শাখার নাম: মেদিনীপুর-টাউন জিএল, তালুকা-মেদিনীপুর
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL25896183, GL33987788.
শাখার নাম: মেদিনীপুর-সিকে রোড জিএল, তালুকা - গড়বেতা-III
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL25957450, GL34429441, GL34482395, GL34489030, GL34491588, GL34500687, GL34501659, GL34504991, GL34519367, GL34544061, GL35343822, GL39024918.
শাখার নাম: পশ্চিম মেদিনীপুর-ডেবরা জিএল, তালুকা– কেশপুর
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL33657655, GL34422128, GL34433254, GL34509684, GL34512936, GL34525471, GL34526350, GL35055538, GL35138146, GL37288211, GL37440003, GL37627273, GL37865481, GL38472170, GL38602147, GL38836038.
শাখার নাম: পশ্চিম মেদিনীপুর-ঘাটাল কোন্নগর জিএল, তালুকা- ঘাটাল
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL23069742, GL32131983, GL32146484.
শাখার নাম: পশ্চিম মেদিনীপুর-কেশপুর সোহো জিএল, তালুকা-কেশপুর
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL33300247, GL33325494, GL33999570, GL34465132, GL34485236, GL34485529.
শাখার নাম: পশ্চিম মেদিনীপুর-তেমাথানি সোহো জিএল, তালুকা - সবাং
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL34393935, GL36484755, GL38260759, GL39012520.

ই-অকশন ''যেখানে যেরকমভাবে আছে'', ''যেমতাবস্থায় আছে'' এবং ''যা আছে'' ভিত্তিতে পরিচালনা করা হবে এবং আইআইএফএল উল্লিখিত সোনার অলংকারের গুণমান, বিশুদ্ধতা, ক্যারেটেজ, ওজন বা ভ্যালুয়েশনের বিষয়ে কোনো প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি দেয় না। ই-অকশন প্রক্রিয়া এবং এই ধরনের ই-অকশন অনুসারে বিক্রয় (যদি হয়ে থাকে) শর্তাবলীর সাপেক্ষে হবে যেমনটি আইআইএফএল তার নিজস্ব বিবেচনার ভিত্তিতে আরোপ করা উপযুক্ত বলে মনে করবে। আইআইএফএল, কোনও পূর্ব নোটিশ ছাড়াই তার সম্পূর্ণ নিজস্ব বিবেচনার ভিত্তিতে, নিলাম তালিকা থেকে যে কোনও অ্যাকাউন্ট এবং কোনও কাজকে স্থগিত করতে পারে বা অপসারণ করতে পারে এবং তাই কোনও কারণ না জানিয়ে তারা যে কোনও একটি বা সমস্ত বিড বা অফার প্রত্যাখ্যান করতে পারে। খেলাপি করা ঋণগ্রহীতার বিবরণ, বন্ধক রাখা অলঙ্কার এবং অন্যান্য বিবরণ সংশ্লিষ্ট শাখায় প্রদর্শিত হয়েছে। খেলাপি ঋণগ্রহীতার(দের) কাছে সাম্প্রতিকতম সুদ এবং সমস্ত প্রযোজ্য চার্জ সহ সম্পূর্ণ বকেয়া পরিশোধ করার এবং এই নোটিশ প্রকাশের পরেও তাদের ঋণ অ্যাকাউন্ট বন্ধ করার বা সেটি নিয়মিত করার বিকল্প রয়েছে নিলামের তারিখ পর্যন্ত, কিন্তু এগুলি করতে ব্যর্থ হলে প্রতিশ্রুত নির্ধারিত সোনার অলঙ্কারগুলি বিক্রি করে দেওয়া হবে এবং বাকি বকেয়া (যদি থাকে) সুদ ও খরচ সহ আদায় করা হবে। তবে, এই প্রকাশনার পরে ক্লোজ বা রেগুলারাইজ করা লোন গুলোকে তাদের উপযুক্ত পাবলিকেশন চার্জ বহন করতে হবে। অকশনের অতিরিক্ত অর্থ ফেরতের জন্য ঋণগ্রহীতাদের তাদের লেটেস্ট ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের বিবরণ জমা / আপডেট করার অনুরোধ করা হচ্ছে, যদি থাকে।

বিস্তারিত তথ্য ও শর্তাবলীর জন্য আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেডের সংশ্লিষ্ট শাখা অফিসে যোগাযোগ করুন।

তারিখ: 11.09.2025
স্থান: পশ্চিম মেদিনীপুর

Sd/
অনুমোদিত স্বাক্ষর
আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেড

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

৩০ বর্ষ, দৈনিক ২৮১ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ২৫ ভাদ্র, ১৪৩২

কবি ওমর খৈয়াম

পারস্যের প্রেম ও বিরহের কবি ওমর খৈয়াম। 'রুটি মদ ফুরিয়ে যাবে প্রিয়ার কালো চোখ ঘোলাটে হয়ে যাবে বই, সে তো অনন্ত যৌবনা।' বিখ্যাত এই কবিতার চরণের স্রষ্টা পারস্যের প্রেম ও বিরহের কবি ওমর খৈয়ামের। তার পুরো নাম গিয়াসউদ্দিন আবুল ফাতেহ ওমর ইবনে ইব্রাহিম আল-খৈয়াম নিশাপুরি। তিনি শুধুমাত্র একজন বিখ্যাত কবিই ছিলেন না। কবির পাশাপাশি তিনি ছিলেন গণিতবিদ, দার্শনিক ও জ্যোতির্বিদ। ১০৪৮ সালের ইরানের নিশাপুরে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা ছিলেন তাঁবুর কারিগর ও মৃৎশিল্পী। ছোটবেলায় তিনি বালি শহরে সে সময়কার বিখ্যাত পণ্ডিত শেখ মুহাম্মদ মানসুরীর তত্ত্বাবধানে শিক্ষাগ্রহণ করেন। যুবক বয়সেই তিনি সমরখন্দে চলে যান এবং সেখানে শিক্ষা সমাপ্ত করেন। এর পর বুখারায় নিজেকে মধ্যযুগের একজন প্রধান গণিতবিদ ও জ্যোতির্বিদ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেন। তার বীজগণিতের গুরুত্বপূর্ণ 'Treatise on Demonstration of Problems of Algebra' গ্রন্থে তিনি ত্রিঘাত সমীকরণের সমাধানের একটি পদ্ধতি বর্ণনা করেন। এই পদ্ধতিতে একটি পরাবৃত্তকে বৃত্তের ছেদক বানিয়ে ত্রিঘাত সমীকরণের সমাধান করা হয়। ইসলামি বর্ষপঞ্জি সংস্কারেও তার গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে। তার কবিতা সমগ্র ওমর খৈয়ামের রুবাইয়াত নামে পরিচিত। তার কাব্য-প্রতিভার আড়ালে তার গাণিতিক ও দার্শনিক ভূমিকা অনেকখানি ঢাকা পড়েছে। ধারণা করা হয়, রনে দেকার্তের আগে তিনি বিশ্লেষণী জ্যামিতি আবিষ্কার করেন। তিনি স্বাধীনভাবে গণিতের দ্বিপদী উপপাদ্য আবিষ্কার করেন। বীজগণিতে ত্রিঘাত সমীকরণের সমাধান তিনিই প্রথম করেন। বহুমুখী প্রতিভার স্বাক্ষর দিতে বলা হলে বিশ্বসাহিত্য কিংবা ইতিহাসে যাদের নাম উপেক্ষা করা কঠিন ওমর খৈয়াম তাদের মধ্যে অন্যতম ও শীর্ষস্থানীয়। মধ্যযুগের মুসলিম মনীষা জামাখশারি ওমর খৈয়ামকে বিশ্ব দার্শনিক হিসেবে বর্ণনা করেছেন। ইরান ও পারস্যের বাইরে ওমরের বড় পরিচয় কবি হিসাবে। এর কারণ তার কবিতা বা রুবাই এর অনুবাদ এবং তার প্রচারের কারণে। ইংরেজী ভাষী দেশগুলোতে এর সবচেয়ে বেশি প্রভাব দেখা যায়। ইংরেজ মনিষী টমাস হাইড প্রথম অ-পারস্য ব্যক্তিত্ব যিনি প্রথম ওমরের কাজ সম্পর্কে গবেষণা করেন। তবে, বহির্বিশ্বে তাকে সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয় করেন এডওয়ার্ড ফিটজেরাল্ড। রাজা রামমোহন রায় ওমর খৈয়ামের কবিতা পাঠ করতেন। নজরুল তো তাঁর একনিষ্ঠ ভক্ত ছিলেন। বাংলা কবিতায় ওমর খৈয়ামের কবিতার প্রভাব পড়েছে। রবীন্দ্রনাথ ওমর খৈয়াম চর্চা করতেন। বহু সঙ্গীত শিল্পী ওমর খৈয়ামের কবিতায় সুর দিয়ে সঙ্গীত রচনা করেছেন। শচীন দেববর্মন ও ওমর খৈয়ামের কবিতায় সুর দিয়েছেন। ওমর খৈয়াম পারস্যের কবি হলেও তার কবি নিয়ে চর্চা সারা বিশ্ব জুড়ে হয়ে থাকে। বাংলা ভাষায় তাঁর কবিতা অনুবাদ হয়েছে। বাংলার কবিরা আজও তাঁকে স্মরণ করে।

বাংলা সঙ্গীতে শ্রাবন্তী

শ্রাবন্তী মজুমদার বাংলা সঙ্গীত জগতে একটি চিরস্মরণীয় নাম। অল্প বয়সী মেয়ে রেডিওতে কথা বলবে, বিজ্ঞাপনের গান গাইবে, যাকে বলে জিঙ্গল। এই শব্দটার সাথে পরিচিতি ছিল না বাঙালি সমাজ। তবে সে মেয়ে সব প্রথা ভেঙে ভারী গলা নিয়ে শাড়ি পরে হাতে মাইক্রোফোন নিয়ে গাইতে, গাইতে কথা বলতে বলতে অনায়াসে চোখে পড়তে পেরেছিলেন উচ্চ বিত্ত থেকে নিম্ন বিত্তের ঘরে। তাঁকে কোন একটি অভিধায় বেঁধে ফেলতে কম চেষ্টা করেনি তৎকালীন বঙ্গ সমাজ কিন্তু পারে নি। নিজের নামকে পৃথিবীর কাছে ধন্য করে স্বনামধন্য হয়ে উঠেছিলেন তিনি। হয়ে উঠেছিলেন রেডিও আইকন। জিঙ্গল গার্ল। জিঙ্গল বা বিজ্ঞাপনের গান গাইবার সুযোগ যখন পেয়েছিলেন, তখন অল্প বয়স। এক কথায় রাজী হয়ে গিয়েছিলেন। বাড়িতে বললে যদি যেতে না দেয় তাই না বলে লুকিয়ে চলে গিয়েছিলেন রেকর্ডিং এ। সেই শুরু বিজ্ঞাপনের যাত্রা। এবং সাফল্যের জয় যাত্রা বলা চলে। ওয়েস্টিসের হেয়ার ভাইটালাইজারের বিখ্যাত গান কিংবা সেলিকল মলম। শ্রাবন্তী মজুমদারের মাদকতা ভরা গলায় সে সব গান ঢুকে পড়ে বাঙালির রোজকার জীবনে। তবে সব কিছু ছাপিয়ে শ্রাবন্তী মজুমদারকে বিশ্বজনীন বাঙালির কাছে পরিচিত করে তুলল একটি নাম বোরোলীন। চিরকালের জন্য তাঁকে আইকনের আসনে বসিয়ে দিল। সঙ্গে আসতে থাকল বিবিধভারতীতে সব মাতানো অনুষ্ঠান এবং রকমারি পুজোর গান। কখনও হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে 'আয় খুকু আয়' আবার সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে 'তুমি আমার মা' সঙ্গীত জগতের দিকপালদের সাথে নিত্য যোগাযোগ তবু তিনি কখনও কাউকে অনুকরণ করার পথে হাঁটেন নি। বরাবর নিজের কণ্ঠস্বরের সঙ্গে মানানসই গান বেছেছেন। সমসাময়িক কোন গায়িকার সঙ্গে কোন তুলনা করা যায় না। এতটাই ভিন্ন আঙ্গিকে গান গেয়ে তাকে শিল্পবোদ্ধারে বিঁধে রেখেছিলেন তিনি। মধুপুরে পাশের বাড়িতে তুমি থাকতে, মন শুধু মন ছুঁয়েছে, নেশার কাজল চোখে দিয়েছি, নাম বলো না। সুর কথা সব কিছু স্বকীয় স্টেটমেন্ট। বহুদিন ধরে শ্রাবন্তী মজুমদার প্রবাসী জীবন কাটাচ্ছেন। থাকেন সুদূর বিলাতে। ভারতে আসার ইচ্ছা থাকলেও বয়সের কারণে তিনি আসতে পারেন না। তবে বাংলার সঙ্গীত জগত তাকে ভুলে যায়নি। এখন তাকে মনে রেখে দিয়েছে। অমূল্য সঙ্গীত তিনি গেয়েছেন যা শ্রোতাদের মনে রেখাপাত করে। গলার যে কারুকাজ সেটা তার গানের মধ্যে দিয়ে দেখতে পাওয়া যায়। হেমন্ত মুখোপাধ্যায় শ্রাবন্তীকে খুবই ভালোবাসতেন। বহু গানের সুর দিয়েছেন হেমন্ত। শ্রাবন্তী আবার হেমন্ত ফ্যান ছিলেন। হেমন্তকে দাদা বলতে একেবারে অজ্ঞান ছিলেন তিনি।

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর

মানসিক শক্তি অর্জন করতে হবে। আধ্যাত্মিক শক্তি অর্জন করতে হবে। মাতৃভক্তিকে জাগরিত করতে হবে। মাই হচ্ছেন আসল শক্তি। তাঁর কাছ থেকে সবাইকে শক্তি গ্রহণ করতে হবে। মা হচ্ছেন তাঁর ভাবশক্তি। জ্ঞান শক্তি। মন্ত্র শক্তি। মা পুজো করতে হবে। নিজের মাতৃসত্তাকে জাগরিত করেন। নারী শক্তির জাগরণ চাই। নারী শক্তিকে কোনও সময়ে অবদমিত করে রাখা যায় না। মায়ের প্রতি ভক্তি অবিচল হতে হবে। মায়ের আরাধনা করতে হবে। জাগাতে হবে মনের ভক্তিকে। মনের শক্তিকে। মনের শক্তি এবং ভক্তি জাগরিত করতে হবে।

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলতেন, ঈশ্বর সবাইকে শক্তি দেন। মানুষের উচিত হচ্ছে সেই শক্তিকে মানব সেবার কাজে লাগানো। মানব সেবার উন্নতির জন্য মানব শক্তির প্রয়োজন। মা সেই মানবশক্তির উৎসকারিনী। তিনি শক্তি দেন মনে, হৃদয়ে। তিনি শক্তি দেন দেহের অন্তরে। তিনি যদি শক্তি না দিতেন তাহলে কেউ অশুভ শক্তিকে পরাস্ত করতে পারতো না। মা ভবতারিণী হলেন হচ্ছেন সর্ব শক্তির আধার। তিনি সর্বশক্তিদাত্রী। তাঁর শক্তি দিয়ে জগতে জয়ী হওয়া সম্ভব। মা ভবতারিণী জগতকে ধারন করে রেখেছেন। মানব সভ্যতার বিকাশ ঘটান। সত্যের প্রকাশ করতে হবে। সত্যকে নিয়ে কাজ করতে হবে। মাতৃ শক্তি এবং মাতৃভক্তিকে সবার মনে জাগরিত করতে হবে। উন্নয়নের কাজ করতে হবে। ভক্তিভরে কাজ করতে হবে। তবেই সিদ্ধ সাধনা লাভ করা সম্ভব। জ্ঞানের বিকাশ করতে হবে। মনকে পরিশুদ্ধ করতে হবে। জ্ঞানের প্রসারতা বৃদ্ধি করতে হবে। যত ভক্তি বৃদ্ধি লাভ করবে ততই সাধনায় সিদ্ধিলাভ।

ননসেন্স ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা কবি সুকুমার রায়ের প্রয়াণ দিবসে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি

বিশেষ প্রতিবেদক

সুকুমার রায়ের জন্ম ১৮৮৭ সালের ৩০শে অক্টোবর, কলকাতার এক ব্রাহ্ম পরিবারে। সুকুমার ছিলেন বাংলা শিশুসাহিত্যের উজ্জ্বল রত্ন উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরীর ছেলে। সুকুমারের মা বিধুমুখী দেবী ছিলেন ব্রাহ্মসমাজের দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের মেয়ে। ১৮৮৭ সালে সুকুমার রায়ের জন্ম। সুবিনয় রায় ও সুবিমল রায় তাঁর দুই ভাই। এ ছাড়াও তাঁর ছিল তিন বোন। সুকুমার রায় জন্মেছিলেন বাঙ্গালী নবজাগরণের স্বর্ণযুগে। তাঁর পারিবারিক পরিবেশ ছিল সাহিত্যানুরাগী, যা তাঁর মধ্যকার সাহিত্যিক প্রতিভা বিকাশে সহায়ক হয়। পিতা উপেন্দ্রকিশোর ছিলেন শিশুতোষ গল্প ও জনপ্রিয়-বিজ্ঞান লেখক, চিত্রশিল্পী, সুরকার ও শৌখিন জ্যোতির্বিদ। উপেন্দ্রকিশোরের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, যিনি সুকুমারকে সরাসরি প্রভাবিত করেছিলেন। এছাড়াও রায় পরিবারের সাথে জগদীশচন্দ্র বসু, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় প্রমুখের সম্পর্ক ছিল।

উপেন্দ্রকিশোর ছাপার ব্লক তৈরির কৌশল নিয়ে গবেষণা করেন, এ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালান এবং মানসম্পন্ন ব্লক তৈরির একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। মেসার্স ইউ. রয় এন্ড সন্স নামে ঐ প্রতিষ্ঠানের সাথে সুকুমার যুক্ত ছিলেন।

কলকাতার সিটি স্কুল থেকে এন্ট্রাস পাশ করেন। কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে ১৯০৬ সালে রসায়ন ও পদার্থবিদ্যায় বি.এস.সি. (অনার্স) করার পর সুকুমার মুদ্রণবিদ্যায় উচ্চতর শিক্ষার জন্য ১৯১১ সালে বিলেতে যান। সেখানে তিনি আলোকচিত্র ও মুদ্রণ প্রযুক্তির ওপর পড়াশোনা করেন এবং কালক্রমে তিনি ভারতের অগ্রগামী আলোকচিত্রী ও লিথোগ্রাফার হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন। ১৯১৩ সালে সুকুমার কলকাতাতে ফিরে আসেন। সুকুমার ইংল্যান্ডে পড়াকালীন, উপেন্দ্রকিশোর জমি ক্রয় করে, উন্নত-মানের রঙিন হাফটোন ব্লক তৈরি ও মুদ্রণক্ষম একটি ছাপাখানা স্থাপন করেছিলেন। তিনি ছোটদের একটি মাসিক পত্রিকা, 'সন্দেশ', এই সময় প্রকাশনা শুরু করেন। সুকুমারের বিলেত থেকে ফেরার অল্প কিছুদিনের মধ্যেই উপেন্দ্র কিশোরের মৃত্যু হয়। উপেন্দ্র কিশোর জীবিত থাকতে সুকুমার লেখার সংখ্যা কম থাকলেও উপেন্দ্রকিশোরের মৃত্যুর পর সন্দেশ পত্রিকা সম্পাদনার দায়িত্ব সুকুমার নিজের কাঁধে তুলে নেন। শুরু হয় বাংলা শিশুসাহিত্যের এক নতুন অধ্যায়। পিতার মৃত্যুর পর আট বছর ধরে তিনি সন্দেশ ও পারিবারিক ছাপাখানা পরিচালনার দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর ছোট ভাই এই কাজে তাঁর সহায়ক ছিলেন এবং পরিবারের অনেক সদস্য 'সন্দেশ'-এর জন্য নানাবিধ রচনা করে তাঁদের পাশে।

প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়বার সময় তিনি ননসেন্স ক্লাব নামে একটি সংঘ গড়ে তুলেছিলেন। এর মুখপাত্র ছিল সাড়ে বত্রিশ ভাজা নামের একটি পত্রিকা। সেখানেই তাঁর আবোল-তাবোল ছড়ার চর্চা শুরু। পরবর্তীতে ইংল্যান্ড থেকে ফেরার পর মনডে ক্লাব নামে একই ধরণের

আরেকটি ক্লাব খুলেছিলেন তিনি। মন্ডা ক্লাবের সাপ্তাহিক সমাবেশে সদস্যরা 'জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ' পর্যন্ত সব বিষয়েই আলোচনা করতেন। সুকুমার রায় মজার ছড়ার আকারে এই সাপ্তাহিক সভার কয়েকটি আমন্ত্রণপত্র করে ছিলেন সেগুলোর বিষয়বস্তু ছিল মুখ্যত উপস্থিতির অনুরোধ এবং বিশেষ সভার ঘোষণা ইত্যাদি।

ইংলান্ডে থাকাকালীন তিনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গানের বিষয়ে কয়েকটি বক্তৃতাও দিয়েছিলেন, রবীন্দ্রনাথ তখনও নোবেল পুরস্কার পাননি। ইতিমধ্যে সুকুমার লেখচিত্রী/প্রচ্ছদশিল্পীরূপেও সুনাম অর্জন করেছিলেন। তাঁর প্রযুক্তিবিদের পরিচয় মেলে, নতুন পদ্ধতিতে হাফটোন ব্লক তৈরি আর ইংল্যান্ডের কয়েকটি পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর প্রযুক্তি বিষয়ক রচনাগুলো থেকে।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে কলকাতার গড়পারে একদিকে বিজ্ঞানচর্চা, অন্যদিকে সাহিত্যচর্চার অন্যতম সেরা স্থান হিসাবে গণ্য হতে শুরু করে। বিজ্ঞানে আচার্য জগদীশচন্দ্র বোস, সাহিত্যে উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর অবস্থান এখানেই। এখান থেকেই শুরু হয়েছিল তাঁদের সৃষ্টিকর্মের জয়যাত্রা। বাংলার মানকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নিয়ে যেতে এঁরাই সচেষ্ট হয়েছিলেন। এখানে প্রতিষ্ঠিত হয় ফেডারেশন হল। এই মানিকতলায় থাকতেন রাজা রামমোহন রায়। এই স্থানেই সভা বসতো ইয়ং বেঙ্গলের, যার নেতৃত্ব দিতেন হিন্দু কলেজের শিক্ষক ডিরোজিও। আবার এখানেই ভারতের স্বাধীনতার স্বপ্নে বিভোর বিপ্লবীরা বোমা তৈরির কারখানা স্থাপন করেন। গোপনে বোমা তৈরি করতে গিয়ে ব্যাপক বিস্ফোরণ ঘটে। ধরা পড়েন বিপ্লবী অরবিন্দ, বারীন ঘোষ এর মতো প্রমুখ বিপ্লবী। সেই কারণে গড়পারের পাশাপাশি মানিকতলার নাম চিরকাল বাংলার ইতিহাসের পাতায় লেখা থাকবে। এই স্থানকে নিয়ে কেউ যদি লিখতে চান তাহলে তাঁর গ্রন্থ বিশাল আকারে পরিণত হবে।

১০০-এ গড়পার রোড। দোতলা বাড়ি। এই বাড়িটি তৈরি করে ছিলেন উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী ১৯১৪ সালে। এখানেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন সুকুমার রায়। কবি সুকুমার রায় পরলোকগমন করলে এই বাড়িতে থাকার আর বাসনা জাগেনি রায় পরিবারের সদস্যদের। 'আয়রে ভোলা খেয়াল-খেলা / স্বপ্নদোলা নাচিয়ে আয়, / আয়রে পাগল আবোল তাবোল/ মত্ত মাদল বাজিয়ে আয়'-শিশু সাহিত্যিক সুকুমার রায় 'আবোল তাবোল' কবিতা গ্রন্থের প্রথম কবিতায় দেশের সমস্ত স্তরের মানুষদের তাঁর কবিতার আনন্দের স্বাদ গ্রহণ করতে আহ্বান করলেন। বাংলার সমস্ত স্তরের লোককে আহ্বান জানিয়েছেন তাঁর সঙ্গে হাত মিলিয়ে হাসির জগতে সামিল হতে। বাংলার কবিতার গ্রন্থটি শিশু থেকে বৃদ্ধ সবার কাছে সমানভাবে জনপ্রিয়তা অর্জন করতে সমর্থ হয় কাব্যের উদ্ভট এবং অস্বাভাবিক কবিতার রসানুভূতি লাভ করার জন্য। এই কৃতিত্ব সম্পূর্ণভাবে প্রাপ্য কবি সুকুমার রায়ের। যদিও উপেন্দ্র কিশোর রায়চৌধুরী এই ধরনের সাহিত্যরস সৃষ্টির বৃক্ষটি আগেই রোপন করে গিয়েছিলেন। সেই রসবৃক্ষটিকে ফুলে ফলে সুশোভিত করে যান সুকুমার রায়। কবি সুকুমার রায় নিজে খুব গম্ভীর থাকলেও তাঁর মনের মধ্যে যে একটা আনন্দের ফল্গুধারা নিরন্তর বয়ে চলতো তারই প্রতিফলন দেখতে পাওয়া গেল তাঁর রচিত সাহিত্য সৃষ্টির মধ্যে। তিনি যে মনে প্রানে মানুষকে আনন্দের মধ্যে রাখতে চান তার চিত্র তাঁর প্রতিটি লেখায় ধরা পড়েছে। ননসেন্স সাহিত্য সৃষ্টির মধ্যে দিয়েই মানুষকে আনন্দ দান করাই ছিল কবি সুকুমার রায়ের মুখ্য উদ্দেশ্য। কিন্তু সেটা প্রধান হলেও তাঁর রচিত সাহিত্যের মধ্যে তৎকালীন সমাজের চিত্রের পরিচয় পাওয়া যায়। অনেক সময়ে হাসির ছলে কবিতা রচনা করে অসামাজিক সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তীব্র কষাঘাত করেছেন এবং সামাজিক অনাচারের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করেছেন পরোক্ষভাবে। আবার হাসির আড়ালে তিনি সমাজের করুণচিত্রকে তুলে ধরেছেন তা নিয়ে চিন্তাভাবনা করলে আজও আমাদের মন ব্যথিত হয়ে ওঠে। কবিদের সাহিত্যকীর্তির মধ্যে লুকিয়ে থাকে সমাজের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ। তারই সুর শুনতে পাওয়া যায় শিশু সাহিত্যিক সুকুমার রায়ের রচিত শিশুদের জন্য কবিতা, নাটক, গল্প ও প্রবন্ধে। হাসির আড়ালে কবি সুকুমার পরোক্ষভাবে সমাজ ব্যবস্থার প্রতি যে তীব্র প্রতিবাদ করেছেন- তা নিয়ে আলোচনা করতেই এই প্রবন্ধের অবতারণা।

কবি সুকুমার রায় জন্মগ্রহণ করেন ১৮৮৭ সালে ৩০ অক্টোবর জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বিজ্ঞানের ছাত্র ছিলেন। ১৯০৬ সালে তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে রসায়ন ও পদার্থবিদ্যা নিয়ে ডাবল অনার্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে বন্ধুদের নিয়ে গঠন করলেন 'ননসেন্স ক্লাব'। এই ননসেন্স ক্লাব গঠন করার পেছনে রয়েছে সেই সময়ের যুব সম্প্রদায়ের একটি ক্ষোভ। ভারত তখন পরাধীন। মাত্র কয়েকটি ইংরেজ গোটা ভারতবর্ষে রাজত্ব করে চলেছে আর ভারতবাসীরা তাদের কাছে মাথা নত করে ইংরেজ শাসন ব্যবস্থাকে মেনে নিয়েছে। পরাধীন যুগে ভারতবাসীরা তাদের জন্মভিটেয় অবহেলিত, কালা আদমি বলে চিহ্নিত, ইংরেজদের কাছে ক্রীতদাসের মতো জীবন যাপন করছে। অনেকটা ননসেন্স-এর মতো।

কলকাতার ডোমপাড়ায় দেবী প্রতিমার শিল্পকর্ম

রানা বৈদ্য, গিরিশ পার্ক

গিরীশ পার্ক মেট্রো স্টেশনের ঢিলছোঁড়া দূরত্বে ডোমপাড়া। প্রশস্ত চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউয়ের ধারে অনেকটা অংশ জুড়ে সারিবদ্ধ কারিগররা কাজে মগ্ন। ভাদ্রমাস শেষ না হতেই ওঁরা মহাব্যস্ত। কারণ পুজো এবার আশ্বিনের প্রথমার্ধে। মণ্ডপের কাজ মহালয়ার আগে শেষ করতে চান উদ্যোক্তারা। মণ্ডপের প্রতিযোগিতা মানে ভাবনা এবং শিল্পকর্মের নিরিখে কে, কত দেখনাই করতে পারে, তার লড়াই। এসবের মূল কেন্দ্রবিন্দু হল এই ডোমপাড়া। কেবল মূল রাস্তা নয়, সংলগ্ন অদ্বৈত মল্লিক লেন অবরুদ্ধ। কোনওক্রমে এঁকেবেঁকে হেঁটে যাওয়া যাবে মাত্র। গোটা রাস্তা জুড়ে চলছে শিল্পচর্চা। কেউ বড় বড় থার্মোকলের পাত ধারালো ছুরি দিয়ে কেটে নকশা করছে। কেউ কেউ তৈরি করছেন নানা ধরণের মোটিফ। কেউ বসেছেন এক বালতি আঠা নিয়ে। কঞ্চির নানা আদলের কাঠামোয় সাঁটছেন মোটা কাগজ। ওই কাগজের ওপর বসবে রংবেরংয়ের কাপড়, রাংতা প্রভৃতি। এ সবই ব্যবহৃত হবে মণ্ডপসজ্জায়। বড় রাস্তার ওপরে এক মাঝবয়সী মন দিয়ে পদ্মফুলের কাঠামো তৈরি করছেন। সামনে গিয়ে মন দিয়ে কিছুক্ষণ দেখলাম। নাম জনতে চাওয়ায় বললেন,আমি তুলসি। শুধালাম, পুরো নাম কী? বললেন, ওই তুলসিই। পুরো নাম নাম তুলসি চরণ কাটারি। ও নামে কেউ চিনবে না। নমনীয় সরু, শক্ত ; নানা ধরণের, হরেক মাপের কঞ্চি দিয়ে হচ্ছে সেই কাঠামো। তৈরি করতে তিন দিন লাগবে। আড়াই ফুট উঁচু এবং চার ফুট ব্যাসের ওই কাঠামো তৈরি-বাবদ তুলসি পাবেন আড়াই হাজার টাকা। এর পর সেটি যাবে আর এক কারিগরের কাছে। কাগজ বসিয়ে আনা হবে ফুলের আদল। তার পর আর একজনের কাছে। তার পরে আরও একজন। সাজসম্পূর্ণ সেই সেই ফুল দেখে চিত্রার্পিতের মত মন ভরে দেখবেন না, এমন লোক ক'জন আছেন?

প্রশ্নের উত্তরে জানলাম, বাবাও ছিলেন ডোমপাড়ার কারিগর। তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করেছেন তুলসি। আর মানব হলেন ঠিকাদার। মানব বাবা কালীনাথ বাগের হাত ধরেই কাজ শিখেছেন প্রায় তিন দশক আগে। জানালেন, অন্তত ৫০টি পুজোর দেবীর চালচিত্র তৈরির দায়িত্ব তাঁর হাতে। নিজে করেন না, করান।

মানবের স্পেশালাইজেশন এই চালচিত্র; দুর্গা প্রতিমার উপরে অর্ধগোলাকৃতি একটি বিশেষ পটচিত্র, যাতে দেবদেবীর কাহিনী অঙ্কিত। এতে পঞ্চানন শিব, মহিষাসুর বধ, নন্দীভৃঙ্গীর যুদ্ধ, শুম্ভ-নিশুম্ভের লড়াই ইত্যাদি দেবদেবীর কাহিনি ফুটিয়ে তোলা হয়। ঐতিহ্যবাহী এই শিল্পকলা প্রতিমার পটভূমি হিসেবে ব্যবহৃত হয়। মানব জানান, চার পর্যায়ে হয় এক একটা চালচিত্র। প্রতিটি চালচিত্রে প্রতি পর্যায়ের কারিগরকে দিতে হয় এক হাজার টাকা করে। প্রতিটি চালচিত্রে সরঞ্জাম লাগে হাজার দুই টাকা। প্রতিমাশিল্পী কেনেন হয়তো বড়জোর ১০ হাজার টাকায়। শেষমেষ চালচিত্র-পিছু লাভ থাকে বড়জোর হাজার চার টাকা।

মানবের অন্যতম কারিগর রমেন্দ্রনাথ ঘাটি। স্কুলজীবন থেকেই চালচিত্র তৈরিতে যুক্ত। বহু বছর হয়ে গেল এই পেশায়। ভয় কিসে? আকাশের দিকে তাকিয়ে রমেন্দ্রনাথ বললেন, ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে প্রতিটি পর্যায়ের কাজ হয়। ভয় হলো বৃষ্টি! কখন যে ঝপাং করে নেমে সব ভিজিয়ে দেয়! এই তো দেখছেন না, কত সব প্লাস্টিকের চাদরে ঢেকে রেখেছি! অদ্বৈত মল্লিক লেনে বাবু নামে এক কারিগর কঞ্চি দিয়ে ডাবের কাঠামো তৈরিতে ব্যস্ত। প্রায় চার ফুট লম্বা ওই ডাব বসবে ১০ ফুট উঁচু ঘটের ওপর। ঘটও তৈরি হবে কঞ্চি দিয়ে। বসবে বরানগর থানার পিছনে পোল্যান্ড ক্লাবের মণ্ডপে। মিঠুন মাইতির ব্যস্ততা প্রায় ১৪ ফুট উঁচু স্ফিংস তৈরি করানো নিয়ে। কঞ্চির ফ্রেমে নয়, থার্মোকলের বড় বড় মণ্ড কেটে তিন ভাগে তৈরি হচ্ছে সেই স্ফিংস। মণ্ডপে মিশরের আবহ তৈরির চেষ্টায় থার্মোকল কেটে তৈরি হচ্ছে আটটি প্যানেলের শিল্পকর্ম। এক একটি প্যানেল আট ফুট বাই চার ফুট।

গিয়েছিলাম, ১২ দিন বাদে। কোনও ক্ষেত্রে ডেকোরেটর, কোনও ক্ষেত্রে প্রতিমাশিল্পী এসে নিজের প্রয়োজনের বরাত দিয়ে গিয়েছেন ডোমপাড়ায়। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সেসব তৈরি করে পৌঁছিয়ে দিতে হবে নির্দিষ্ট স্থানে। প্রতি বছর এভাবেই পুজোয় সামগ্রিক ভূমিকা নিয়ে থাকে ডোমপাড়া। এভাবেই এই সময়টায় এই তল্লাটে বেজায় ব্যস্ততা। শারদোৎসবে কত টাকার ব্যবসা হয় এখানে? এক শিল্পীর চটজলদি হিসাব, কোটি টাকার ওপর। দেখছেন না কত লোক কত রকম কাজ করছেদ! প্রত্যক্ষ, পরোক্ষভাবে কত শ্রমিক -ঠিকাদারের রুজির সংস্থান করে এই ডোমপাড়া, তার হিসেব কে রাখেন? কারন নিজস্ব কোনও সংগঠন নেই। সমীক্ষাও হয়নি এসব নিয়ে। যুগ যুগ ধরে মধ্য কলকাতার এই তল্লাট শারদোৎসবে প্রাণ।

নির্বাচনী শুদ্ধতা ও গণতন্ত্রের ভবিষ্যত

বিশেষ প্রতিবেদক

নির্বাচনী শুদ্ধতা ও গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ ঃ নির্বাচন কমিশন এবং রাজ্য সরকারগুলির মধ্যেকার সম্পর্ক। ভারত, বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্র হিসেবে, তার নির্বাচনী প্রক্রিয়ার সততা এবং স্বচ্ছতার উপর নির্ভর করে। এই প্রক্রিয়ার মেরুদণ্ড হল ভারতের নির্বাচন কমিশন, একটি স্বাধীন ও সাংবিধানিক সংস্থা যার প্রধান দায়িত্ব হলো অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন নিশ্চিত করা। নির্বাচন কমিশনের বিভিন্ন কার্যক্রমের মধ্যে স্টেট আইডেন্টিফিকেশন রেজিস্টার তৈরি এবং তার সঠিক রক্ষণাবেক্ষণ একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ, যা ভোটার তালিকা থেকে ভুয়া বা অপ্রয়োজনীয় নাম বাদ দিতে এবং প্রতিটি ভোটারের পরিচয় নিশ্চিত করতে সাহায্য করে। এই কাজটি শুধুমাত্র প্রশাসনিক নয়, বরং একটি সুস্থ গণতন্ত্রের জন্য অপরিহার্য। তবে সাম্প্রতিক সময়ে এই গুরুত্বপূর্ণ কাজে কিছু রাজ্য সরকারের, বিশেষ করে অ-বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলির, অসহযোগিতার অভিযোগ উঠেছে, যা দেশের গণতান্ত্রিক কাঠামোর জন্য এক গুরুতর বিপদ সংকেত। এই পরিস্থিতিতে, সকল রাজ্য সরকারের জন্য নির্বাচন কমিশনের কাজে পূর্ণ সহযোগিতা করা কেবল একটি প্রশাসনিক বাধ্যবাধকতা নয়, বরং একটি নৈতিক দায়িত্ব।

গণতন্ত্রের মূল ভিত্তি হল জনগণের সার্বভৌমত্ব, যা নির্বাচনের মাধ্যমে প্রতিফলিত হয়। ভোটার তালিকা যদি নির্ভুল না হয়, যদি তাতে অনুপ্রবেশকারীদের বা একাধিক নামের অন্তর্ভুক্তি থাকে, তাহলে সেই নির্বাচন কোনোভাবেই জনগণের প্রকৃত ইচ্ছাকে প্রতিফলিত করতে পারে না। স্টেট আইডেন্টিফিকেশন রেজিস্টার এই সমস্যা সমাধানের একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার। এর মাধ্যমে প্রতিটি ভোটারের তথ্য যাচাই করা হয় এবং নির্বাচন কমিশন নিশ্চিত করে যে প্রতিটি ভোট একজন বৈধ নাগরিকেরই। এটি একটি জটিল এবং সংবেদনশীল কাজ, যার জন্য রাজ্য সরকারের সকল স্তরের প্রশাসনিক সহায়তার প্রয়োজন হয়। পুলিশ প্রশাসন, রাজস্ব দফতর এবং অন্যান্য স্থানীয় সরকারি সংস্থাগুলির সক্রিয় সহযোগিতা ছাড়া এই কাজ সম্পন্ন করা প্রায় অসম্ভব। যখন কোনো রাজ্য সরকার এই প্রক্রিয়ায় বাধা দেয় বা ইচ্ছাকৃতভাবে বিলম্ব ঘটায়, তখন তা শুধু নির্বাচন

কমিশনের ক্ষমতাকেই ক্ষুণ্ন করে না, বরং পুরো নির্বাচনী প্রক্রিয়ার বিশ্বাসযোগ্যতাকেই প্রশ্ন বিদ্ধ করে। অ-বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলির অসহযোগিতার অভিযোগের পেছনে বেশ কিছু কারণ থাকতে পারে। রাজনৈতিক বিভাজন এবং কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব প্রায়শই এর মূল কারণ। কিছু রাজ্য সরকার মনে করে যে, কেন্দ্রীয় সরকারের অঙ্গ হিসেবে নির্বাচন কমিশন তাদের রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীদের সুবিধা করে দিতে পারে। এই ধরনের সন্দেহ এবং অবিশ্বাস সম্পর্ককে জটিল করে তোলে। অনেক সময় রাজ্য সরকার গুলি আশঙ্কা করে যে, ভোটার তালিকার শুদ্ধিকরণের ফলে তাদের রাজনৈতিক ভোটব্যাংক ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। যদি ভোটার তালিকা থেকে কোনো বিশেষ সম্প্রদায়ের বা রাজনৈতিকভাবে সংবেদনশীল এলাকার নাম বাদ দেওয়া হয়, তাহলে তা তাদের নির্বাচনী ফলাফলকে প্রভাবিত করতে পারে। এই ধরনের রাজনৈতিক হিসাব-নিকাশ প্রায়শই একটি সাংবিধানিক সংস্থার সঙ্গে সহযোগিতা করার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু এই ধরনের রাজনৈতিক সুবিধা-অসুবিধার ঊর্ধ্বে উঠে দেশের বৃহত্তর স্বার্থকে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত। নির্বাচন কমিশনের কাজটি কোনো রাজনৈতিক দলের পক্ষে বা বিপক্ষে নয়, বরং এটি একটি নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের ভিত্তি স্থাপন করে। নির্বাচন কমিশন একটি সাংবিধানিক সংস্থা, যার ক্ষমতা ও মর্যাদা দেশের সংবিধান দ্বারা সুরক্ষিত। যেকোনো রাজ্য সরকারের এই সংস্থাকে অবজ্ঞা করা বা তার কাজে বাধা দেওয়া সংবিধানের প্রতিই এক ধরনের অসম্মান। সাংবিধানিক কাঠামোয়, কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলির মধ্যে সহযোগিতা একটি অপরিহার্য নীতি। যখন একটি রাজ্য সরকার সংবিধানের অধীনে গঠিত একটি সংস্থার কাজে সহযোগিতা করতে অস্বীকার করে, তখন তা ফেডারেল কাঠামোর সুস্থ সম্পর্ককেও ব্যাহত করে। এই ধরনের অসহযোগিতা বিচার বিভাগীয় হস্তক্ষেপের পথ খুলে দিতে পারে এবং রাজনৈতিক ও আইনি উভয় ক্ষেত্রেই সংকট তৈরি করতে পারে। যদি নির্বাচন কমিশনের ক্ষমতা নিয়ে কোনো বিতর্ক থাকে, তাহলে তার সমাধান আইনি এবং সাংবিধানিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে হওয়া উচিত, রাজনৈতিক অসহযোগিতার মাধ্যমে নয়।

নির্বাচনী প্রক্রিয়ার শুদ্ধতা শুধু রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার জন্যই গুরুত্বপূর্ণ নয়, বরং এটি দেশের আন্তর্জাতিক ভাবমূর্তির জন্যও অপরিহার্য। একটি গণতান্ত্রিক দেশ হিসেবে ভারত বিশ্বে তার অবস্থান ধরে রেখেছে তার সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের কারণেই। যদি নির্বাচন প্রক্রিয়া নিয়ে ক্রমাগত সন্দেহ সৃষ্টি হয়, তাহলে তা ভারতের গণতান্ত্রিক ভাবমূর্তিকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে। আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষকরা এবং বিদেশি সরকারগুলি এই ধরনের ঘটনাগুলিকে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে দেখে, যা দেশের সুনামকে প্রভাবিত করতে পারে। অ-বিজেপি সরকারগুলির জন্য এটি একটি সুযোগ যে তারা নির্বাচন কমিশনের সাথে সম্পূর্ণ সহযোগিতা করে প্রমাণ করতে পারে যে, গণতন্ত্রের নীতি গুলির প্রতি তাদের আনুগত্য কোনো রাজনৈতিক দলের প্রতি আনুগত্যের চেয়ে বেশি। এটি তাদের রাজনৈতিক বিরোধীদের কাছেও একটি স্পষ্ট বার্তা দেবে যে, যখন দেশের বৃহত্তর স্বার্থের কথা আসে, তখন রাজনৈতিক মত পার্থক্যকে একপাশে রাখা সম্ভব।

এই পরিস্থিতিতে, সকল রাজ্য সরকার, বিশেষ করে যাদের রাজনৈতিক অবস্থান ভিন্ন, তাদের উচিত নির্বাচন কমিশনের সাথে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়া। এর জন্য রাজনৈতিক নেতারা এবং প্রশাসনিক কর্মকর্তারা নিজেদের মধ্যে বিশ্বাস স্থাপন করতে পারেন। একটি খোলা ও স্বচ্ছ সংলাপের মাধ্যমে সন্দেহ দূর করা সম্ভব। নির্বাচন কমিশনও তাদের কার্যক্রম সম্পর্কে রাজ্য সরকারগুলিকে আরও বেশি তথ্য সরবরাহ করতে পারে, যাতে কোনো ভুল না থাকে।

'দৃষ্টিকোন' পারিবারিক গণ্ডি

রিয়া পোদ্দার, নবদ্বীপ

আজ খেলা ভাঙার খেলা। জন্ম ইস্তক ত্রিমূর্তি এক বাঁধনে বাঁধা, কখনো বাঁধন আলগা হওয়ার অবকাশ পাই নি। হঠাৎ করে আমাদের প্রাণ পাখি একলা করে নিজের খাঁচা ছেড়ে নতুন ঠিকানায়। নিয়মনীতির আলপথে খালি পায়ে ১৫দিন, তারপর শ্রদ্ধা নিবেদন, মন না চাইলেও ছুঁতে হলো মাছ নিয়মাচার।এরপর বাপ বেটির নতুন পথ চলা শুরু একে অপরের হাত ধরে। আজকের সকালটা অন্য বেহাগ নিজের দায়িত্ব নিজের কাঁধে, বিছানায় থাকলেও জানতাম চোখ গরম করা মহিলা আছেন, একটু এদিক ওদিক হলেই বাপ বেটির কপালে দুঃখের বিষাদ প্লাবন এনে দেবে। কিন্তু আজ সেই ভয়টাকে বড্ড বেশি মিস করছি,চাইলেও পাবো না কোনদিন। নিজের দায়িত্ব নিজে নেওয়ার মতো দায়ভার হয়তো কিছু নেই পৃথিবীর বুকে,আরো বেশি সতর্ক হওয়া পাছে ভুলচুক হয়।বাপ বেটি বরাবরই বোহে মিয়ান, রেষ্টুরেন্টে খাওয়া এখানে ওখানে ঘুরতে যাওয়ার নেশা এদের ভয়ঙ্কর, কাছের মানুষদের কাছে আছে সে হদিস। যার চোখরাঙানির লাগাম পড়ানো ছিল বাপ বেটির পায়ে হঠাৎ ছিঁড়ে গেল সেদিন। কিন্তু কোন এক অদৃশ্য লাগাম পড়লো জীবনের চলার পথে। দুজনে দুজনকে ভালো রাখার ভালো রাখার তাগিদে নিজেদের চোখের জল আড়াল করে বেড়িয়ে পড়লাম। প্রথমে গন্তব্য গঙ্গা স্নান কারণটা সেই ভদ্রমহিলার শেষ বেলায় পরানো এক গুচ্ছ রজনীগন্ধার মালা তাদের শ্রী হারিয়েছে, শুকিয়ে গেছে তাদের গন্ধ রূপ তাই তাদের গঙ্গা যাত্রা। পাড়ার টো টো কাকু বাপ বেটি কে বসিয়ে গঙ্গা স্নানে ভর বিকালে, সবাই হঠাৎ করে কেমন বদলে গেছে কদিনে চেনা অচেনা মানুষের সঙ্গে দেখা হলেই কেমন একটা আগলে রাখার চেষ্টা প্রত্যেক এর, সমবেদনার প্লাবন আছড়ে পড়ছে আমাদের জীবনের সফরপথে,আহা বড় একা হয়ে গেলি দুজনে। ফিরে একজন সন্ধ্যা দেখিয়ে উঠতেই বলা চল বাপু চা বাড়িতে খাবো না চাওয়ালা তে খাবো, পাড়াতে সেই চা ওয়ালা। পুরানো পড়ে থাকা কাজের সম্পন্ন করার অছিলায় নিজেদের ব্যস্ত রাখার চেষ্টা।টো টো তে পাশটা বড় খালি তবু অগোচরে মনে হচ্ছে এক অদৃশ্য অস্তিত্ব ছোট্ট টিপ হালকা লিপস্টিক পড়ে সাথে সাথেই চলছে আমাদের। পেট মাঝে জানান দিচ্ছে শোক তাপ যাই থাকুক আমাকে তোমায় ভর্তি করতে হবে। অগত্যা একটা ক্যাফে তে বাপ বেটি ডিমের ডেভিল নিয়ে, পরের গন্তব্য মল হাবিজাবি অদরকারী জিনিস ও পরম দরকারি মনে করে চোখ দিয়ে যাচাই করা অছিলা সময়ের গণ্ডি পেরোনোর। পোড়ামা তলায় আসতেই পাগলীর সঙ্গে দেখা, তার জেঠু তাকে আমাকে একটা আইসক্রিম হাতে ধরিয়ে নিজে পরম সুখটান, পাগলীর কড়া শাসন জেঠুকে। রাতের রুটি তরকা প্রাণহরা ছেদা বেঁধে বাড়ির পথে সময়ের হিসাবকে গড়মিল করতে,অঙ্ক মেলানো কঠিন যে তবু নতুন পথে চলতে হবে তাকে পাশে সাথে রেখে অগোচরে। সূচনা করলাম, সব কিছুর শুভ সূচনা হয় তবে এটা শুভ না হলেও সূচনা বটে। নতুন সফরের। সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন, আমাদের আশীর্বাদ করবেন আমরা যেন পরমেশ্বরের কাছ থেকে শক্তি পাই পথ ভ্রষ্ট না হই এই সফরে। চারপাশ দিয়ে মেয়েদের বেঁধে ফেলার টেয পারিবারিক ইচ্ছা তার হাত থেকে এখন মেয়েরা খানিকটা স্বাধীনতা লাভ করতে পারছে এটাই যথেষ্ট।

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের সুরক্ষা বাহিনী অবৈধ সামগ্রী চোরাচালানের বিরুদ্ধে অভিযান জোরদার করেছে

মালিগাঁও, ১০ সেপ্টেম্বর ঃ উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের সুরক্ষা বাহিনী (আরপিএফ) অবৈধ সামগ্রী চোরাচালানের বিরুদ্ধে অভিযান জোরদার করেছে। গত কয়েকদিনে, আরপিএফ-এর টিম উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের অধীনে বিভিন্ন স্থানে বেশ কয়েকটি সফল অভিযান চালায়, যার ফলে প্রায় ৫৯ কেজি গাঁজা উদ্ধার করা হয়েছে যার মূল্য ৬.২০ লক্ষ টাকারও বেশি। আরপিএফ টিম এই নিষিদ্ধ সামগ্রী পাচারের সাথে জড়িত বেশ কয়েকজন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তারও করেছে।

কামাখ্যা পোস্টের আরপিএফ টিম ৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে স্টেশনে নিয়মিত তল্লাশি ও অভিযানের সময় একজন ব্যক্তিকে আটক করে এবং নিষিদ্ধ সামগ্রী (গাঁজা) জব্দ করে। জব্দকৃত সামগ্রীর মূল্য প্রায় ৬০,০০০.০০ টাকা এবং ওজন প্রায় ৬ কেজি। পরে, আটককৃত ব্যক্তিসহ জব্দকৃত সামগ্রী পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জিআরপি / গুয়াহাটির কাছে হস্তান্তর করা হয়। ৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে, আরপিএফ-এর একটি যৌথ টিম ডগ স্কোয়াড এবং আগরতলা পোস্টের জিআরপি-র সাথে আগরতলা ইয়ার্ডে অবস্থিত একটি কোচ প্যানেল থেকে ২৭ কেজি দাবিহীন গাঁজা উদ্ধার করে। জব্দকৃত কনসাইনমেন্টের মূল্য আনুমানিক ২.৭০ লক্ষ টাকা। জব্দকৃত সামগ্রী পরে আইনের আওতায় আরও নিষ্পত্তির জন্য জিআরপি / আগরতলার কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। একইভাবে, ৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে, আরেকটি বড় অভিযানে, ডিমাপুরের আরপিএফ টিম ট্রেন নং. ১৫৯৪৬-এর বি৪ কম্পার্টমেন্ট থেকে প্রায় ১৬.৪ কেজি দাবিহীন গাঁজা উদ্ধার করে, যার মূল্য প্রায় ১.৬৪ লক্ষ টাকা। পরে জব্দ করা গাঁজা পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জিআর / পিডিফুর কাছে হস্তান্তর করা হয়। একই দিনে আগরতলায়, আরপিএফের একটি টিম ডগ স্কোয়াড এবং জিআরপির সাথে যৌথভাবে দুই মহিলা যাত্রীকে আটক করে, তাদের কাছ থেকে মোট ৪.৬৯ কেজি গাঁজা উদ্ধার করা হয়, যার মূল্য প্রায় ৮৮,৪০০.০০ টাকা। উদ্ধারকৃত গাঁজাসহ আটককৃত মহিলাদের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জিআরপি / আগরতলার কাছে হস্তান্তর করা হয়। ৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে, আগরতলায় আরপিএফ টিম ডগ স্কোয়াড এবং জিআরপি-র সাথে যৌথভাবে আগরতলা রেলওয়ে স্টেশনে একজন মহিলাকে প্রায় ৪১,৮০০.০০ টাকা মূল্যের ৪.১৮০ কেজি গাঁজা সহ আটক করে। নিয়মিত তল্লাশির সময় নিষিদ্ধ সামগ্রীটি জব্দ করা হয় এবং অভিযুক্তকে পরবর্তী আইনি ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জিআরপি / আগরতলার কাছে হস্তান্তর করা হয়। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের আরপিএফ অবৈধ কার্যকলাপ, যেমন চোরাচালান, চুরি এবং মানব পাচার প্রতিরোধে তাদের লক্ষ্যে সজাগ এবং প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তাঁরা ভ্রমণের সময় প্রয়োজনে যাত্রীদের সক্রিয়ভাবে সহায়তা করে। রেল ব্যবহারকারীদের সতর্ক থাকার এবং ট্রেন ভ্রমণের সময় যেকোনো সন্দেহজনক কার্যকলাপ সম্পর্কে রিপোর্ট করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। তাৎক্ষণিক সহায়তার জন্য ১৩৯ নম্বর (টোল-ফ্রি) হেল্পলাইন নম্বরে ফোন করুন।

প্রিন্টিং কারখানায় ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড, আতঙ্ক এলাকায়

দুরন্ত বার্তা, উত্তর ২৪ পরগণা, ১০ সেপ্টেম্বর ঃ মধ্যমগ্রাম ক্যামেলিয়া কলেজ রোডে একটি প্রিন্টিং কারখানায় হঠাৎই ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড। চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে গোটা এলাকায়। পাশাপাশি আরও কারখানা থাকায় এলাকাবাসীর মধ্যে ব্যাপক আতঙ্ক ছড়ায়। কারখানায় সমস্ত দাহ্য পদার্থ-সহ প্লাস্টিক সরঞ্জাম থাকায় আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। আগুন দেখেই কারখানার কর্মীরা ছোটাছুটি শুরু করে দেন। খবর দেওয়া হয় দমকলে। ঘটনাস্থলে দমকলের দুটি ইঞ্জিন এসে আগুন নিয়ন্ত্রণ আনার চেষ্টা চালায়। তবে পরবর্তীতে আগুন ছড়িয়ে পড়ার আতঙ্ক তৈরি হওয়ায় আরও দুটি দমকলের ইঞ্জিন আসে। কালো ধোঁয়ায় ঢাকে গোটা এলাকা। যে সময় আগুন লাগে সেই সময় সকল কর্মচারীরা কারখানার ভিতরেই ছিল। আগুন লাগতেই আতঙ্কিত হয়ে পড়েন তারা। তবে কারখানার ভিতরে কেউ আটকে আছেন কিনা তা এখনই বলা সম্ভব হচ্ছে না। ঘটনাস্থলে মধ্যমগ্রাম থানার পুলিশ-সহ বারাসত জেলা পুলিশ আধিকারিকরা এসে উপস্থিত হয়েছে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসেন মধ্যমগ্রাম পুরসভার পুরপ্রধান নিমাই ঘোষ। এই কারখানায় অগ্নিনির্বাপক ব্যবস্থা ছিল কি না তা ক্ষতিয়ে দেখবে দমকল বিভাগ-সহ পুলিশ প্রশাসন। একদম পাশে আরও একটি কারখানা থাকায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে সকলের মধ্যে। আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা চালাচ্ছে। কারখানায় রঙের কালি থিনার-সহ প্লাস্টিকের সরঞ্জাম থাকায় আগুনের ভয়াবহতা যথেষ্ট ছিল, কারণ সবটাই দাহ্য পদার্থ।

বড় সিদ্ধান্ত রাজ্যের, বিশ্বকর্মা পুজোয় এবার সরকারি ছুটি!

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১০ সেপ্টেম্বর ঃ পরিযায়ী শ্রমিকদের সম্মান জানাতে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। জলপাইগুড়িতে প্রশাসনিক সভার মঞ্চ থেকে বুধবার তিনি ঘোষণা করেন, এবার থেকে রাজ্যে বিশ্বকর্মা পুজোতে সরকারি ছুটি থাকবে। বর্তমানে তিন দিনের উত্তরবঙ্গ সফরে রয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী, আর সফরের দ্বিতীয় দিনেই প্রশাসনিক বৈঠক থেকে তিনি এছাড়াও আরও একাধিক নির্দেশ ও মন্তব্য করেন। সভায় মমতা জানান, যাঁদের এখনও আধার কার্ড নেই, তাঁদের দ্রুত কার্ড করে দিতে হবে। এজন্য জেলাশাসকদের দুয়ারে সরকার কর্মসূচির মাধ্যমেই ব্যবস্থা নিতে নির্দেশ দেন তিনি।

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার নং. এলআরসি-৩_কোচ-ক্লিনিং-পিটি।, তারিখঃ ০৮.০৯.২০২৫। ডেপুটি চিফ মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (এলএইচবি), পূর্ব রেলওয়ে, লিলুয়া, হাওড়া, পিন-৭১১২০৪ নিম্নলিখিত কাজের জন্য আর্থিক এবং কারিগরী ক্ষমতা আছে এরূপ টেন্ডারদাতাদের থেকে অনলাইনে ই-টেন্ডার (ওপেন টেন্ডার) আহ্বান করছেনঃ **কাজের নামঃ** সকল প্রকার পিওএইচ কৃত কোচের ভিতরে পরিস্কার করা,এলএইচবি এসি চেয়ার কার কোচের চেয়ারের ড্রাই অ্যান্ড ওয়েট ক্লিনিং, প্যান্ট্রি কারের স্টেনলেস স্টিল কম্পোনেন্টের বাফিং, স্টেনলেস স্টিল কম্পোনেন্টের বাফিং এবং পলিশিং এবং সুন্দরভাবে (ইনটেনশিভ) পরিস্কার করা। **কাজের আনুমানিক ব্যয়ঃ** ১,৪১,২২,০৬২.৩৭ টাকা। **বায়না মূল্যঃ** ২,২০,৬০০ টাকা। **টেন্ডার নথিপত্রের মূল্যঃ** ০.০০ টাকা। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ঃ** ০৩.১০.২০২৫ তারিখ দুপুর ২টো। ওয়েবসাইট যেখানে টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিবরণ পাওয়া যাবেঃ **www.ireps. gov.in**

MISC-203/2025-26

পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in - এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

Moukhali Gram Panchayat
under Bishnupur Block
Vill.-Moukhali, P.O.-Charashyamdas, P.S.-Bishnupur, Dist-South 24 Parganas

Notice Inviting E-Tender No. (1) Moukhali/eTender/2025-26/SL-31U(Tender ID- 2025_ZPHD_900054_1 to 2025_ZPHD_900054_3), (2) Moukhali/eTender/2025-26/SL-32T(Tender ID-2025_ZPHD_900441_1)

Sealed Tender is invited by the undersigned through E-tendering for total 3(Three)Nos. works. Last date of submission of Bid 18/09/2025 at 05.00 P.M. Date of Opening of Bid(Technical) 22/09/2025 at 11.00 A.M. For details please visit https://wbtenders.gov.in

Sd/- Prodhan
Moukhali Gram Panchayat

Short Notice Inviting Quotation

SNIQ invited by the Executive Engineer, Mayurakshi E & M Division, I&WD, Siuri, **SNIQ No-WBIW/EE/MEMD/SNIQ-09/2025-26** for "Urgent SITC of VC system and its accessories at Amrapali Bhawan Mangalbari, Malda. Last date of application **12/09/2025 up to 11:00 Hrs. & Dropping 12/09/2025 up to 15:00 Hrs**. Detailed SNIT may be seen at **www.wbiwd.gov.in**.

Sd/- Executive Engineer
Mayurakshi E & M Division. Birbhum-731101
Ph:03462-255057

HIRBANDH GRAM PANCHAYAT
Vill.-Tilabani, PO-Bauridiha, Dist-Bankura, Pin-722121
NIeT No.-05/HirGP/2025-26, Date-10/09/2025

e-Tender are hereby invited by this office from the bonafied, reliable, resourceful and experienced contractors for the different works. Fund: APAS. Last date of submission of Technical Bid & Financial Bid (online) on **18.09.2025 up to 11.00 hrs.** Date of Opening of Bid at office of the Hirbandh Gram Panchayat on **22.09.2025 from 11.00 hrs.** For details visit website **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Pradhan
Hirbandh Gram Panchayat

IIFL FINANCE

CIN: L67100MH1995PLC093797
Regd. Office: IIFL House, Sun Infotech Park, Road No. 16V, Plot No.B-23, Thane Industrial Area, Wagle Estate, Thane - 400604
Tel: (91-22) 41035000 • Fax: (91-22) 25806654
E-mail: reach@iifl.com • Website: www.iifl.com

সোনার অলঙ্কারের ই-অকশন-এর পাবলিক নোটিশ

এতদ্বারা সকল সুনির্দিষ্টভাবে সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাদের এবং সাধারণভাবে সকল জনসাধারণকে অবহিত করা হচ্ছে যে, আমরা, আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেড (''আইআইএফএল'') সেইসব ডিফল্ট গ্রাহকদের সোনার অলঙ্কার নিলাম করছি যারা বারবার নোটিস ও রিমাইন্ডার পাঠানোর পরেও তাদের লোন রেগুলারাইজ করেননি বা বকেয়া অর্থ পরিশোধ করেননি। নিম্নোক্ত লোন অ্যাকাউন্টে বন্ধক রাখা সোনার অলঙ্কারগুলির সর্বজনীন নিলাম **শ্রীরাম অটোমল ইন্ডিয়া লিমিটেড** এর মাধ্যমে তাদের অনলাইন নিলাম প্ল্যাটফর্ম **https://gold.samil.in** এর মাধ্যমে **16.09.2025 তারিখে দুপুর 2:00 থেকে বিকাল 5টার মধ্যে** এর মধ্যে পরিচালিত হবে। স্থান বা তারিখের পরিবর্তন (যদি থাকে) নিলাম কেন্দ্রে প্রদর্শিত হবে। যদি কোনো কারণবশত এখানে উল্লিখিত তারিখে ই-নিলাম অনুষ্ঠিত হতে না পারে বা যদি নিলাম একই দিনে সম্পূর্ণ হতে না পারে, তাহলে আইআইএফএল নিলাম প্ল্যাটফর্মে পরবর্তী যেকোনো তারিখে এবং / অথবা নিলাম কেন্দ্রে একই শর্তাবলী সহ উল্লিখিত নিলাম পরিচালনা করার বা নিলাম সম্পন্ন করার অধিকার সংরক্ষণ করে। নিলাম না হওয়া সোনার অলঙ্কারগুলি নিলাম প্ল্যাটফর্ম এবং / অথবা নিলাম কেন্দ্রে বিশদ বিবরণ প্রদর্শনের পর পরবর্তী কার্যদিবসে নিলাম করা হবে। যদি শাখা পর্যায়ে নিলাম করা না যায়, তাহলে নির্দিষ্ট জেলা কেন্দ্রে জেলা পর্যায়ে আর কোনো বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই **26.09.2025** এ পুনরায় নিলাম করা হবে। যদি কোনো কারণবশত এখানে উল্লিখিত তারিখে ই-নিলাম অনুষ্ঠিত হতে না পারে বা যদি নিলাম একই দিনে সম্পূর্ণ হতে না পারে, তাহলে আইআইএফএল পরবর্তী যেকোনো তারিখে এবং ᄅ অথবা নিলাম কেন্দ্রে একই শর্তাবলী সহ উল্লিখিত নিলাম পরিচালনা করার বা নিলাম সম্পন্ন করার অধিকার সংরক্ষণ করে। গ্রাহক যদি জীবিত না থাকেন, সেক্ষেত্রে নিলাম সংক্রান্ত সমস্ত শর্ত মনোনীত / আইনগত উত্তরাধিকারীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

জেলা কেন্দ্র: **হাওড়া-সাঁকরাইল জিএল - 1ম তলা, মৃদয় হাউস, সেন্ট জন'স অ্যাম্বুলেন্সের বিপরীতে, গ্রাম ও পো-আগোরি, পিএস-সাঁকরাইল, জেলা-হাওড়া-711302**

শাখার নাম: হাওড়া-বরগাছিয়া সোহো জিএল, তালুকা – জগৎবল্লভপুর
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর GL31181014, GL32889494.
শাখার নাম: হাওড়া-ডোমজুর জিএল, তালুকা -ডোমজুর
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL33955100, GL34449453, GL34451385, GL34512298, GL34516732, GL34519570, GL34524607, GL34529463, GL38289312.
শাখার নাম: হাওড়া-লিলুয়া জিটি রোড জিএল, তালুকা - বালি জগাছা
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL22513423, GL23133391, GL23976255, GL26294559, GL29557098, GL29758047, GL30847590, GL32638412, GL34012974, GL34381687, GL34417171, GL34451035, GL34453098, GL34470587, GL34485052, GL34493663, GL34502387, GL34506288, GL34508110, GL34518207, GL34527870.
শাখার নাম: হাওড়া-ময়দান জিএল, তালুকা - বালি জগাছা
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL30870049, GL32461670, GL32472246, GL34121009, GL34393958, GL34473065, GL34480617, GL34520280, GL34529883, GL34542639, GL36722894, GL37400707, GL37413929, GL37809017, GL37924138, GL38420757, GL38601970, GL39208894.
শাখার নাম: হাওড়া-রামরাজতলা, তালুকা - বালি জগাছা
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL23805775, GL32966828, GL32983660, GL34143702, GL34144119, GL34250347, GL34269257, GL34489020, GL34499111, GL34522079, GL34530390, GL34566104.
শাখার নাম: হাওড়া-সালকিয়া গোলাবাড়ি জিএল, তালুকা - বালি জগাছা
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL28996163, GL32837872, GL32857805, GL34496930, GL34506836, GL34523751, GL34528020.
শাখার নাম: হাওড়া-সাঁকরাইল জিএল, তালুকা -উলুবেড়িয়া– I
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL34337644, GL34343087, GL34363717, GL34455004, GL34460594, GL34509898, GL34526813, GL35606985.
শাখার নাম: হাওড়া-শিবপুর, তালুকা - বালি জগাছা
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL26023790, GL26023798, GL26088067, GL33338101, GL33353716, GL34078501, GL34197840, GL34217315, GL34594249.
শাখার নাম: হাওড়া-শ্যামপুর সোহো জিএল, তালুকা - শ্যামপুর-I
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL32371075, GL32632132, GL32637169, GL33389789, GL33870514, GL33890791, GL34455929, GL34496703, GL34506730, GL40256796.
শাখার নাম: হাওড়া-উলুবেড়িয়া জিএল, তালুকা - উলুবেড়িয়া– I
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL34509127, GL34510609, GL34514337, GL34525799, GL34527732, GL34527890, GL35114160.
শাখার নাম: কলকাতা-আন্দুল রোড, তালুকা - বালি জগাছা
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL33467474, GL34123798, GL34411852, GL34422511, GL34497496, GL34507039, GL36202679, GL40286693.

ই-অকশন ''যেখানে যেরকমভাবে আছে'', ''যেমতাবস্থায় আছে'' এবং ''যা আছে'' ভিত্তিতে পরিচালনা করা হবে এবং আইআইএফএল উল্লিখিত সোনার অলংকারের গুণমান, বিশুদ্ধতা, ক্যারেটেজ, ওজন বা ভ্যালুয়েশনের বিষয়ে কোনো প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি দেয় না। ই-অকশন প্রক্রিয়া এবং এই ধরনের ই-অকশন অনুসারে বিক্রয় (যদি হয়ে থাকে) শর্তাবলীর সাপেক্ষে হবে যেমনটি আইআইএফএল তার নিজস্ব বিবেচনার ভিত্তিতে আরোপ করা উপযুক্ত বলে মনে করবে। আইআইএফএল, কোনও পূর্ব নোটিশ ছাড়াই তার সম্পূর্ণ নিজস্ব বিবেচনার ভিত্তিতে, নিলাম তালিকা থেকে যে কোনও অ্যাকাউন্ট এবং কোনও কাজকে স্থগিত করতে পারে বা অপসারণ করতে পারে এবং তাই কোনও কারণ না জানিয়ে তারা যে কোনও একটি বা সমস্ত বিড বা অফার প্রত্যাখ্যান করতে পারে। খেলাপি করা ঋণগ্রহীতার বিবরণ, বন্ধক রাখা অলঙ্কার এবং অন্যান্য বিবরণ সংশ্লিষ্ট শাখায় প্রদর্শিত হয়েছে। খেলাপি ঋণগ্রহীতার(দের) কাছে সাম্প্রতিকতম সুদ এবং সমস্ত প্রযোজ্য চার্জ সহ সম্পূর্ণ বকেয়া পরিশোধ করার এবং এই নোটিশ প্রকাশের পরেও তাদের ঋণ অ্যাকাউন্ট বন্ধ করার বা সেটি নিয়মিত করার বিকল্প রয়েছে নিলামের তারিখ পর্যন্ত, কিন্তু এগুলি করতে ব্যর্থ হলে প্রতিশ্রুত নির্ধারিত সোনার অলঙ্কারগুলি বিক্রি করে দেওয়া হবে এবং বাকি বকেয়া (যদি থাকে) সুদ ও খরচ সহ আদায় করা হবে। তবে, এই প্রকাশনার পরে ক্লোজ বা রেগুলারাইজ করা লোন গুলোকে তাদের উপযুক্ত পাবলিকেশন চার্জ বহন করতে হবে। অকশনের অতিরিক্ত অর্থ ফেরতের জন্য ঋণগ্রহীতাদের তাদের লেটেস্ট ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের বিবরণ জমা / আপডেট করার অনুরোধ করা হচ্ছে, যদি থাকে।

বিস্তারিত তথ্য ও শর্তাবলীর জন্য আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেডের সংশ্লিষ্ট শাখা অফিসে যোগাযোগ করুন।

তারিখ: 11.09.2025
স্থান: হাওড়া

Sd/
অনুমোদিত স্বাক্ষর
আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেড

Hooghly Chinsurah Municipality
Mahendra Mitra Road, Pipulpati, PO & Dist – Hooghly
Tel.: (033) 2680-2899/2319, TeleFax.: (033) 2680-6091
E-Tender Notice

Memo No.: 2033/WS/SD **Dated-10/09/2025**

E-tenders are invited by the undersigned vide this office Tender Notice No. **WBMAD/C/HCM/WS/NIT13/9e/25 and Tender Id No-2025_MAD_900084_1 to 3** for Supply of Column pipe, 17.5 H.P.S.M. pump set & etc. under 15th F.C Tied Grant within this Municipal area. The last date of submission of e-Tender is: **17/09/2025 at 10:00 hrs**. For more details and bidding online please visit website-**https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Chairman
Hooghly-Chinsurah Municipality

NOTICE INVITING e-TENDER NO. 22 OF 2025-2026 OF THE ASSISTANT ENGINEER, SERAMPORE SUB DIVISION, P.W.D.
Tenderreference No: WBPWD/AE/SER/NIT_22/2025_2026

The Assistant Engineer, Serampore Sub-Division P.W.D. invites e-tender for 01(One) no work.
Name of work - Sanitary wash due to change occupation of Judges Quarter no. 04 at Serampore Court Compound under Serampore Sub Division (PWD) of Hooghly Division (PWD) during the year 2025-26.
Tender ID 2025_PWD_900551_1.
Document Download/Sale start date (online) from **11.09.2025 at 10.00 a.m** Bid submission Date (online) from **11.09.2025 at 10.30 a.m . upto 16.09.2025 at 11.00 a.m.** Date of opening of Technical Bid (Online) **18.09.2025 at 11.00 a.m.** For details please visit office of the undersigned on any working days. Details may be downloaded from **http://etender.wb.nic.in** or from the Departmental Wbsite **http://wbtender.in**

Sd/-
Assistant Engineer,
Serampore Sub Division, P.W.D.

E-TENDER NOTICE

Chairperson Board of Councilors, Dankuni Municipality, invites Tender for Construction of Cement Concrete Road & Surface Drain & sidewall in Ward No-05, Construction of Surface Drain in Ward No- 17 & 04 and Laying of Pipe Line including supply of pipe & Accessories in Ward No-17 & 20 under Dankuni Municipality for **E-N.I.T No- WBMAD/DKM/CP/e-NIT-65& 66/2025-26 & WBMAD/DKM/CP/e-NIT- 03 & 18/ 2025-26 (2nd Call)** Bid Submission closing date (Online)-**19/09/2025**, Details may be seen from **www.wbtenders.gov.in** the official website of e-tender.

Sd/- Chairperson
Dankuni Municipality

HDFC BANK
We understand your world

রেজিস্টার্ড অফিসঃ এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক হাউজ, সেনাপতি বাপেট মার্গ, লোয়ার প্যারেল (পশ্চিম), মুম্বই-৪০০০১৩ এবং এর অফিসের একটি হচ্ছে রিটেল পোর্টফোলিও ম্যানেজমেন্ট, এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক লিমিটেড, প্রথম তল, আই-থিঙ্ক টেকনো ক্যাম্পাস, কানজুরমার্গ (পূর্ব), মুম্বই-৪০০০৪২

এইচডিএফসি ব্যাংক লিমিটেডের কাছে বন্ধক রাখা সিকিউরিটিজ বিক্রয়ের জন্য বিক্রয়ের ইঙ্গিত এবং পাবলিক নোটিশ।

এইচডিএফসি ব্যাংক লিমিটেডের (ব্যাংক) নিম্নোক্ত ঋণগ্রহীতাদের এতদ্বারা ব্যাংকের কাছে অঙ্গীকারবদ্ধ সিকিউরিটিজ বিক্রির বিষয়ে অবহিত করা হচ্ছে, যাতে সিকিউরিটিজের বিপরীতে ঋণ/ওভারড্রাফ্ট সুবিধা পাওয়া যায়।
ঋণগ্রহীতাদের দ্বারা সম্মত ঋণের শর্তাবলী অনুসারে বকেয়া পাওনা পরিশোধে ক্রমাগত ব্যর্থতার কারণে, নিম্নলিখিত ঋণ অ্যাকাউন্টগুলি খেলাপি অবস্থায় রয়েছে। ব্যাংক এই ঋণগ্রহীতাদের একাধিক নোটিশ জারি করেছে, যার মধ্যে রয়েছে নীচে উল্লিখিত তারিখে চূড়ান্ত বিক্রয় নোটিশ যেখানে, ব্যাংক অঙ্গীকার আহ্বান করেছে এবং ঋণগ্রহীতাকে নিম্নলিখিত অ্যাকাউন্টগুলিতে সম্পূর্ণ বকেয়া পাওনা পরিশোধের জন্য ৭ দিনের সময় দিয়েছে, তা না হলে, ব্যাংক এই বিষয়ে আর কোনও নোটিশ জারি না করেই অঙ্গীকারবদ্ধ সিকিউরিটিজ বিক্রি করার স্বাধীনতা পাবে। ঋণগ্রহীতারা অবহেলা করেছেন এবং বকেয়া পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়েছেন, তাই, ঋণ চুক্তির অধীনে একটি অঙ্গীকারবদ্ধ ব্যক্তি হিসেবে ব্যাংক তার অধিকার প্রয়োগ করে ঋণগ্রহীতাদের দ্বারা ব্যাংকের কাছে বকেয়া পাওনা আদায়ের জন্য ১১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখে বা তার পরে সিকিউরিটিজ বিক্রি/নিষ্পত্তি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ঋণগ্রহীতাদের আরও জানানো হচ্ছে যে, যদি কোনও সময়, স্টক মার্কেটের অস্থিরতার কারণে বন্ধকী সিকিউরিটিজের মূল্য আরও কমে যায় এবং মার্জিনের প্রয়োজনীয়তা আরও ঘাটতি তৈরি করে, তাহলে ব্যাংক তার বিবেচনার ভিত্তিতে, এই বিষয়ে আর কোনও নোটিশ ছাড়াই, এক (১) ক্যালেন্ডার দিনের মধ্যে বন্ধকী সিকিউরিটি বিক্রি করবে। বন্ধকী সিকিউরিটিজ বিক্রয় থেকে প্রাপ্ত অর্থের সমন্বয়ের পরে, ঋণগ্রহীতা (গণ) অবশিষ্ট বকেয়া পরিমাণ পরিশোধের জন্য ব্যাংকের কাছে দায়বদ্ধ থাকবেন।

ক্রম নং.	লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর	ঋণগ্রহীতার নাম	৬ জুলাই ২০২৫ পর্যন্ত বকেয়া অর্থের পরিমাণ	বিক্রয় বিজ্ঞপ্তির তারিখ
১	XXXXXXXXXX০০৮০	নীলমণি পাল	১,৫৮,১৬৭.৪৩	০৬-০৯-২০২৫
২	XXXXXXXXXX০০৫৪	দীপ্তি ঘোষ	১০,৫৮,৩২৭.০২	০৯-০৯-২০২৫
৩	XXXXXXXXXX৮২০০	বিমলা অশোক বদলানি	৬,৩১,৮৫৫.৭৭	০৯-০৯-২০২৫
৪	XXXXXXXXXX২৪২৪	প্রিয়াঙ্কা ডাবরিওয়াল	২৮,৪৭০.৬৭	০৯-০৯-২০২৫
৫	XXXXXXXXXX১১১২	আবিদ খান	১,৬০,৬৬৫.৫৩	০৬-০৯-২০২৫
৬	XXXXXXXXXX২৮৫৪	অজয় কুমার মুখোপাধ্যায়	১,৫৭,৪৪৯.৪৭	০৯-০৯-২০২৫
৭	XXXXXXXXXX৭৪১৭	কমলা পাইক	২০,৫১২.৬১	০৬-০৯-২০২৫
৮	XXXXXXXXXX৯৭৮৮	জয় প্রকাশ পেরিওয়াল	৮,১৩,৬০৮.৮৩	০৯-০৯-২০২৫
৯	XXXXXXXXXX১৮৭২	কবির মানসতা	৭,০৪,৩৬৯.৩৭	০৬-০৯-২০২৫
১০	XXXXXXXXXX১৪২০	শ্যামানন্দ পারুই	১,৯৩,৭৬২.৮৭	০৬-০৯-২০২৫
১১	XXXXXXXXXX৯৮৪১	অমিত বাঙ্গাল	১,০১,৮২৮.৯২	০৯-০৯-২০২৫
১২	XXXXXXXXXX৮৬৯৬	সুরত ঘোষ মজুমদার	৯,৭০,০০৩.০০	০৯-০৯-২০২৫
১৩	XXXXXXXXXX৯৯০৯	দেবাশিস ঘোষ	৫৮,৯১৪.৩৮	০৯-০৯-২০২৫
১৪	XXXXXXXXXX৭০৬৩	সপ্তর্ষি রায়চৌধুরী	২,০৭,৯২২.২৫	০৯-০৯-২০২৫
১৫	XXXXXXXXXX৭৩৬৫	অশোক কুমার চৌধুরী	২,৪৩,৩৩২.৪২	০৯-০৯-২০২৫
১৬	XXXXXXXXXX৭৭৮৬	নীলাঞ্জনা দত্ত বোস	১,৯২,১৬৮.৮১	০৬-০৯-২০২৫
১৭	XXXXXXXXXX৩৮৩৪	সোমা ন্যান্সি স্যাভিয়েল	৬৬,৫৬৪.০০	০৯-০৯-২০২৫
১৮	XXXXXXXXXX২৯২২	মনোজ মেশরাম	২,০০,৫২৭.৪৯	০৯-০৯-২০২৫
১৯	XXXXXXXXXX৮৯০২	সঞ্জয় সাহা	১,৫৪,৮২৮.১২	০৯-০৯-২০২৫
২০	XXXXXXXXXX০১৪৮	সুপ্রিয়া বন্দ্যোপাধ্যায়	৮,৯৬১.০০	০৬-০৯-২০২৫
২১	XXXXXXXXXX৩১৭৬	পামেলী চৌধুরী	২,২২,৫৭০.০০	০৬-০৯-২০২৫
২২	XXXXXXXXXX৫৫৩২	পিংকি দাস	১,০০,৮৩১.০০	০৯-০৯-২০২৫
২৩	XXXXXXXXXX২৭০৭	সুপ্রিয়া দাস	৬,৫১৯.৮৫	০৬-০৯-২০২৫
২৪	XXXXXXXXXX৭২৭৯	পুনম কুমার জয়সওয়াল	৩,২৫,৭২৫.০০	০৯-০৯-২০২৫
২৫	XXXXXXXXXX১৫৪৯	অনির্বাণ চ্যাটার্জি	৪,৬৪,০৪০.০০	০৯-০৯-২০২৫
২৬	XXXXXXXXXX৬৯২১	স্বপন কুমার পাল	৩,২৩,৪৩৫.০০	০৯-০৯-২০২৫
২৭	XXXXXXXXXX২৯২২	সামিরুল ইসলাম	৬৪,৩১২.৬৩	০৯-০৯-২০২৫
২৮	XXXXXXXXXX৯৭৯২	স্বপন কুমার চট্টোপাধ্যায়	১,৪১,৩৮৪.১৯	০৯-০৯-২০২৫
২৯	XXXXXXXXXX৮৫৬৮	সেখ শোয়েব আলী	১,৩৩,৪৩৬.৬৫	০৯-০৯-২০২৫
৩০	XXXXXXXXXX৪১৪১	বসন্ত প্রভাত সাহা	১০,০৫,৭৮০.৯৭	০৯-০৯-২০২৫
৩১	XXXXXXXXXX০৪৩৯	সন্দীপ পাল	১,৩৭,৯৫৪.১৭	০৯-০৯-২০২৫
৩২	XXXXXXXXXX২৫৩১	শ্যামসুন্দর হালদার	৭৩,৫৭৬.০০	০৯-০৯-২০২৫
৩৩	XXXXXXXXXX৮৬৬১	কুশল কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	৮,৩৬৭.৩৯	০৬-০৯-২০২৫
৩৪	XXXXXXXXXX১৪৭৭	চন্দন সাহা	৭৩,৬০১.০০	০৯-০৯-২০২৫
৩৫	XXXXXXXXXX৮৮৫৭	আনন্দ মোহন মাইতি	৩৫,৪২৮.৭৩	০৯-০৯-২০২৫
৩৬	XXXXXXXXXX৫৪২৪	গৌতম জৈন	১৯,৪৫,৫৪৮.৭৫	০৯-০৯-২০২৫
৩৭	XXXXXXXXXX৮৮০০	শান্তিদেবী যাদব	২,৯৩,৪২৪.৩৩	০৬-০৯-২০২৫
৩৮	XXXXXXXXXX৮১৪৮	শোভনা চ্যাটার্জী হালদার	১,৪২,৭৪৪.০২	০৯-০৯-২০২৫
৩৯	XXXXXXXXXX৮৮৪২	সুসন্ত ফর্দিকার	২,০৯,৮২৫.৯৯	০৬-০৯-২০২৫
৪০	XXXXXXXXXX৬৫৪৯	বিভা শ্রীবাস্তব	১৯,১৩,২০৩.৯৯	০৯-০৯-২০২৫
৪১	XXXXXXXXXX৩৩২৩	অদিতি আগরওয়াল	৭,১১,০১৩.৮২	০৯-০৯-২০২৫
৪২	XXXXXXXXXX৬৭০১	রমেশ জোধানি	১১,৫৭,৯৫৩.০০	০৬-০৯-২০২৫
৪৩	XXXXXXXXXX০৯৬৮	সুমন্ত আগরওয়াল	৯,৯৭,০০০.০০	০৯-০৯-২০২৫
৪৪	XXXXXXXXXX১২৯৬	রামগোপাল জোধানি	১১,০৬,৬৫৮.৬০	০৯-০৯-২০২৫
৪৫	XXXXXXXXXX২০৩০	শান্তি দেবী জোধনী	১৪,৮৫,৬০০.৬০	০৯-০৯-২০২৫
৪৬	XXXXXXXXXX৫২৫৬	প্রসন্ত দত্ত	১,৪২,৭৮৩.৭৪	০৯-০৯-২০২৫
৪৭	XXXXXXXXXX৩৬৬৪	দেবরাজ রায়	৯,৭৭,৯৩২.৫৬	০৯-০৯-২০২৫
৪৮	XXXXXXXXXX২১৭৬	আয়ুষ সুরানা	১৩,৫৩,৬৭১.০০	০৯-০৯-২০২৫
৪৯	XXXXXXXXXX৭০৮৪	বিপ্লব কুমার মিশ্র	৪৭,৪৪৪.০০	০৯-০৯-২০২৫
৫০	XXXXXXXXXX৩৫২১	ক্যামেলিয়া দে	৭৬,১৩৩.৯৯	০৯-০৯-২০২৫
৫১	XXXXXXXXXX৩৫৩২	দেবযানী শর্মা	৫,৬৫,৬৭৩.৬৩	০৬-০৯-২০২৫
৫২	XXXXXXXXXX৩১৮৯	বেনু গোপাল বাগরি	২০,০৯,৫৯৩.১৫	০৬-০৯-২০২৫
৫৩	XXXXXXXXXX৫২৮০	সরলা আগরওয়াল	১,৯৫,০৯৯.৭০	০৬-০৯-২০২৫
৫৪	XXXXXXXXXX৭২৯২	কেতকী রায়	৩,৯৪,৭২৩.৬৫	০৬-০৯-২০২৫
৫৫	XXXXXXXXXX১২৪৪	দেবাশিস বেরা	৩,৩১,৫৭৩.৮৬	০৬-০৯-২০২৫
৫৬	XXXXXXXXXX৪৮১৮	কৃষ্ণা দেবী মুন্দ্ররা	১০,০৮,৮৭৬.৩৮	০৯-০৯-২০২৫
৫৭	XXXXXXXXXX৬৯৫১	অনুপ্রিয়া	৩,৩৬,৯৫৫.৫৮	০৯-০৯-২০২৫
৫৮	XXXXXXXXXX৩৮৩০	রতন বিশ্বাস	৪৬,৯৪৩.৩২	০৬-০৯-২০২৫
৫৯	XXXXXXXXXX৮৬১৮	মীরা দে	১০,০৮,৩৩২.৮২	০৯-০৯-২০২৫
৬০	XXXXXXXXXX৮৬৩৯	দিলীপ সরদার	৬,৬৬,৩৭৬.০০	০৯-০৯-২০২৫
৬১	XXXXXXXXXX৯৮৩১	মঞ্জু সরফ	১৯,৮৯,৬৪১.০০	০৬-০৯-২০২৫
৬২	XXXXXXXXXX৪১৬৩	সুজয় পাল	২,৮০,৭৯৯.০৬	০৬-০৯-২০২৫
৬৩	XXXXXXXXXX৪৬৭৩	প্রদীপ বড়ুয়া	৭,৩৫,১১০.৮২	০৯-০৯-২০২৫
৬৪	XXXXXXXXXX৪৩৬২	গার্গী মুখোপাধ্যায়	২,৫৪,২৪২.৮৬	০৯-০৯-২০২৫
৬৫	XXXXXXXXXX৬৯৫৫	দেবব্রত মুখোপাধ্যায়	২,৯২,৫২৪.১১	০৬-০৯-২০২৫
৬৬	XXXXXXXXXX৫১১১	রাহুল সিংঘানিয়া	৪,৪০,৭৬৯.০০	০৬-০৯-২০২৫
৬৭	XXXXXXXXXX০১৩১	মোহাম্মদ পারবেজ আলাম	৮২,৯৬৩.০০	০৯-০৯-২০২৫
৬৮	XXXXXXXXXX৪৯১১	আশিস কুমার ঘোষ	১,৩৪,১৪৭.২৫	০৯-০৯-২০২৫
৬৯	XXXXXXXXXX৮৯৪২	মঞ্জুশ্রী সুর	২,৯৮,৫৪৭.৫৩	০৯-০৯-২০২৫
৭০	XXXXXXXXXX২২৮০	সন্দীপ সাউ	৩,৪৭,০০৫.৫২	০৯-০৯-২০২৫
৭১	XXXXXXXXXX৩০৯২	সুমন দে	৯,৯৮,৪২৭.২০	০৯-০৯-২০২৫
৭২	XXXXXXXXXX৭৮৯৭	নারায়ণ চন্দ্র পান্ডা	১,২২,৯৮৪.৮২	০৯-০৯-২০২৫
৭৩	XXXXXXXXXX৪৯৩৩	স্বেতা সিনহা	৩,৬১,২৭২.০০	০৬-০৯-২০২৫
৭৪	XXXXXXXXXX৫৪৪৮	অর্ণব গাঙ্গুলি	১,৪৭,৬৩০.৮২	০৬-০৯-২০২৫
৭৫	XXXXXXXXXX৫৯৮৪	অমিত রঞ্জন	২,৭০,৮০৩.০০	০৯-০৯-২০২৫
৭৬	XXXXXXXXXX৬৩০৩	টিনা গৌর	১,৩৯,৪৭৯.৮২	০৬-০৯-২০২৫
৭৭	XXXXXXXXXX৭৫২৪	অভয় কুমার সেন	১০,০৭,৪০৫.২৪	০৬-০৯-২০২৫
৭৮	XXXXXXXXXX৬৭২৬	কানাই লাল দাস	৩,৮৬,৬৩২.৬০	০৬-০৯-২০২৫
৭৯	XXXXXXXXXX৬৪৩১	বর্নালী সেন	১০,০৭,৯১৮.৯২	০৬-০৯-২০২৫
৮০	XXXXXXXXXX০৮৯৮	ডলি মিত্র	৩,৭২,৯০৭.৩৫	০৬-০৯-২০২৫
৮১	XXXXXXXXXX১২৯০	সরস্বতী দেবী সোমানি	২০,০৭,০৬০.৮২	০৯-০৯-২০২৫
৮২	XXXXXXXXXX০৬১৮	প্রেম চাঁদ গুপ্তা	১৮,৮৮,৬১০.৪০	০৬-০৯-২০২৫
৮৩	XXXXXXXXXX৩৬৮৫	বিকাশ ঢালি	৪৪,৩২৮.৮২	০৬-০৯-২০২৫
৮৪	XXXXXXXXXX৯০৯৫	পবন বসাক	৩,৪৯,০০৫.৮২	০৬-০৯-২০২৫
৮৫	XXXXXXXXXX৪৭২২	সেখ মতিউর রাহমান	৩৫,৩০৯.০০	০৬-০৯-২০২৫
৮৬	XXXXXXXXXX১৬৯৮	মীরা চক্রবর্তী	২,৬৪,২২৯.৮২	০৬-০৯-২০২৫
৮৭	XXXXXXXXXX৩৪৬৩	সমরেন্দ্র নাথ নন্দী	১,৯২,৭৯৪.৮২	০৬-০৯-২০২৫
৮৮	XXXXXXXXXX৯৯০১	ভুবন আগরওয়ালা	৩,৪৩,৬৩৬.৮২	০৬-০৯-২০২৫

তারিখঃ ১১.০৯.২০২৫
স্থানঃ পশ্চিমবঙ্গ

স্বা/-
এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক লিমিটেড

আবার বন্ধ হতে চলেছে বিশ্বভারতীর হেরিটেজ ওয়াক

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ১০ সেপ্টেম্বর ঃ আবারও বন্ধ হতে চলেছে বোলপুর শান্তিনিকেতনের বিশ্বভারতীর হেরিটেজ ওয়াক। গত কয়েক বছর ওয়াকের মধ্য দিয়ে দীর্ঘ পাঁচ বছর পর গত আগস্ট মাসে আশ্রম প্রাঙ্গণের দরজা খুলে দেওয়া হয় বোলপুর শান্তিনিকেতনে আগত পর্যটকদের জন্য। প্রত্যেক রবিবার নির্ধারিত টিকিট কেটে হেরিটেজ সাইড ওয়াকে অংশগ্রহণ করতে পারছেন পর্যটকেরা। তবে সেই ওয়াক ফের বন্ধ হতে চলেছে? বোলপুর শান্তিনিকেতনের বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ তরফ থেকে জানা গেছে, দুর্গা পুজোর দিনগুলিতে বন্ধ রাখা হবে এই হেরিটেজ ওয়াক। বিশ্বভারতীর হেরিটেজ সেলের বৈঠকে এমনটাই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। প্রসঙ্গত প্রত্যেক দিনের পাশাপাশি দুর্গাপুজোর ছুটির দিনগুলিতে বোলপুর শান্তিনিকেতনে দেশ ছাড়িয়ে বিদেশের হাজার হাজার পর্যটক ঘুরতে আসেন। আর সেই সময় হেরিটেজ ওয়াক চালু থাকবে কিনা এই নিয়ে অনেকের মনেই প্রশ্ন ছিল। এরপরেই বিশ্বভারতী কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে নিজেদের মধ্যে বৈঠকে বসে এমনটাই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তবে শুধুমাত্র দুর্গাপুজো নয় এর পাশাপাশি আনন্দমেলা ও আরেকটি বাজারের দিন হেরিটেজ ওয়াক বন্ধ থাকবে। পাশাপাশি বৈঠকে আলোচনা হয় নভেম্বর মাসের দিকে হেরিটেজ ওয়াক আরও কিছুদিন বাড়ানো যায় না যায় কিনা সেটাও পরিকল্পনা নেওয়া হবে। বিশ্বভারতীর ভারপ্রাপ্ত জনসংযোগ আধিকারিক বলেন, পর্যটকেরা চাইছেন আরও কিছুদিন বাড়ানো হোক এই হেরিটেজ ওয়াক, পর্যটকদের কথা চিন্তা করেই আমরা এই হেরিটেজ ওয়াক বাড়ানোর পরিকল্পনা করছি। তবে এখনই কোনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি বিশ্বভারতীর কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে।

IIFL FINANCE

CIN: L67100MH1995PLC093797
Regd. Office: IIFL House, Sun Infotech Park, Road No. 16V, Plot No.B-23, Thane Industrial Area, Wagle Estate, Thane - 400604
Tel: (91-22) 41035000 • Fax: (91-22) 25806654
E-mail: reach@iifl.com • Website: www.iifl.com

সোনার অলঙ্কারের ই-অকশন-এর পাবলিক নোটিশ

এতদ্বারা সকল সুনির্দিষ্টভাবে সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাদের এবং সাধারণভাবে সকল জনসাধারণকে অবহিত করা হচ্ছে যে, আমরা, আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেড (''আইআইএফএল'') সেইসব ডিফল্ট গ্রাহকদের সোনার অলঙ্কার নিলাম করছি যারা বারবার নোটিস ও রিমাইন্ডার পাঠানোর পরেও তাদের লোন রেগুলারাইজ করেননি বা বকেয়া অর্থ পরিশোধ করেননি। নিম্নোক্ত লোন অ্যাকাউন্টে বন্ধক রাখা সোনার অলঙ্কারগুলির সর্বজনীন নিলাম **শ্রীরাম অটোমল ইন্ডিয়া লিমিটেড** এর মাধ্যমে তাদের অনলাইন নিলাম প্ল্যাটফর্ম **https://gold.samil.in** এর মাধ্যমে **16.09.2025 তারিখে দুপুর 2:00 থেকে বিকাল 5:00 টার মধ্যে** এর মধ্যে পরিচালিত হবে। স্থান বা তারিখের পরিবর্তন (যদি থাকে) নিলাম কেন্দ্রে প্রদর্শিত হবে। যদি কোনো কারণবশত এখানে উল্লিখিত তারিখে ই-নিলাম অনুষ্ঠিত হতে না পারে বা যদি নিলাম একই দিনে সম্পূর্ণ হতে না পারে, তাহলে আইআইএফএল নিলাম প্ল্যাটফর্মে পরবর্তী যেকোনো তারিখে এবং / অথবা নিলাম কেন্দ্রে একই শর্তাবলী সহ উল্লিখিত নিলাম পরিচালনা করার বা নিলাম সম্পন্ন করার অধিকার সংরক্ষণ করে। নিলাম না হওয়া সোনার অলঙ্কারগুলি নিলাম প্ল্যাটফর্ম এবং / অথবা নিলাম কেন্দ্রে বিশদ বিবরণ প্রদর্শনের পর পরবর্তী কার্যদিবসে নিলাম করা হবে। যদি শাখা পর্যায়ে নিলাম করা না যায়, তাহলে নির্দিষ্ট জেলা কেন্দ্রে জেলা পর্যায়ে আর কোনো বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই **26.09.2025** এ পুনরায় নিলাম করা হবে। যদি কোনো কারণবশত এখানে উল্লিখিত তারিখে ই-নিলাম অনুষ্ঠিত হতে না পারে বা যদি নিলাম একই দিনে সম্পূর্ণ হতে না পারে, তাহলে আইআইএফএল পরবর্তী যেকোনো তারিখে এবং / অথবা নিলাম কেন্দ্রে একই শর্তাবলী সহ উল্লিখিত নিলাম পরিচালনা করার বা নিলাম সম্পন্ন করার অধিকার সংরক্ষণ করে। গ্রাহক যদি জীবিত না থাকেন, সেক্ষেত্রে নিলাম সংক্রান্ত সমস্ত শর্ত মনোনীত / আইনগত উত্তরাধিকারীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

জেলা কেন্দ্র: **বীরভূম-বোলপুর জিএল - 1ম তলা, বোলপুর শ্রীনিকেতন রোড, পো ও পিএস - বোলপুর, জেলা - বীরভূম, পিন - 731204, সিপিআইএম পার্টি অফিসের পাশে, পশ্চিমবঙ্গ**

শাখার নাম: বীরভূম-বোলপুর জিএল, তালুকা - বোলপুর শ্রীনিকেতন
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL22547904, GL28786319, GL31243897, GL32350841, GL33127374, GL34016088, GL34196857, GL34216322, GL34391243, GL34441857, GL34484134, GL34484863, GL34488504, GL34504779, GL34506012, GL34506098, GL34509700, GL34511648, GL34526456, GL34529258, GL40327550, GL40336860.
শাখার নাম: বীরভূম-মুরারাই বাস স্ট্যান্ড জিএল, তালুকা - মুরারাই-I
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL31979935, GL34009335.
শাখার নাম: বীরভূম-নলহাটি জিএল, তালুকা - বীরভূম
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL34465432, GL34468600, GL34476043, GL34484924, GL34486323, GL34502274, GL34520490, GL34523109, GL34527371, GL34529775, GL34577447.
শাখার নাম: বীরভূম-রামপুরহাট জিএল, তালুকা - রামপুরহাট – I
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL29117437, GL31269419, GL31607345, GL32672352, GL32875573, GL33504758, GL33514288, GL33700440, GL33791458, GL34449680, GL34494134, GL34503142, GL34511282, GL34521235, GL34522543, GL34528895, GL34530227, GL34530442, GL34530864.
শাখার নাম: বীরভূম-সাঁইথিয়া জিএল, তালুকা - সাঁইথিয়া
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL27351819, GL28652937, GL32275736, GL32286374, GL33550807, GL34332668, GL34407216, GL34486468, GL34502492, GL34514045, GL34521684, GL34527088, GL34530318, GL36128968, GL40166741.
শাখার নাম: বীরভূম-সিউড়ি, তালুকা - সিউড়ি-I
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL27606260, GL31004269, GL33369072, GL33372092, GL34324639, GL34338526, GL34370811.

ই-অকশন ''যেখানে যেরকমভাবে আছে'', ''যেমতাবস্থায় আছে'' এবং ''যা আছে'' ভিত্তিতে পরিচালনা করা হবে এবং আইআইএফএল উল্লিখিত সোনার অলংকারের গুণমান, বিশুদ্ধতা, ক্যারেটেজ, ওজন বা ভ্যালুয়েশনের বিষয়ে কোনো প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি দেয় না। ই-অকশন প্রক্রিয়া এবং এই ধরনের ই-অকশন অনুসারে বিক্রয় (যদি হয়ে থাকে) শর্তাবলীর সাপেক্ষে হবে যেমনটি আইআইএফএল তার নিজস্ব বিবেচনার ভিত্তিতে আরোপ করা উপযুক্ত বলে মনে করবে। আইআইএফএল, কোনও পূর্ব নোটিশ ছাড়াই তার সম্পূর্ণ নিজস্ব বিবেচনার ভিত্তিতে, নিলাম তালিকা থেকে যে কোনও অ্যাকাউন্ট এবং কোনও কাজকে স্থগিত করতে পারে বা অপসারণ করতে পারে এবং তাই কোনও কারণ না জানিয়ে তারা যে কোনও একটি বা সমস্ত বিড বা অফার প্রত্যাখ্যান করতে পারে। খেলাপি করা ঋণগ্রহীতার বিবরণ, বন্ধক রাখা অলঙ্কার এবং অন্যান্য বিবরণ সংশ্লিষ্ট শাখায় প্রদর্শিত হয়েছে। খেলাপি ঋণগ্রহীতার(দের) কাছে সাম্প্রতিকতম সুদ এবং সমস্ত প্রযোজ্য চার্জ সহ সম্পূর্ণ বকেয়া পরিশোধ করার এবং এই নোটিশ প্রকাশের পরেও তাদের ঋণ অ্যাকাউন্ট বন্ধ করার বা সেটি নিয়মিত করার বিকল্প রয়েছে নিলামের তারিখ পর্যন্ত, কিন্তু এগুলি করতে ব্যর্থ হলে প্রতিশ্রুত নির্ধারিত সোনার অলঙ্কারগুলি বিক্রি করে দেওয়া হবে এবং বাকি বকেয়া (যদি থাকে) সুদ ও খরচ সহ আদায় করা হবে। তবে, এই প্রকাশনার পরে ক্লোজ বা রেগুলারাইজ করা লোন গুলোকে তাদের উপযুক্ত পাবলিকেশন চার্জ বহন করতে হবে। অকশনের অতিরিক্ত অর্থ ফেরতের জন্য ঋণগ্রহীতাদের তাদের লেটেস্ট ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের বিবরণ জমা / আপডেট করার অনুরোধ করা হচ্ছে, যদি থাকে।

বিস্তারিত তথ্য ও শর্তাবলীর জন্য আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেডের সংশ্লিষ্ট শাখা অফিসে যোগাযোগ করুন।

তারিখ: 11.09.2025
স্থান: বীরভূম

Sd/
অনুমোদিত স্বাক্ষর
আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেড

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The Executive Engineer (Civil), Borough-X, KMC invites online percentage rate e-tenders in two bid system for the following works :

1. NIT No. : X/097/024/2025-2026
Name of work : **Development of asphaltum road near 2/12, 1/24A Ashok Nagar etc in Ward-097, Br-X**. Estimated Value (Including GST and CESS): **Rs. 4,87,710.45**. Earnest Money: **Rs. 9,800.00**. Time of Completion: **90 Days**.

2. NIT No. : X/099/028/2025-2026/BEUP
Name of work : **Construction / development of a new park providing boundary wall beside 1/119 Sree Colony, EP. No.-171, SP. No.: 100, Dag No.:163(B), Mouza: Raipur, this land comes under RR&R Colony area**. Estimated Value (Including GST and CESS): **Rs. 1,98,291.67**. Earnest Money: **Rs. 4,000.00**. Time of Completion: **90 Days**. Last date and time of submission of bid : **22.09.2025 - 12 noon** (for sl. no. 1 & 2). Date and time of opening of bid : **24.09.2025 - 12 noon** (for sl. no. 1 & 2). The bid forms and other details are available on and from **12.09.2025 (from 5 p.m.)** (for sl. no. 1 & 2). The website **https://etender.nic.in** (for sl. no. 1 & 2).

The Executive Engineer (Civil), Br-XV, KMC invites e-tender online percentage rate two bid systems for the following works :

1. NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XV/133/054/2025-2026/R
Name of work : **Renovation of passage with allied works at Fathepur 2nd Lane and other location near Premises No. N247, N256, J53 etc in Ward No.-133, Br-XV**. Estimated Cost (Including GST and CESS): **Rs. 2,40,475.83**. Earnest Money: **Rs. 4,900.00**. Period of Completion: **90 Days**.

2. NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XV/134/057/2025-2026/R
Name of work : **Renovation of surface drain with allied works at Shahi Asthabol, Meher Manzil, area near Premises No. F26, F32, G334 etc in Ward No.-134, Br-XV**. Estimated Cost (Including GST and CESS): **Rs. 4,15,645.27**. Earnest Money: **Rs. 8,400.00**. Period of Completion: **90 Days**.

3. NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XV/139/052/2025-2026/APAS/138/3
Name of work : **Improvement of C.C. passage with allied works at W-89/2 Kankhuli Road in Ward-139, Br-XV**. Estimated Cost (Including GST and CESS): **Rs. 4,93,496.36**. Earnest Money: **Rs. 10,000.00**. Period of Completion: **90 Days**.

4. NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XV/134/065/2025-2026/APAS/15/01
Name of work : **Improvement of drainage system with allied works at Alif Nagar from Premises No. G-357 to G-359 in Ward No.-134, Br-XV**. Estimated Cost (Including GST and CESS): **Rs. 4,33,311.63**. Earnest Money: **Rs. 8,700.00**. Period of Completion: **45 Days**.

5. NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XV/134/066/2025-2026/APAS/55/01
Name of work : **Renovation surface drain with allied works at Meher Manzil near Premises No. G318, G335/2, G335/1 etc in Ward No.-134, Br-XV**. Estimated Cost (Including GST and CESS): **Rs. 2,92,280.85**. Earnest Money: **Rs. 6,000.00**. Period of Completion: **45 Days**.

6. NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XV/134/070/2025-2026/APAS/55/05
Name of work : **Renovation surface drain with allied works at Meher Manzil near Premises No. G355/1, G335/A in Ward No.-134, Borough-XV**. Estimated Cost (Including GST and CESS): **Rs. 2,82,928.28**. Earnest Money: **Rs. 5,700.00**. Period of Completion: **45 Days**.

7. NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XV/134/067/2025-2026/APAS/55/02
Name of work : **Raising of passage with allied works at Meher Manzil near Premises No. G313, G313/A, G313/B in Ward No.-134, Br-XV**. Estimated Cost (Including GST and CESS): **Rs. 1,52,035.78**. Earnest Money: **Rs. 3,100.00**. Period of Completion: **45 Days**.

8. NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XV/134/069/2025-2026/APAS/55/04
Name of work : **Renovation of passage and drain with allied works at Meher Manzil near Premises No. G313 Shia Burial Ground in Ward No.-134, Br-XV**. Estimated Cost (Including GST and CESS): **Rs. 1,13,012.24**. Earnest Money: **Rs. 2,300.00**. Period of Completion: **45 Days**.

9. NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XV/134/068/2025-2026/APAS/55/03
Name of work : **Renovation of passage and drain with allied works at Meher Manzil near Premises No. G314/B in Ward No.-134, Br-XV**. Estimated Cost (Including GST and CESS): **Rs. 1,46,469.30**. Earnest Money: **Rs. 3,000.00**. Period of Completion: **45 Days**. Last date and time of submission of bid : **22.09.2025 - 11 a.m.** (for sl. no. 1 to 9). Date of opening of tender: **24.09.2025 - 11 a.m.** (for sl. no. 1 to 9). The bid forms and other details are available on and from **12.09.2025 (5 p.m.)** (for sl. no. 1 to 9). The website **https://etender.wb.nic.in** (for sl. no. 1 to 9).

The Executive Engineer (Civil) / Br-XIV, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works :

1. NIT No. : KMC/XIV/127/038/25-26/R (1st call)
Name of work : **Supplying & spreading of silver sand at different locations of Bye Lane of Sonamukhi Rd., Ho Chi Minh Sarani, Sarsuna Main Rd. & K. D. Rd. etc. in Ward No.-127**. Work Value: **Rs. 2,48,546.36**. Earnest Money: **Rs. 4,500.00**. Period of Completion: **50 Days**.

2. NIT No. : KMC/XIV/130/021/25-26/BS (1st call)
Name of work : **Construction of bustee sanitary latrines at different slum area in the Bye Lanes of R.K. Sarani & Dhalipara etc in Ward No.-130**. Estimated Cost (Including GST & CESS): **Rs. 4,99,497.55**. Earnest Money: **Rs. 10,000.00**. Period of Completion: **30 Days**.

3. NIT No. : KMC/XIV/129/025/25-26/R (1st call)
Name of work : **Dev. of cement concrete passage at the Bye Lane of P.D.P. Road near Pre No. 922, 33 etc in Ward No.-129**. Estimated Cost (Including GST & CESS): **Rs. 4,64,746.66**. Earnest Money: **Rs. 9,500.00**. Period of Completion: **15 Days**.

4. NIT No. : KMC/XIV/129/036/25-26/R (1st call)
Name of work : **Dev. of passage with cement concrete at the Bye Lane of R. K. Sarani near Pre No. 32C, 32C/2, 30/6 etc in Ward No.-129**. Estimated Cost (Including GST & CESS): **Rs. 2,59,420.74**. Earnest Money: **Rs. 5,200.00**. Period of Completion: **15 Days**.

5. NIT No. : KMC/XIV/129/035/25-26/R (1st call)
Name of work : **Dev. of drainage by laying U/G sewer line at the Bye Lane of R. K. Sarani near Pre No. 32C, 32C/2, 30/6 etc in Ward No.-129**. Estimated Cost (Including GST & CESS): **Rs. 4,71,676.86**. Earnest Money: **Rs. 9,500.00**. Period of Completion: **15 Days**. Last date of submission of bid : **20.09.2025 (up to11 a.m.)** (for sl. no. 1 to 5). Tender will be opened on : **22.09.2025 (11 a.m.)** (for sl. no. 1 to 5). The bid forms and other details are available on and from **12.09.2025 (from 5 p.m.)** (for sl. no. 1 to 5). The website **https://etender.wb.nic.in** (for sl. no. 1 to 5).

1045/25-26

চলুন বেড়িয়ে পড়ি

কলকাতা থেকে মিজোরাম সরাসরি ট্রেন চালু সময়ের অপেক্ষা

রেল পরিষেবায় কার্যত বিপ্লব হতে চলেছে উত্তর-পূর্ব ভারতে এমনটা জানা গেল রেল দপ্তর সূত্রে। এই প্রথম রেলপথে যুক্ত হতে চলেছে কলকাতা ও মিজোরাম। খুব শীঘ্রই মিজোরামের সাইরাং পর্যন্ত রেল যোগাযোগ ব্যবস্থা চালু স্রেফ সময়ের অপেক্ষা। সব ঠিক থাকলে স্টেশন পর্যন্ত রেল পরিষেবা চালু হবে। জানা যাচ্ছে, শিগগিরই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি তার উদ্বোধন করবেন। আর তারপরই কলকাতা থেকে সোজা সাইরাং পর্যন্ত এক্সপ্রেস ট্রেন ছুটবে। রেল বোর্ডের ডিরেক্টর সঞ্জয় আর নীলমের দেওয়া বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী,

পুজোর আগেই তিলোত্তমা থেকে এক্সপ্রেস ছুটবে ‘ ভারতের স্কটল্যান্ডে’র পথে। এতে রাজধানী আইজলের সঙ্গে দূরত্ব আরও কমে গেল। সাইরাং থেকে আইজল মাত্র ১০ থেকে ১২ কিলোমিটার দূরে। এই নতুন ট্রেনের হাত ধরে দুর্গাপুজোর ছুটিতে পর্যটন আরও ফুলেফেঁপে উঠবে বলে আশায় বুক বাঁধছে মিজোরামবাসী।

রেল সূত্রে খবর, মিজোরামের ভৈরবী থেকে সাইরাং পর্যন্ত ৫১ কিলোমিটারের বেশি ব্রডগেজ লাইন বসানো হয়েছে। এই প্রকল্প ২০০৮ সালের। ২০১৪ সাল থেকে রেললাইন পাতার কাজ শুরু হয়। সদ্যই তা শেষ হওয়ায় অসম-মিজোরাম সীমানা লাগোয়া সাইরাং ১৩৪৬ কিলোমিটার দূরত্ব এবার এক ট্রেনেই পৌঁছে যাওয়া যাবে। সময় লাগবে ৩১ ঘণ্টার একটু বেশি। কলকাতা স্টেশন থেকে রওনা হয়ে ট্রেনটি মালদহ টাউনে দাঁড়াবে। তারপর সোজা সাইরাং স্টেশন।

একমাত্র এক্সপ্রেস ট্রেনের সময়সূচিও জানানো হয়েছে রেলের তরফে। সপ্তাহে তিনদিন - মঙ্গল, বুধ ও শনিবার কলকাতা স্টেশন থেকে সাইরাংয়ের উদ্দেশে রওনা দেবে ট্রেন। আর সাইরাং থেকে কলকাতামুখী ট্রেন ছাড়বে সোম, বৃহস্পতি ও শুক্রবার। কলকাতা থেকে ট্রেন ছাড়ার সময় দুপুর ১২.২৫। সাইরাং থেকে দুপুর আড়াইটেয় কলকাতার দিকে রওনা হবে ট্রেন। মাঝে বাংলা, বিহার ও অসমের বেশ কয়েকটি স্টেশনে সামান্য সময়ের জন্য স্টপেজ দেওয়া হবে। খুব দ্রুতই এই পরিষেবা চালু হতে চলেছে। কেন্দ্রের লক্ষ্য, উত্তরপূর্বের প্রতিটি রাজ্যের রাজধানী শহরের সঙ্গে সরাসরি রেলপথে দিল্লিকে যুক্ত করা। মিজোরামের সাইরাংয়ে ট্রেন চালু হলে সেই কাজই একধাপ এগিয়ে যাবে। পর্যটকদের নতুন ঠিকানা হতে চলেছে ভারত-চিন সীমান্তের ঐতিহাসিক ‘ চো-লা ও ডোকলাম। দুর্গাপুজো শুরুর ঠিক একদিন আগে ২৭ সেপ্টেম্বর কেবল ভারতীয় পর্যটকদের জন্য খুলে যাচ্ছে ঐতিহাসিক ঘটনার সাক্ষী ওই দুই রণক্ষেত্র। সোমবার সিকিম সরকারের পর্যটন ও বেসামরিক বিমান চলাচল বিভাগের তরফে এই কথা জানানো হয়েছে। সেক্ষেত্রে কিছু নিয়ম-নীতি, বিধিনিষেধও রাখা হচ্ছে। প্রাথমিকভাবে প্রতিদিন পর্যটকদের ২৫টি গাড়ি চলাচলের অনুমতি দেওয়া হবে। কয়েক দিনের মধ্যে পারমিট দেওয়া শুরু হবে।

সিকিম সরকারের পর্যটন ও বেসামরিক বিমান চলাচল বিভাগের অতিরিক্ত মুখ্যসচিব সি সুভাকর রাও জানান, ২৭ সেপ্টেম্বর থেকে চো-লা ও ডোকলামে ভ্রমণের অনুমতি দেওয়া হবে। এটি চালু করার আগে স্টেক হোল্ডারদের সঙ্গে বৈঠক হবে। ওই দুটি এলাকা কেবল ভারতীয় পর্যটকদের ভ্রমণের জন্য খোলা থাকবে। ছাঙ্গুর বাইরে বিদেশিদের প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হবে না। চোলা ও ডোকলাম পূর্ব সিকিমের অধীন। গ্যাংটক থেকে ডোকলামের দূরত্ব প্রায় ৬৮ কিলোমিটার। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে উচ্চতা ১৩ হাজার ৮৮০ ফুট। ২০১৭ সালে ডোকলামে ভুটানের অংশে চিনা সেনারা রাস্তা নির্মাণের চেষ্টা করলে ভারত রুখে দেয়। দু’মাস ধরে চলে সামরিক উত্তেজনা। অবশেষে চিন নির্মাণকাজ বন্ধ করতে বাধ্য হয়। সেই ঘটনার আটবছর পর ভারতীয় সেনার সঙ্গে সংঘর্ষ হয় চিনা সেনাবাহিনীর। তুষারপাতের জন্য নাথু-লা ইতিমধ্যে সিকিমের অন্যতম জনপ্রিয় পর্যটনকেন্দ্র হয়ে উঠেছে। এ বার চো-লা ঘুরে দেখার সুযোগ পাচ্ছেন পর্যটকরা। উচ্চতা, তুষারপাত, হিমশীতল আবহাওয়া অক্সিজেনের ঘাটতির

পর্যটনের নতুন দিগন্ত খুলছে ডোকলামে।অন্যদিকে চো-লা হিমালয়ের চোল পর্বতমালার একটি গিরিপথ। এটি ভারতের সিকিম রাজ্যকে চিনের তিব্বতের সঙ্গে জুড়েছে। এটি নাথু-লা থেকে প্রায় আট কিলোমিটার দূরে উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে উচ্চতা প্রায় ১৩ হাজার ফুট। চো-লা পাসটি সিকিম রাজপরিবার নিয়মিত ব্যবহার করত। তাদের চুম্বিতে গ্রীষ্মকালীন প্রাসাদ ছিল। চো-লা ও তুমলং হয়ে চুম্বিতে যাতায়াত করতে হত। এই গিরিপথটি সিকিম এবং তিব্বতের মধ্যে প্রধান বাণিজ্যপথ ছিল। নাথু-লা এবং চো-লায় ১৯৬৭ সালের সেপ্টেম্বর থেকে অক্টোবর পর্যন্ত কথা মাথায় রেখে সিকিম সরকার ওই দুটি এলাকা ভ্রমণের জন্য কিছু নিয়ম ঠিক করেছে। নিরাপত্তার কথা ভেবে প্রাথমিকভাবে প্রতিদিন ২৫টি যানবাহন চলাচলের অনুমতি দেওয়া হবে। পর্যটকদের ১৭ মাইল, কুপুপ ও গ্নাথং-এ আবহাওয়া মানিয়ে নিতে থাকতে হবে। সেখানে পরিকাঠামো উন্নত করা হয়েছে। ডোকলামে ইতিমধ্যে পরিকাঠামো তৈরি হলেও চো-লায় ৫ কিলোমিটার এলাকা পাঙ্গোলাখা বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্যের মধ্যে রয়েছে। এখানেও নিরাপত্তা ব্যবস্থা ঢেলে সাজানোর কাজ শেষের পথে। এখানে বাইকে ভ্রমণের অনুমতি দেওয়া হবে। তবে সেটা শর্তসাপেক্ষে।

উৎসবের মরশুমে সুখবর, ৭ জ্যোতির্লিঙ্গ দেখাতে বিশেষ যাত্রা শুরু রেলের

৭ জ্যোতির্লিঙ্গ দেখাতে বিশেষ যাত্রা শুরু রেলের। উৎসবের মরশুমে ভক্তদের কথা মাথায় রেখে এক বিশেষ রেলযাত্রার উদ্যোগ নিল ভারতীয় রেল। নভেম্বর মাসে ভারতের সাতটি বিখ্যাত জ্যোতির্লিঙ্গ সফর করাতে উদ্যোগ নিয়েছে রেল। ১২ দিনের এই সফরে ওঙ্কারেশ্বর থেকে সোমনাথ পর্যন্ত এই সফরে শিবের সাতটি জ্যোতির্লিঙ্গ দেখানো হবে ভক্ত ও পর্যটকদের। ভারতীয় রেলের সহযোগী শাখা সংস্থা আইআরসিটিসি এই উদ্যোগ নিয়েছে। শ্রী গৌরব টুরিস্ট ট্রেন ফর দর্শন’ নামের এই সফরে দেখানো হবে ওঙ্কারেশ্বর, মহাকালেশ্বর, নাগেশ্বর, সোমনাথ, ত্র্যম্বকেশ্বর, ভীমাশংকর এবং ঘৃষ্ণেশ্বর। এছাড়াও শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকাধীশ এবং বেট দ্বারকা-ও দেখানো হবে এই যাত্রায়। ১১ রাত ও ১২ দিনের এই সফর নভেম্বরের ১৮ তারিখ শুরু হয়ে শেষ হবে ২৯ তারিখে। যাত্রা শুরু হবে যোগনগরী হৃষীকেশ থেকে। মোট ৭৬৭ জন পুণ্যার্থীকে জায়গা দেওয়া যাবে এই সফরে। এসি টু টায়ার, এসি থ্রি টায়ার এবং সাধারণ স্লিপার ক্লাসে করা যাবে সফর। ২৪ হাজার থেকে ৫৪ হাজার টাকা মাথাপিছু খরচে দেখা যাবে সাত জ্যোতির্লিঙ্গ। এই অর্থের মধ্যেই খাওয়ার খরচও ধরা রয়েছে, তবে তা শুধুই নিরামিষ। রয়েছে রাতে থাকার হোটেলের খরচ। রয়েছে সফরের জন্য বিমাও। আইআরসিটিসি-র ম্যানেজাররা গোটা সফরের তত্ত্বাবধানে সঙ্গে থাকবেন যাত্রীদের।

এর আগেও এমন উদ্যোগ নিয়েছে আইআরসিটিসি। রাম তীর্থক্ষেত্রে পর্যটক টানতে বিশেষ ট্রেন চালু করা হয়েছে রেলের তরফে। ১৬ রাত ১৭ দিনের এই সফরে ভগবান রামের সঙ্গে সম্পর্কিত ৩০টি জায়গায় ঘোরাবে বিশেষ এই ট্রেন। ইতিমধ্যেই এই ট্রেন যাত্রা শুরু করেছে। দিল্লির সফদরজং স্টেশন থেকে শুরু করে রামেশ্বরম পর্যন্ত যাবে ট্রেনটি।

বাংলার সেরা প্রাচীন মন্দির যা মহাকাব্যিক পৌরাণিক ঘটনার সঙ্গে যুক্ত

সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এবং পৌরাণিক গল্পের জন্য বিখ্যাত পশ্চিমবঙ্গ। এই রাজ্যে অবস্থিত প্রাচীন মন্দিরগুলো শুধুমাত্র স্থাপত্যের বিস্ময়ই নয়, বরং মহাকাব্যিক পৌরাণিক ঘটনার সাথে গভীরভাবে জড়িত। রামায়ণ, মহাভারত এবং পুরাণের গল্পে এই মন্দিরগুলোর উল্লেখ রয়েছে।

অশান্ত নেপালে জেল ভেঙে পালাল প্রায় সাতশো কয়েদি! সেনার গুলিতে মৃত্যু ৫ জনের

১০ নেপাল এখনও অশান্ত। অবাধে চলছে লুটতরাজ। ব্যাঙ্ক ডাকাতির খবর যেমন মিলছে, তেমনই জেল

থেকে পালাচ্ছে কয়েদিরা। নিশানা করা হচ্ছে শিল্পপতি ও নেতাদের বাড়িকে। জানা গিয়েছে, নাবালকদের সংশোধনাগার থেকে পালানোর চেষ্টা করায় সেনার গুলিতে অন্তত ৫ জনের মৃত্যু হয়েছে। আহত সাতা।নৌবস্তা জেলের প্রধান জলন্ধর মুসাল জানিয়েছেন, কিশোর কয়েদিরা গেট ভেঙে পালানোর চেষ্টা করতেই গুলি চালানো হয়। জেল থেকে ৫৮৫ জন এবং সংশোধনাগার থেকে ৭৬ জন কয়েদির পালানোর কথা জানা গিয়েছে। যা পরিস্থিতি তাতে স্পষ্ট, মঙ্গলবারের থেকে বুধবারও পরিস্থিতি একই রকম খারাপ। জেন জেড বিক্ষোভে সরকার পতন তো বটেই, হিংসায় এখনও পুড়ছে এভারেস্টের দেশ। গুরুতর এই পরিস্থিতিতে নেপালের পরিস্থিতি সামাল দিতে মাঠে নেমেছে সেনা। বিকেল ৫টা থেকে দেশজুড়ে কারফিউ জারি করা হয়েছে। প্রসঙ্গত, গত ৪ সেপ্টেম্বর নেপালে নিষিদ্ধ হয় ফেসবুক, ইউটিউব, এক্স-সহ প্রায় সব ধরনের সোশাল মিডিয়া। সংস্থাগুলির বিরুদ্ধে অভিযোগ, তারা নেপাল প্রশাসনের সঙ্গে সরকারি ভাবে নথিবদ্ধ হয়নি। সাতদিনের ডেডলাইন দিলেও তা মেনে চলেনি ২৬টি সোশাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মের একটিও। তাই এই কড়া সিদ্ধান্ত নেয় কাঠমান্ডু সরকার। এমন সিদ্ধান্তেই বেজয় ক্ষেপেছে নেপালের ‘জেন জি’।সোমবার হাজার হাজার প্রতিবাদী কাঠমান্ডুর রাস্তায় নেমে প্রতিবাদ দেখান। রাতের মধ্যে তা হিংসাত্মক চেহারা নেয়। এরপর মঙ্গলবার আংদোলনের ঝাঁজ আরও বাড়ে। এই পরিস্থিতিতে জনরোষের মুখে পড়ে ইস্তফা দিতে বাধ্য হন ওলি।

ইজরায়েলকে একা ফেলে কাতার হামলার দায় এড়ালেন ট্রাম্প

মার্কিন প্রেসিডেংট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে না জানিয়ে এক পা ন।ানে না ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু। সেই নেতানিয়াহু কিনা ট্রাম্পকে অন্ধকারে রেখে হামলা চালালেন কাতারে! দোহাতে ইজরায়েল এয়ার স্ট্রাইকের দায় পুরোপুরি নেতানিয়াহুর ঘাড়ে চাপিয়ে ট্রাম্প জানালেন, তিনি কিছু জানেন না। নেতানিয়াহুর নির্দেশেই এই হামলা চলেছে। হামাসকে নিশ্চিহ্ন উঠেপড়ে নেমেছে ইজরায়েল। গাজাযুদ্ধ শুরু পর গোপন অভিযানে একের পর এক শীর্ষ হামাস নেতাকে খতম করা হয়েছে। প্রাণে বাঁচতে ইরান ও কাতারে আশ্রয় নিয়েছে বহু হামাস নেতা। হামাসের মৃত্যু দূত হয়ে পূর্বে ইরানে হামলা চালিয়েছিল ইজরায়েল। এবার অভিযান চলল আমেরিকার পরম মিত্র কাতারেও। রবিবার দোহার একাধিক স্থানে গোলাবর্ষণ করা হয়। এই অভিযানে হতাহতের তথ্য এখনও সামনে আসেনি। ইজরায়েলের সেনার তরফে জানানো হয়েছে, ‘ উচ্চপদস্থ নেতাদের খতম করতে আইডিএফ এবং ইজরায়েল সিকিউরিটি এজেন্সি (আইএসএ) দোহায় অভিযান চালিয়েছে। বছরের পর বছর ধরে, হামাসের এই সদস্যরা সন্ত্রাসী সংগঠনটির কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর ইজরায়েলে নৃশংস গণহত্যার জন্য তারা সরাসরি দায়ী। পাশাপাশি, ইজরায়েলর বিরুদ্ধে তারা যুদ্ধ জারি রেখেছে।’ এদিকে হামলার তীব্র বিরোধিতা করেছে কাতার। জানানো হয়েছে, ‘ এই হামলা কাপুরুষতার পরিচয়। তারা আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘন করেছে।’ এই পরিস্থিতি প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে তবে কী হামলার পিছনে মার্কিন মদত রয়েছে? বিতর্ক চরম আকার নিতেই ট্রাম্প জানালেন, ‘ সার্বভৌম দেশ ও আমেরিকার বন্ধু।

Name Change
I, Taufic Hossain (Old Name) S/O–Md Sarwar Hossain resident of Vill- Radhikanagar , Po-Cossimbazar Raj , Ps-Berhampore , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742102 do hereby declared that I have changed my name from Taufic Hossain to Taufik Hossain and henceforth I shall be known as Taufik Hossain (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 10/09/2025. My name Taufik Hossain & Taufic Hossain both are same and one identical person.

Name Change
I, Lyli Akhtar (Old Name) W/O– Imran Khan resident of Vill-Nutan Bazar Kanchantala, Po- Dhuliyan, Ps-Samsherganj, Dist-Jangipur , West Bengal, Pin- 742202 do hereby declared that I have changed my name from Lyli Akhtar to Laili Khatun and henceforth I shall be known as Laili Khatun (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 10/09/2025. My name Laili Khatun & Lyli Akhtar both are same and one identical person.

Name Change
I, Joydeb Ray & Jaydeb Ray (Old Name) S/O– Dasarathi Roy resident of Vill- Tungi, Po- Majdia , Ps-Krishnaganj , Dist-Nadia , West Bengal, Pin- 741507 do hereby declared that I have changed my name from Joydeb Ray & Jaydeb Ray to Joydeb Roy and henceforth I shall be known as Joydeb Roy (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 10/09/2025. My name Joydeb Roy (new name) & (old name) Joydeb Ray & Jaydeb Ray both are same and one identical person.

Name Change
I, Abdus Selim (Old Name) S/O– Ehasan Uddin resident of 78/41 Exhibition Bagan Road Gorabazar, Po & Ps-Berhampore, Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742101 do hereby declared that I have changed my name from Abdus Selim to Md Abdus Selim and henceforth I shall be known as Md Abdus Selim (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 10/09/2025. My name Md Abdus Selim & Abdus Selim both are same and one identical person.

Name Change
I, Minati Ray (Old Name) W/O– Joydeb Roy resident of Vill- Tungi, Po-Majdia , Ps-Krishnaganj , Dist-Nadia , West Bengal, Pin- 741507 do hereby declared that I have changed my name from Minati Ray to Minoti Roy and henceforth I shall be known as Minoti Roy (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 10/09/2025. My name Minoti Roy & Minati Ray both are same and one identical person.

Name Change
I, Mina Bibi (Old Name) W/O–Abdul Gaffar Mondal resident of Vill-Sheoratala , Po-Debagram , Ps-Kaliganj , Dist-Nadia , West Bengal, Pin- 741137 do hereby declared that I have changed my name from Mina Bibi to Mina Mondal and henceforth I shall be known as Mina Mondal (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 10/09/2025. My name Mina Mondal & Mina Bibi both are same and one identical person.

Name Change
I, Ambia Bibi (Old Name) W/O- Sadek Ali Sk residing at of Vill- Gopinathpur, Po-Gopinathpur Madhyapara , Ps- Islampur , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742304 do hereby declared that I have changed my name from Ambia Bibi to Ambiya Bibi and henceforth I shall be known as Ambiya Bibi (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 04/09/2025. My name Ambiya Bibi & Ambia Bibi both are same and one identical person.

Name Change
I, Sadek Sk (Old Name) S/O- Samsuddin Sk residing at of Vill- Gopinathpur, Po-Gopinathpur Madhyapara , Ps- Islampur , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742304 do hereby declared that I have changed my name from Sadek Sk to Sadek Ali Sekh and henceforth I shall be known as Sadek Ali Sekh (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 04/09/2025. My name Sadek Ali Sekh & Sadek Sk both are same and one identical person.

Name Change
I, Abul Hasan Mondal (Old Name) S/O–Icharuddin Mondal resident of Vill-Sahebpara , Po-Mominpur , Ps-Domkal , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742303 do hereby declared that I have changed my name from Abul Hasan Mondal to Hasen Mondal and henceforth I shall be known as Hasen Mondal (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 10/09/2025. My name Hasen Mondal & Abul Hasan Mondal both are same and one identical person.

Name Change
I, Tajibar Rahaman (Old Name) S/O–Hararaj Mondal resident of Vill- Ghoshpara , Po-Muradpur Arji , Ps- Jalangi, Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742305 do hereby declared that I have changed my name from Tajibar Rahaman to Tajibar Rahaman Mandal and henceforth I shall be known as Tajibar Rahaman Mandal (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 10/09/2025. My name Tajibar Rahaman Mandal & Tajibar Rahaman both are same and one identical person.

Name Change
I, Kadbhanu Mandal (Old Name) W/O–Altab Mondal resident of Vill-Sheoratala , Po-Debagram , Ps-Kaliganj , Dist-Nadia , West Bengal, Pin- 741137 do hereby declared that I have changed my name from Kadbhanu Mandal to Kadbhanu Mondal and henceforth I shall be known as Kadbhanu Mondal (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 10/09/2025. My name Kadbhanu Mondal & Kadbhanu Mandal both are same and one identical person.

Name Change
I, Tajibar Rahaman Mandal , my father's (Old Name) Horoj mondal resident of Vill- Ghoshpara , Po-Muradpur Arji , Ps-Jalangi, Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742305 do hereby declared that I have changed my father's name from Horoj mondal to Hararaj Mondal and henceforth my father's name shall be known as Hararaj Mondal (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 10/09/2025. My father's name Hararaj Mondal & Horoj mondal both are same and one identical person.

Name Change
I, Suraj Saikh (Old Name) S/O– Israil Sk resident of Vill- Maulavipara , Po- Aurangabad, Ps-Suti , Dist-Jangipur , West Bengal, Pin-742201 do hereby declared that I have changed my name from Suraj Saikh to Suraj Sk and henceforth I shall be known as Suraj Sk (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 10/09/2025. My name Suraj Sk & Suraj Saikh both are same and one identical person.

Name Change
I, Altab Mandal (Old Name) S/O– Chhattar Mondal resident of Vill-Sheoratala , Po-Debagram , Ps-Kaliganj , Dist-Nadia , West Bengal, Pin- 741137 do hereby declared that I have changed my name from Altab Mandal to Altab Mondal and henceforth I shall be known as Altab Mondal (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 10/09/2025. My name Altab Mondal & Altab Mandal both are same and one identical person.

Name Change
I Ruma Nandi(old name) W/O- Narayan Nandi, Residing at Charichara Bazar Road, Ward No-18 Nabadwip Municipality, P.O.& P.S- Nabadwip, Dist- Nadia,W.B,Pin-741302, have changed my name and shall henceforth be known as Ruma Nandi Das(new name)as declared In the court of the judicial Magistrate (1st Class) At Nabadwip , Dist-Nadia,W.B, vide Affidavit NO-3863, Date-09/09/2025, Ruma Nandi (old name) and Ruma Nandi Das (new name) both are same and identical Person

Name Change
I, PAPY MONDAL D/O BHADRAKANTA MONDAL MY NAME HAS BEEN RECOARDED IN MY BIRTH CERTIFICATE AS PAPY MONDAL/SHRUTI MONDAL. AFFIDAVIT BY EXECUTIVE MAGISTRATE KRISHNAGAR COURT ON 10-9-25 PAPY MONDAL AND PAPY MONDAL / SHRUTI MON DAL IS SAME PERSON MY ACTUAL NAME IS PAPY MONDAL R/O SANTI NAGAR POTPS DHUBULIA DIST NADIA

Name Change
I, SIRAJUL MALLICK (OLDNAME) S/O NASKAR MALLICK R/O POLTA PURBA PARA P.O - BELPUKUR P.S - DHUBULIA DIST - NADIA AFFIDAVIT BY EXECUTIVE MAGISTRATE KRISHNAGAR COURT ON 12-6 25 'I SIRAJUL MALLICK (OLDNAME) AND SIRAJ MALLICK (NEW NAME) BOTH ARE SAME PERSON- MY ACTUAL NAME IS SIRAJ MALLICK

Name Change
I , MD CHABIL MOLLA(OLD NAME) S/O LATE FAKIR ALI MOLLA , RESIDING AT , GHUNI ROAD, GHUNI,P.S. - ECO PARH,N. 24 PGS.- 700157 ,WEST BENGAL, INDIA, HAVE CHANGED MY NAME AND SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS CHABIL MOLLA (NEW NAME),AS DECLARED BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT BASIRHAT , DATED 27/08/2025 CHABIL MOLLA (NEW NAME) AND MD CHABIL MOLLA (OLD NAME) BOTH ARE SAME AND IDENTICAL PERSON

Name Change
I, HIM PADA RUDHRA(OLD NAME) S/O LATE SUNIL RUDRA , RESIDING AT VILL & P. O. - DANDIRHAT, P. S. - BASIRHAT N. 24 PGS.- 743412 ,WEST BENGAL, INDIA, HAVE CHANGED MY NAME AND SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS HIMPADA RUDRA (NEW NAME),AS DECLARED BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT BASIRHAT , DATED 27/08/2025 HIMPADA RUDRA (NEW NAME) AND HIM PADA RUDHRA (OLD NAME) BOTH ARE SAME AND IDENTICAL PERSON

Name Change
I, SABITA RUDHRA (OLD NAME) D/O LATE MADAR MAJUMDAR , RESIDING AT VILL & P. O. - DANDIRHAT, P. S. - BASIRHAT N. 24 PGS.- 743412 ,WEST BENGAL, INDIA, HAVE CHANGED MY NAME AND SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SABITA RUDRA (NEW NAME),AS DECLARED BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT BASIRHAT , DATED 27/08/2025 SABITA RUDRA (NEW NAME) AND SABITA RUDHRA (OLD NAME) BOTH ARE SAME AND IDENTICAL PERSON

Name Change
I, SUDARSAN PRAMANI (OLD NAME) S/O LATE BALAI PRAMANIK , RESIDING AT ,NO - 120 ,BABALPUR DAKSHIN PARA , P. S. - NANDAKUMAR, PURBO MEDINIPUR - 721647 ,WEST BENGAL, INDIA, HAVE CHANGED MY NAME AND SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SUDARSHAN PRAMANIK (NEW NAME),AS DECLARED BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA , DATED 10/09/2025 SUDARSHAN PRAMANIK (NEW NAME) AND SUDARSAN PRAMANI (OLD NAME) BOTH ARE SAME AND IDENTICAL PERSON

Name Change
I ,MANJARI PRAMANI (OLD NAME) W/O SUDARSHAN PRAMANIK , RESIDING AT ,NO - 120 ,BABALPUR DAKSHIN PARA , P. S. - NANDAKUMAR, PURBO MEDINIPUR - 721647 ,WEST BENGAL, INDIA, HAVE CHANGED MY NAME AND SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MANJARI PRAMANIK (NEW NAME),AS DECLARED BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ,DATE 10/09/2025 MANJARI PRAMANIK (NEW NAME) AND MANJARI PRAMANI (OLD NAME) BOTH ARE SAME AND IDENTICAL PERSON

Name Change
I, Mir Shafik Ali, S/o Ali Ahammed residing at Bajitpur Kathpukur Para, Bhasila, 24 Pgs(N), WB- 743423 declare that in my Aadhar Card, PAN Card, Madhyamik Amdmit Card my father's Name has been wrongly recorded as MIR ALI AHAMED instead of his original and correct name i.e., ALI AHAMMED as mentioned in his Aadhar Card. That MIR ALI AHAMED and ALI AHAMMED both are same and one identical person i.e., my father vide affidavit No. 21023 date 08.09.2025 before Ld. 1st Class Judicial Magistrate at Kolkata

Name Change
I, ALI AKBAR S/O LATE SK MOINUDDIN, RESIDING AT VILL & PO-MALLICKPUR,PS-BARUIPUR,, DIST-24 PARGANAS (SOUTH),PIN-700145,WEST BENGAL,INDIA.IN MY MADHYAMIK CERTIFICATE MY FATHER'S NAME WRONGLY ENTERED SK MOIUDDIN INSTEAD OF SK MOINUDDIN. AS DECLARED BEFORE THE 1ST CLASS JUDICIAL MAGISTRATE AT BARUIPUR DATED 04/08/2025.SK MOIUDDIN AND SK MOINUDDIN BOTH ARE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I, Year Mohammad (ইয়ার মহাম্মাদ) (Old name) S/o- Ummar Ali, Resident at, Vill-Raninagar, Po-Radharghat, Ps-Berhampore, Dist-Murshidababad, 742187 West Bengal, I have changed my name Ehia Sk (New name) I shall be known as Ehia Sk vide affidavit before the Executive Magistrate S.D.E.M (S) Berehampore on 02/09/2025 Year Mohammad and Ehia Sk same and one identical person.

NAME CORRECTION NOTICE
I, Dipak Biswas (Old Name) S/o Narendra Krishna Biswas Residing at 2/D Sonali Park, Garia, District - South 24 Parganas, Pin - 700084 West Bengal India Have Changed my name and shall henceforth be known as Dipak Kumar Biswas (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Date 09-09-2025. Dipak Biswas (Old Name) and Dipak Kumar Biswas (New Name) both as same and one identical person.

Name Change
I, Mahajabeen Rahman alias Mahajabee Rahman (Old Name) W/o Zeyaur Rahman Residing at Survey View Park, Bandel, District - Hooghly, Pin - 712123 West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be known as Mahjabeen Bano (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 08-09-2025. Mahajabeen Rahman, Mahajabee Rahman (Old Name) and Mahjabeen Bano (New Name) both are same and one identical person.

Name Change
I, Bahnishikha Mondal (Old Name) W/o Samir Mondal Residing at Srijoni Housing Society, Nazrul Islam Sarani, P.o - Ganganagar, District - North 24 Parganas, Pin - 700132, West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be known as Bahni Shikha Biswas Mondal (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 08-09-2025. Bahnishikha Mondal (Old Name) and Bahni Shikha Biswas Mondal (New Name) both are same and one identical person.

Name Change
I, Sridhar Chakraborty (Old Name) S/o Late Balai Chandra Chakraborty Residing at 21, R.K Street, Vtc - Uttarpara Kotrung (M), P.o - Uttarpara, District- Hooghly, Pin - 712258, West Bengal India have Changed my name and shall henceforth be known as Sridhar Prosad Chakraborty (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 18/2025 Dated 09-09-2025. Sridhar Chakraborty (Old Name) and Sridhar Prosad Chakraborty (New Name) both are same and one identical person.

Name Change
I, Smita Gupta alias Smita Gupta Choudhary (Old Name) W/o Sudhish Choudhary Residing at Mohalla Babutola Banka, D.M. Kothi Road, Near Azad Chowk, P.O. & P.S. - Banka, District - Banka, Pin - 813102, Bihar, India,have changed my name and shall henceforth be known as Smita Choudhary (New Name) as declared before the Ld. Judicial Magistrate (1st Class) at Alipore vide affidavit no 57920 Dated 29-08-2025. Smita Gupta, Smita Gupta Choudhary (Old Name) and Smita Choudhary (New Name) both are same and one identical person.

Name Change
I, AYESHA LASKAR(old Name) W/o Asabul Laskar aged 39 years residing at Village-Kolorah Madhya Laskar Para and Nath Para, P.O.-Kolorah, P.S.-Domjur, Dist.-Howrah, Pin-711411 West Bengal, India have changed my name (Shall henceforth be known as) AYESHA BEGUM LASKAR(New Name) vide an affidavit sworn before the Ld. Executive Magistrate 1st Class at Howrah on dated 09/09/2025. AYESHA LASKAR and AYESHA BEGUM LASKAR both are same and one identical person.

Name Change
I, RAKIBA BEGUM(old Name) W/o Naim Mondal aged 30 years residing at Mullick Para, PS-Domjur, District-Howrah, Pin-711405 West Bengal, India have changed my name (Shall henceforth be known as) RAKIBA SULTANA BEGUM(New Name) vide an affidavit sworn before the Ld. Judicial Magistrate 1st Class at Alipore on dated 09/09/2025. RAKIBA BEGUM and RAKIBA SULTANA BEGUM both are same and one identical person.

Name Change
I, Bithi Ghosh (Old Name) W/o Manabendra Ghosh Residing at 23, Jagadish Sarani Math Para, Barrackpore (M), Nona Chandanpukur, District - North 24 Parganas, Pin - 700122 West Bengal India Have Changed my name and shall henceforth be known as Bithika Ghosh (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Date 10-09-2025. Bithi Ghosh (Old Name) and Bithika Ghosh (New Name) both as same and one identical person.

Name Change
I, Manabandra Ghosh (Old Name) S/o Madhusudan Ghosh Residing at 23, Jagadish Sarani Math Para, Barrackpore (M), Nona Chandanpukur, District - North 24 Parganas, Pin - 700122 West Bengal India Have Changed my name and shall henceforth be known as Manabendra Ghosh (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Date 10-09-2025. Manabandra Ghosh (Old Name) and Manabendra Ghosh (New Name) both as same and one identical person.

Name Change
I, Dipak Biswas (Old Name) S/o Narendra Krishna Biswas Residing at 2/D Sonali Park, Garia, District - South 24 Parganas, Pin - 700084 West Bengal India Have Changed my name and shall henceforth be known as Dipak Kumar Biswas (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Date 09-09-2025. Dipak Biswas (Old Name) and Dipak Kumar Biswas (New Name) both as same and one identical person.

Name Change
I, Syeda Saminur Begam daughter of Samad Ali Sardar, residing at Vill & P.O – Nazra, P.S – Usthi, Dist: South 24 Parganas, Pin: 743375, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Syeda Chhaminoor Begam as declared before the Notary Public at Kolkata dated 10/09/2025. Syeda Saminur Begam and Syeda Chhaminoor Begam both are same and one identical person.

Name Change
I, Nimai Bag (Old Name) S/o Bijay Krishna Bag Residing at Vill - Uttar Kanaidanga, P.o - Bhagabatipur, P.s - Chanditala, District - Hooghly, Pin - 712701 West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be Known as Nemai Bag (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 10-09-2025. Nimai Bag (Old Name) and Nemai Bag (New Name) both are same and one identical person.

Name Change
I, Tarun kumar Chandra (Old Name) S/o Ajay Chanda Residing at Shivam Apartments, Fl-201, 22, Buxarah Road, P.o - Baksara, P.s - Shibpur, District - Howrah, Pin - 711110, West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be Known as Tarun kumar Chanda (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 10-09-2025. Tarun kumar Chandra (Old Name) and Tarun kumar Chanda (New Name) both are same and one identical person.

Name Change
I, Ajoy Kumar Chandra (Old Name) S/o Satyeshwar Chanda Residing at Vill - Barurbheri, P.o - Gopinathpur, P.s - Bhagabanpur, District - East Medinipur, Pin - 721633, West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be Known as Ajay Chanda (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 10-09-2025. Ajoy Kumar Chandra (Old Name) and Ajay Chanda (New Name) both are same and one identical person.

Name Change
I, Bakka Sekh (Old Name) S/o Late Vulu Sekh Residing at Vill - Meherpur, P.o - Mediahat, P.s - Gopal Nagar, District - North 24 Parganas, Pin - 743262, West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be Known as Abubakka Sekh (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 10-09-2025. Bakka Sekh (Old Name) and Abubakka Sekh (New Name) both are same and one identical person.

Name Change
I, Golam Mohiuddin Jamadar (Old Name) S/o Abdul Manan Jamadar Residing at Vill - Chak Raypur, P.o - Iyarpur, P.s - Usthi, District - South 24 Parganas, Pin - 743513, West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be Known as Golam Mahiuddin Jamadar (New Name) as declared before the Ld. Judicial Magistrate (1st Class) at Diamond Harbour vide affidavit no 8511 Dated 07-08-2025. Golam Mohiuddin Jamadar (Old Name) and Golam Mahiuddin Jamadar (New Name) both are same and one identical person.

Name Change
I, Prabir Kumar Saha, S/O Late Amrit Lal Saha residing at 273/1, Station Road West, Marowari Bagan North, P.O+P.S - New Barrackpur, District - North 24 Parganas, Pin- 700131, West Bengal, India that my deceased father who previously known as Amrit Saha (Old Name) shall henceforth be known as Amrit Lal Saha (New Name) as declared before the Ld. Judicial Magistrate (1st Class) at Barrackpore vide affidavit no 275 dated 26/08/2025. I declare that my deceased father Amrit Saha (Old Name) and Amrit Lal Saha (New Name) is same and one identical person.

পরীক্ষা দিতে যাবার সময় পিকআপ ভ্যানের ধাক্কায় মৃত্যু দুই ছাত্রের

দুরন্ত বার্তা, সামসি, ১০ সেপ্টেম্বর ঃ উচ্চমাধ্যমিকের তৃতীয় সেমিস্টার পরীক্ষা দিতে যাওয়ার সময় দ্রুত গতিতে আসা একটি পিকআপ ভ্যানের ধাক্কায় মৃত্যু হল দুই ছাত্রের। মৃত দুই ছাত্রের নাম তন্ময় প্রামাণিক ও মোহাম্মদ রেহান। দুজনেরই বাড়ি পুখুরিয়া থানার শ্রীপুর বল্লভপুর এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, এরা দুজনেই সামসি এগ্রিল হাই স্কুলের দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্র। বুধবার উচ্চমাধ্যমিকের তৃতীয় সেমিস্টারের ইংরেজি পরীক্ষা ছিল। দুই বন্ধু বাইকে চেপে রতুয়া হাই স্কুলের পরীক্ষাকেন্দ্রে যাচ্ছিল। কিন্তু মতিগঞ্জ পার হয়ে কিছুটা দূরে রতুয়ার দিক থেকে আসা একটি পিকআপ ভ্যান এদেরকে সরাসরি ধাক্কা মারে। ঘটনাস্থলেই রাস্তার উপর পড়ে গিয়ে মৃত্যু হয় তাদের। দুই ছাত্রের অকালমৃত্যুর সংবাদ শুনে সামসী গ্রামীণ হাসপাতালে ছুটে আসেন সামসী এগ্রিল হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক শৈলেশ পান্ডে, তৃণমূল মাধ্যমিক শিক্ষক সংগঠনের জেলা সভাপতি উত্তীয় পান্ডে, উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার সঙ্গে যুক্ত স্বপন সিংহ, পৃথ্বীশ কুন্ডু প্রমুখ। মৃত দুই ছাত্রের দেহ সামসি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে আসা হলে তাদের দেখার জন্য মানুষের ঢল নামে। তন্ময়ের বাবা তপন প্রামাণিক একটা সেলুনের দোকান চালান। রেহান এর বাবা পেশায় কৃষক। দুই ছাত্রের অকাল প্রয়াণে শোকের ছায়া নেমেছে সামসি এগ্রিল হাই স্কুল সহ শ্রীপুর এলাকায়।

ভিলেন বৃষ্টি! দিশেহারা শিল্পীরা, মণ্ডপ রক্ষা করা চ্যালেঞ্জ উদ্যোক্তাদের

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১০ সেপ্টেম্বর ঃ সকাল থেকে তুমুল বৃষ্টি উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে! কি হবে পুজোর সময়? ভেবেই মাথা খারাপ হওয়ার জোগাড় পুজো উদ্যোক্তাদের। এবছর পালপাড়ায় বৃষ্টিই ভিলেন। দুর্গা পুজোর আগে বিপাকে মৃৎশিল্পী ও উদ্যোক্তারা। পুজোর আগে হাতে আর মাত্র কয়েকটা দিন। শহরজুড়ে পুজো প্রস্তুতির ব্যস্ততা চরমে। কিন্তু সেই প্রস্তুতিতে এখন ভিলেন হয়ে দাঁড়িয়েছে বৃষ্টি! জলপাইগুড়ির পালপাড়ায় ইতিমধ্যেই তাই কপালে ভাঁজ পড়েছে মৃৎশিল্পীদের। এবার বর্ষা উত্তরবঙ্গে সময় মতো আসেনি। ফলে কয়েক মাস বৃষ্টি তুলনামূলকভাবে অনেকটাই কম ছিল। কিন্তু সেপ্টেম্বরের শুরু থেকে হঠাৎ হঠাৎ ঝেঁপে বৃষ্টি নামতে শুরু করেছে। আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস, চলতি ও আগামী সপ্তাহেও ভারী বর্ষণের সম্ভাবনা রয়েছে। এই অবস্থায় মূর্তি তৈরির কাজ শেষ করতে গিয়ে হিমশিম খাচ্ছেন কারিগররা। একজন মৃৎশিল্পী জানান, প্রতিমা শুকোতে সময় পাচ্ছেন না। একদিকে রং করার কাজ আটকে যাচ্ছে, অন্যদিকে পুজোর সময় ঘনিয়ে আসছে। এভাবে চললে ডেলিভারি সময়মতো দেওয়া মুশকিল। শুধু শিল্পীরা নন, পুজো উদ্যোক্তারাও এখন চিন্তায়। অনেক জায়গায় মণ্ডপসজ্জা শেষের পথে, আবার কোথাও প্রায় পুরো কাজ শেষ। কিন্তু টানা বৃষ্টিতে বাঁশ-খড়-কাগজের সাজসজ্জা ভিজে যাচ্ছে। ফলে দর্শনার্থীদের জন্য সুরক্ষা দেওয়া এবং মণ্ডপ রক্ষা করা, বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এক উদ্যোক্তা জানিয়েছেন, আমরা প্রায় কাজ শেষ করে ফেলেছিলাম। কিন্তু এই বৃষ্টি থাকলে খরচ বাড়বে, আবার দর্শনার্থীদের ভিড় সামলানোও কঠিন হবে। দুর্গাপুজোর মরশুমে মৃৎশিল্পীদের আয়ের বড় অংশ জুড়ে থাকে প্রতিমা বিক্রি। কিন্তু শেষ মুহূর্তে আবহাওয়ার এই খেলায় তাঁদের আশা ভঙ্গ হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। শহরের মানুষ এখন প্রার্থনা করছেন, আসন্ন উৎসবের দিনে যেন আবহাওয়া কিছুটা সহায় হয়।

'আমার পাড়া, আমার সমাধান' ক্যাম্প ঘিরে ভিড় জামালপুরে

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ১০ সেপ্টেম্বর ঃ বুধবার জামালপুর ব্লকের জাড়গ্রাম অঞ্চল ও আবুজহাটি ২ অঞ্চলে অনুষ্ঠিত হলো 'আমার পাড়া, আমার সমাধান' ক্যাম্প। আটপাড়া সমবায় কোল্ড স্টোরেজ ও দস্তনপুর প্রাথমিক

বিদ্যালয়ে এই ক্যাম্প ঘিরে সকাল থেকেই ভিড় জমে। ক্যাম্প পরিদর্শনে উপস্থিত ছিলেন পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পূর্ণিমা মালিক, সহ-সভাপতি ভূতনাথ মালিক, তৃণমূলের ব্লক সভাপতি তথা পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধক্ষ্য মেহেমুদ খাঁন, ভারপ্রাপ্ত বিডিও রাহুল বিশ্বাস, দুই জয়েন্ট বিডিও রুদ্রেন্দু নন্দী ও অরিন্দম চন্দ, দুই প্রধান নূরজাহান বিবি ও রমজান শা, অঞ্চল সভাপতি আলাউদ্দিন শেখ ও তরুণ কান্তি ঘোষ সহ অন্যান্য জনপ্রতিনিধিরা। এই ক্যাম্পে মানুষ তাঁদের এলাকার অসমাপ্ত কাজ ও উন্নয়নের প্রয়োজনীয় দিকগুলি সরাসরি সরকারী আধিকারিকদের সামনে তুলে ধরেন। সমস্যাগুলি লিপিবদ্ধও করা হয়। এই প্রসঙ্গে মেহেমুদ খাঁন জানান, সাধারণ মানুষ তাঁদের বুথের সমস্যাগুলি সরাসরি জানাচ্ছেন। সেই তথ্যের ভিত্তিতেই আগামীতে উন্নয়নের কাজ করা হবে। এই ধরনের পরিকল্পনা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ছাড়া আর কারও পক্ষে সম্ভব নয়।

সরকারি স্কুলে চালু হল ডিজিটাল বায়োমেট্রিক অ্যাটেনডেন্স ডিভাইস ব্যবস্থা

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১০ সেপ্টেম্বর ঃ নামিদামি স্কুল বা অফিস নয়, এবার মালদার এই সরকারি স্কুলে চালু হল ডিজিটাল বায়োমেট্রিক অ্যাটেনডেন্স ডিভাইস ব্যবস্থা। উত্তরবঙ্গে এই প্রথম কোনও সরকারি স্কুলে বায়োমেট্রিক অ্যাটেনডেন্স ডিভাইস হল, যেখানে ছাত্র-ছাত্রীদের ক্লাসে প্রবেশের আগে স্কুলের উপস্থিতির তথ্য সংগ্রহে থাকবে। শুধু তথ্য সংগ্রহ নয়, এর ফলে ছাত্র-ছাত্রীদের অভিভাবকরা জানতে পারবেন ছেলে মেয়ে সঠিক সময়ে স্কুলে প্রবেশ করছে কিনা এবং সঠিক সময়ে ছুটির পর বাড়ি ফিরছে কিনা। নামিদামি বেসরকারি স্কুল নয়, এই ব্যবস্থাটি চালু

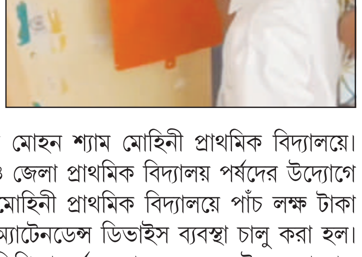

হয়েছে মালদা শহরের ললিত মোহন শ্যাম মোহিনী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। এদিন মালদা জেলা পরিষদ ও জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্ষদের উদ্যোগে শহরের ললিত মোহন শ্যাম মোহিনী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পাঁচ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ডিজিটাল বায়োমেট্রিক অ্যাটেনডেন্স ডিভাইস ব্যবস্থা চালু করা হল। জেলা পরিষদের সভাধিপতি লিপিকা বর্মন ঘোষ বলেন, এই ব্যবস্থা চালু হওয়ার ফলে ছাত্র-ছাত্রীদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত হবে। স্কুলে আসা-যাওয়ার ক্ষেত্রে ছাত্র-ছাত্রীদের উপস্থিতির উপর নজর রাখতে পারবেন অভিভাবকরা। স্কুলের প্রধান শিক্ষক ভাস্কর রায় জানান, ডিজিটাল বায়োমেট্রিক অ্যাটেনডেন্স পরিষেবার ফলে অভিভাবকরা তাদের মোবাইল অ্যাপে মেসেজের মাধ্যমে জানতে পারবেন বাচ্চারা স্কুলে এসেছে কিনা। এর ফলে দুশ্চিন্তার বিষয়টি থেকে মুক্তি পাবেন অভিভাবকরা। উত্তরবঙ্গের এই প্রথম কোন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এমন ব্যবস্থা চালু হওয়ায় প্রশংসায় পঞ্চমুখ মালদা জেলা পরিষদ ও জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্ষদ। তাদের এমন উদ্যোগকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন স্কুল কর্তৃপক্ষ সহ অভিভাবকরা।

শিশু বান্ধব কর্ণার ঘুরে দেখলেন কমিশন উপদেষ্টা

দুরন্ত বার্তা, বোলপুর, ১০ সেপ্টেম্বর ঃ বুধবার সকালে বীরভূমে শান্তিনিকেতন থানায় শিশু বান্ধব কর্নার দেখতে এলেন রাজ্য শিশু সুরক্ষা অধিকার কমিশনের উপদেষ্টা অনন্যা চক্রবর্তী। তিনি শান্তিনিকেতনে এসে মহকুমা পুলিশ আধিকারিক রিকি আগরওয়াল, থানার ওসি সহ অন্যান্য প্রশাসনিক আধিকারিকদের সাথে কথা বলেন এবং শিশুবান্ধব কর্ণারটি ঘুরে দেখে সার্বিক ব্যবস্থাপনায় সন্তোষ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, শিশুবান্ধব কর্ণারটি ঘুরে ভালোই লাগলো। সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, শিশু অধিকার নিয়ে এই রাজ্যে যথেষ্ট সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে। সংবিধান প্রদত্ত শিশু সুরক্ষা সম্পর্কে সামাজিক স্তরে এই সচেতনতা বৃদ্ধির কারণে শিশুদের উপর কোনো সহিংসতা ঘটলে রিপোর্টিং হচ্ছে।

সাইবার প্রতারণার বড়সড় ছক, গ্রেফতার তিন প্রতারক

দুরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ১০ সেপ্টেম্বর ঃ সাইবার প্রতারণার বড়সড় ছক। হাতেনাতে গ্রেফতার তিন প্রতারক। প্রায় ৭ কোটি ১৮ লক্ষ টাকার সাইবার প্রতারণার অভিযোগে হরিহরপাড়া থানার তিন যুবককে গ্রেফতার করল পুলিশ। ধৃতরা হল, রাকেশ মণ্ডল ও সাহাবুল শেখ, এবং আব্দুর রউফ শেখ। নিরীহ মানুষদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট কাজে লাগিয়ে কোটি কোটি টাকার লেনদেন করত ওই প্রতারকের দল। বুধবার সকালে গোপন সূত্রে খবরের ভিত্তিতে হরিহরপাড়া কিষাণ মান্ডি এলাকায় অভিযান চালায় হরিহরপাড়া থানা ও সাইবার থানার যৌথ বাহিনী। সেখানেই তিন যুবককে একসঙ্গে বসে পরিকল্পনা করার সময় হাতেনাতে পাকড়াও করেছে পুলিশ। ধৃত সাহাবুলের বাড়ি ডলটনপুর এলাকায়। আব্দুর শেখের বাড়ি শিবনগর এলাকায়। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, হরিহরপাড়ার পাচগাছি এলাকার শ্রমজীবী যুবক আরিফ শেখের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করে প্রতারণা চালানো হয়। প্রলোভন দেখিয়ে তার অ্যাকাউন্ট কাজে লাগিয়ে জালিয়াতির মাধ্যমে বিপুল অঙ্কের টাকা লেনদেন করা হয়। পরে উত্তরপ্রদেশ পুলিশের তরফে আরিফ শেখকে নোটিশ পাঠানো হলে তিনি হরিহরপাড়া থানার আইসির কাছে সাহায্য চান। এর পরেই শুরু হয় তদন্ত। তদন্তে নেমে পুলিশ তিন যুবকের যোগসূত্র খুঁজে বের করে। ধৃতদের কাছ থেকে ব্যাঙ্কের পাস বই, আধার কার্ড ও একাধিক সিম কার্ড উদ্ধার হয়েছে। তিনজনকেই বহরমপুর সাইবার থানায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে এবং ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। পুলিশ সূত্রে আরও জানা যায়, ডোমকলেও যোগসূত্র রয়েছে এই সাইবার প্রতারণা চক্রের।

কোপাই থেকে বালি নেওয়াকে কেন্দ্র করে পুলিশের সঙ্গে ঝামেলা গ্রামবাসীদের

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ১০ সেপ্টেম্বর ঃ কোপাই থেকে বালি নিয়ে যাওয়াকে কেন্দ্র করে পুলিশের সঙ্গে ঝামেলায় জড়ালেন গ্রামবাসীরা। হল রাস্তা অবরোধও। বুধবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে বোলপুর-কোপাই রাস্তায় মহিষঢালের কাছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, এ দিন সকালে মহিষঢাল সংলগ্ন কোপাই নদীর পাড় থেকে বাড়ির কাজের জন্য বস্তায় করে বালি নিয়ে যাচ্ছিলেন ওই এলাকার দুই যুবক। সেই সময়ে বালি চুরির অপরাধে পুলিশ তাঁদের আটক করে নিয়ে যায় বলে অভিযোগ। এরপরেই গ্রামবাসীরা ক্ষোভে ফেটে পড়েন। তাঁদের অভিযোগ, পুলিশের নাকের ডগায় প্রতি দিন বালি পাচার হয়ে চলেছে সে দিকে পুলিশের হুঁশ নেই, অথচ সামান্য দু'-এক বস্তা বালির জন্য তাঁদের ধরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। কেন তাঁদের এ ভাবে ধরে নিয়ে যাওয়া হল, তার প্রতিবাদে কোপাই-আমোদপুর রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন গ্রামবাসীরা।

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল তপতী দাস স্বামী- চন্দ্রনাথ চাস, ২০২১ সালে ডোমজুড় A.D.S.R. অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত 6499, 6482, 6483 নং দলিল দ্বারা পুষ্পা দাস দিগরের পক্ষে ২০১১ সালে ডোমজুড় A.D.S.R. অফিসে রেজিস্টিকৃত 489 নং আমমোক্তার, এবং ২০১৯ সালে 55 নং আমমোক্তার সমিতাভ ডালুই এবং ২০১৫ সালে 55 নং আমমোক্তার অমিতাভ ডালুই নিকট হইতে মৌজা রাঘবপুর, হাল 1113, 1119 এবং 1143 খতিয়ানে সাবেক ও হাল- 132, 133, 134, 136 নং দাগে ২৬ শতক সম্পত্তি আয় করিয়া নাম পরিবর্তনের আবেদন করেন, উক্ত-বিষয়ে কাহারও কোন আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১ মাসের মধ্যে ডোমজুড়-B.L. & L.R.O. অফিসে যোগাযোগ করুন।

UTTARPARA-KOTRUNG MUNICIPALITY

e-N.I.T. No. : : UKM/PWD/029(e)/2025-26 dt 10-09-2025. 1. Inter Connection between different dia Pipe Lines (100 mm, 150 mm, 200 mm, 250 mm) at Various Wards Under Uttarpara-Kotrung Municipality. **Bid Submission Closing Date – 25/09/2025. For Details: - wbtenders.gov.in**

Sd/- Chairman

Uttarpara-Kotrung Municipality

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল বিপ্লব মণ্ডল, মৃত বিষ্ণুপদ মণ্ডলের পুত্র, হরিশঙ্করপুর মগরাহাট ২, থানা মগরাহাট, পিন- ৭৪৩৩৫৫-এ বসবাস করেন। এ.ডি.এস.আর. মগরাহাটের অফিসে নিবন্ধিত হারানো দলিলটি ১৯৭৪ সালের বই নং ১-এ লিপিবদ্ধ এবং নং ৮১৭৫ হিসেবে ১৯৭৪ সালের জন্য নং ৮১৭৫। এবং মগরাহাট থানায় জি.ডি. এন্ট্রি নং ২৫৩ তারিখে একটি সাধারণ ডায়েরিও দায়ের করেছেন। যে কোনও ব্যক্তির যদি এই বিষয়ে কোনও দাবি, ভাগ, অধিকার, স্বত্ব, স্বার্থ, বা কোনও আপত্তি থাকে তবে এই তারিখ থেকে ৩ দিনের মধ্যে সহায়ক দলিল প্রমাণ সহ নিম্নস্বাক্ষরকারীকে তা অবহিত করতে হবে, যেখানে দাবির পরে যদি কোনও দাবি থাকে তবে তা মওকুফ বলে গণ্য হবে এবং আর কোনও দাবি গ্রহণ করা হবে না।

পল্লবী কর্মকার

অ্যাডভোকেট

ফোন নম্বরঃ ৯০০৭৮২৪৯৫৭

রাজ্য সরকারের 'অম্রুত' প্রকল্পের মধ্য দিয়ে মিটতে চলেছে পানীয় জলের সমস্যা

দুরন্ত বার্তা, পুরুলিয়া, ১০ সেপ্টেম্বর ঃ পুরুলিয়া জেলার রঘুনাথপুর পৌরসভা এলাকায় দীর্ঘদিন ধরেই পানীয় জলের সঙ্কট ছিল একটি গুরুতর সমস্যা। সেই সমস্যার স্থায়ী সমাধানে এবার গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিল রাজ্য সরকার। 'অম্রুত প্রকল্পের আওতায় রঘুনাথপুর পৌর এলাকায় শুরু হয়েছে এক বিশাল জল সরবরাহ প্রকল্পের কাজ। এই প্রকল্পের জন্য রাজ্য সরকার বরাদ্দ করেছে প্রায় ৮৪ কোটি টাকা। রঘুনাথপুর পৌরসভার চেয়ারম্যান তরণী বাউরি জানান, 'দীর্ঘদিন ধরে রঘুনাথপুর পৌরসভা এলাকায় পানীয় জলের অভাব একটি বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তবে রাজ্য সরকারের উদ্যোগে সেই সমস্যা এবার মিটতে চলেছে'। শীঘ্রই এলাকাবাসী এই প্রকল্পের সুফল ভোগ করবেন বলে জানিয়েছেন তিনি। রাজ্য সরকারের 'অম্রুত প্রকল্পের মধ্য দিয়ে রঘুনাথপুর পৌরসভা এলাকায় দীর্ঘদিনের পানীয় জলের স্থায়ী সমস্যা মিটতে চলায় এখন খুশির হাওয়া দেখা দিয়েছে রঘুনাথপুর পৌর এলাকায়। প্রকল্পটির কাজ শুরু হয়েছে রঘুনাথপুর সংলগ্ন করগালি ঘাট থেকে। সেখান থেকেই পরিশ্রুত জল পৌরসভার প্রতিটি ওয়ার্ডের প্রতিটি বাড়িতে পৌঁছে দেওয়া হবে। এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে এলাকাবাসীর দীর্ঘদিনের নিরাপদ ও পরিশ্রুত পানীয় জলের অভাব দূর হবে বলে আশা করা যাচ্ছে। জানা যায়, 'অম্রুত প্রকল্পের মাধ্যমে আধুনিক পরিকাঠামো গড়ে তুলে দীর্ঘস্থায়ী জল সরবরাহ ব্যবস্থা গড়ে তোলাই রাজ্য সরকারের মূল লক্ষ্য। এই প্রকল্প রঘুনাথপুর শহরের সার্বিক উন্নয়নে এক নতুন দিগন্তের সূচনা করবে বলে মনে করছেন রঘুনাথপুর শহরবাসী। বর্তমানে শহর জুড়ে এই প্রকল্প নিয়ে ব্যাপক উচ্ছ্বাস ও খুশির পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। বহু বছর পর পানীয় জলের সমস্যার স্থায়ী সমাধান পেতে চলেছেন রঘুনাথপুরবাসী।

মহিলাদের নিরাপত্তায় আলাদা টিম, অতিরিক্ত ফোর্স নামছে! দুর্গাপুজোকে ঘিরে কোতুলপুরে কড়া নিরাপত্তা

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ১০ সেপ্টেম্বর ঃ আসন্ন দুর্গাপুজোকে কেন্দ্র করে কোতুলপুর ব্লকের ছোট থেকে বড় সমস্ত পুজো কমিটির সঙ্গে বৈঠক করল কোতুলপুর থানার পুলিশ প্রশাসন। কোতুলপুর থানা প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন বিষ্ণুপুরের এসডিপিও সুপ্রকাশ দাস, কোতুলপুর থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক বিন্দেশ্বর গড়াই, কোতুলপুর সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক সহ অন্যান্যরা। বৈঠকে পুজো কমিটিগুলিকে একাধিক নির্দেশ দেওয়া হয়। প্রতিটি মণ্ডপে সিসি ক্যামেরা ও অগ্নি নির্বাপণ ব্যবস্থার ওপর জোর দিতে বলা হয়েছে। পর্যাপ্ত ভলান্টিয়ার, তাদের নাম ও ফোন নম্বর পুলিশকে জানানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সেইসঙ্গে যেসব পুজো কমিটি এখনও কাগজপত্র জমা দেয়নি বা পোর্টালে আপলোড করেনি, তাদের অবিলম্বে প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করতে বলা হয়েছে। এই বিষয়ে এসডিপিও সুপ্রকাশ দাস বলেন, কোতুলপুর ব্লকের পুজো কমিটিগুলিকে আমরা পারমিশন প্রসেস ও জেলা পুলিশের বিশেষ নির্দেশিকা বোঝালাম। নিরাপত্তা নিয়ে কড়া নজরদারি থাকবে। সদর দফতর থেকে অতিরিক্ত ফোর্স আসবে। মহিলাদের নিরাপত্তায় উইনার্স টিম মোতায়েন থাকবে। পাশাপাশি সিভিল ড্রেসে বিশেষ টিম নজরদারি করবে এবং একটি পিসি পার্টি সন্দেহভাজনদের চিহ্নিত করার কাজ করবে। পাশাপাশি পুজোর আগে বেআইনিভাবে কেউ চাঁদা তুললে তাদের বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে। প্রসঙ্গত, কোতুলপুর ব্লকে প্রতিবছরই বড় বড় পুজো হয়। বাঁকুড়ার বিভিন্ন প্রান্ত ছাড়াও অন্য জেলা থেকেও বহু দর্শনার্থী এখানে আসেন। সেই ভিড় সামলাতে এবং শান্তিপূর্ণভাবে দুর্গোৎসব সম্পন্ন করতে নিরাপত্তা নিয়ে বিশেষ জোর দিচ্ছে প্রশাসন। সবমিলিয়ে এবারের দুর্গোৎসবে কোতুলপুর ব্লকে কড়া নিরাপত্তার আশ্বাস দিয়েছে জেলা পুলিশ।

আত্মহত্যা যুবকের, চাঞ্চল্য

দুরন্ত বার্তা, নলহাটি, ১০ সেপ্টেম্বর ঃ গলায় দড়ি দিয়ে এক যুবকের মৃত্যুর ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ালো নলহাটিতে। মৃত ব্যক্তির বয়স আনুমানিক চল্লিশ। বাড়ি নলহাটির রায়পুর। নাম উজ্জ্বল বিত্তার। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, রায়পুর গ্রামে ওই যুবক ঘরজামাই হিসেবে থাকতেন। এলাকা সূত্রে জানা গেছে, ভদ্রপুর থেকে রায়পুর যাওয়ার পথে ব্রাহ্মণী নদীর ধারে একটি গাছের ডালে গলায় ফাঁস লাগায় ওই যুবক। পরিবারের এক আত্মীয় জানান, ওই যুবক নেশা করতেন। তবে মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানা যাবে ময়নাতদন্তের পর, বলে প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে। ঘটনাস্থলে নলহাটি থানার ওসির নেতৃত্বে পুলিশ গিয়ে মৃতদেহ উদ্ধার করে রামপুরহাট মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়। পুলিশ এসে দেখে গাছে একটি গামছা ঝুলছে নিচে মৃতদেহ পড়ে রয়েছে। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, গলায় ফাঁস দিতে মৃত্যুর সময় দেহের ভার ও ঝাঁকুনিতে দড়ি ফসকে পড়ে গিয়ে মাটিতে পড়ে যায় দেহ। ততক্ষণে মৃত্যু ঘটে যায় যুবকের।

OFFICE OF THE PARA PANCHAYAT SAMITY

PARA::PURULIA

NOTICE INVITING e-TENDER

The Notice Inviting e-Tender, vide **NIeT No.-WBPUR/EO/PARA/NIT(e)-12/2025-26** of the Office of the Para Panchayet Samity, P.O-Para, District-Purulia, 03(Three) nos. works/Schemes under APAS Fund in the portal: **www.wbtenders.gov.in**. Document download/sell starting from **09.09.2025 up to 16.09.2025 16.00 PM**. Bid submission starting from **09.09.2025 up to 16.09.2025 at 16:00 PM**. And Opening on **18.09.2025 at 16:05 A.M.** For details please visit website.

Sd/- Executive Officer

Para Panchayat Samity

Khandari Gram Panchayet

Jambedia , Barjora, Bankura

Notice Inviting e-Tender No –01/APAS/2025-26

Pradhan Khandari GP has invited percentage rate e- Tender for total 3 (three) nos work. Last date of documents downloads and bid submission is **18th September, 2025 at 18:55 hrs &** for. For details, please visit website **https://wbtenders.gov.in.**

Sd/-

Pradhan

Khandari Gram Panchayat

হাওড়া পৌর নিগম

৪, মহাত্মা গান্ধী রোড, হাওড়া- ৭১১১০১

ফোন ঃ ০৩৩ ২৬৩৮-৩২১১/ ১২ / ১৩ ফ্যাক্সঃ ০৩৩ ২৬৪১ ০৮৩০

www.hmc.org.in

কাগজ প্রকাশনার জন্য সংক্ষিপ্ত দরপত্র বিজ্ঞপ্তি

এইচএমসির নির্বাহী প্রকৌশলী এইচএমসির বিভিন্ন ওয়ার্ডে ১ (এক) নম্বর কাজের জন্য দরপত্র আহ্বান করেছেন। আগ্রহী দরদাতাদের প্যান কার্ড, ট্রেড লাইসেন্স, হালনাগাদ জিএসটি সার্টিফিকেট এবং রিটার্ন (বর্তমান ত্রৈমাসিক), পিটিসিসি, আইটিসিসি এবং শংসাপত্র সহ দরপত্র জমা দিতে হবে।

বিড জমা দেওয়ার (অনলাইনে) শুরুর তারিখঃ ০৮.০৯.২০২৫ সন্ধ্যা ৬.০০ টা থেকে

বিড জমা দেওয়ার (অনলাইনে) শেষ তারিখঃ ২০.০৯.২০২৫ সন্ধ্যা ৬.০০ টা পর্যন্ত

অনুগ্রহ করে এখানে যানঃ **https://wbtenders.gov.in**

১২৬(২) / ২৫-২৬

১০.৯.২৫

সচিব

হাওড়া পৌর নিগম

IIFL FINANCE

CIN: L67100MH1995PLC093797

Regd. Office: IIFL House, Sun Infotech Park, Road No. 16V, Plot No.B-23, Thane Industrial Area, Wagle Estate, Thane - 400604

• Tel: (91-22) 41035000 • Fax: (91-22) 25806654 • E-mail: reach@iifl.com • Website: www.iifl.com

সোনার অলঙ্কারের ই-অকশন-এর পাবলিক নোটিশ

এতদ্বারা সকল সুনির্দিষ্টভাবে সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাদের এবং সাধারণভাবে সকল জনসাধারণকে অবহিত করা হচ্ছে যে, আমরা, আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেড (''আইআইএফএল'') সেইসব ডিফল্ট গ্রাহকদের সোনার অলঙ্কার নিলাম করছি যারা বারবার নোটিস ও রিমাইন্ডার পাঠানোর পরেও তাদের লোন রেগুলারাইজ করেননি বা বকেয়া অর্থ পরিশোধ করেননি। নিম্নোক্ত লোন অ্যাকাউন্টে বন্ধক রাখা সোনার অলঙ্কারগুলির সর্বজনীন নিলাম **শ্রীরাম অটোমল ইন্ডিয়া লিমিটেড** এর মাধ্যমে তাদের অনলাইন নিলাম প্ল্যাটফর্ম **https://gold.samil.in** এর মাধ্যমে **16.09.2025 তারিখে দুপুর 2:00 থেকে বিকাল 5:00 টার মধ্যে** এর মধ্যে পরিচালিত হবে। স্থান বা তারিখের পরিবর্তন (যদি থাকে) নিলাম কেন্দ্রে প্রদর্শিত হবে। যদি কোনো কারণবশত এখানে উল্লিখিত তারিখে ই-নিলাম অনুষ্ঠিত হতে না পারে বা যদি নিলাম একই দিনে সম্পূর্ণ হতে না পারে, তাহলে আইআইএফএল নিলাম প্ল্যাটফর্মে পরবর্তী যেকোনো তারিখে এবং / অথবা নিলাম কেন্দ্রে একই শর্তাবলী সহ উল্লিখিত নিলাম পরিচালনা করার বা নিলাম সম্পন্ন করার অধিকার সংরক্ষণ করে। নিলাম না হওয়া সোনার অলঙ্কারগুলি নিলাম প্ল্যাটফর্ম এবং / অথবা নিলাম কেন্দ্রে বিশদ বিবরণ প্রদর্শনের পর পরবর্তী কার্যদিবসে নিলাম করা হবে। যদি শাখা পর্যায়ে নিলাম করা না যায়, তাহলে নির্দিষ্ট জেলা কেন্দ্রে জেলা পর্যায়ে আর কোনো বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই **26.09.2025** এ পুনরায় নিলাম করা হবে। যদি কোনো কারণবশত এখানে উল্লিখিত তারিখে ই-নিলাম অনুষ্ঠিত হতে না পারে বা যদি নিলাম একই দিনে সম্পূর্ণ হতে না পারে, তাহলে আইআইএফএল পরবর্তী যেকোনো তারিখে এবং / অথবা নিলাম কেন্দ্রে একই শর্তাবলী সহ উল্লিখিত নিলাম পরিচালনা করার বা নিলাম সম্পন্ন করার অধিকার সংরক্ষণ করে। গ্রাহক যদি জীবিত না থাকেন, সেক্ষেত্রে নিলাম সংক্রান্ত সমস্ত শর্ত মনোনীত / আইনগত উত্তরাধিকারীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

জেলা কেন্দ্র: **কলকাতা-জেএম এভিনিউ জিএল - আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেড, জেএম অ্যাভিনিউ, গ্রাউন্ড ফ্লোর, 8বি, বেডন স্ট্রিট, এসবিআইয়ের বিপরীতে, কলকাতা-700006, পশ্চিমবঙ্গ**

শাখার নাম: গড়িয়া-স্টেশন রোড জিএল, তালুকা - কলকাতা
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL34469864, GL34479838, GL34516284, GL34520480, GL34524685, GL34525834, GL38656115, GL39332833.
শাখার নাম: কলকাতা-আকরা ফাটাক জিএল, তালুকা - কলকাতা
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL33584400, GL34233693, GL34412912, GL34468844, GL34479375, GL34547155.
শাখার নাম: কলকাতা-বাঘাযতীন, তালুকা - কলকাতা
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL34456264, GL34461283, GL38050194, GL39265391.
শাখার নাম: কলকাতা-বালিগঞ্জ ফাড়ি, তালুকা - কলকাতা
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL29019100, GL29739011, GL31861014, GL33631595, GL34272964, GL34489924, GL34497636, GL34502232, GL34518252, GL34527958, GL35658938, GL38118041, GL38613728, GL39009345, GL39094938.
শাখার নাম: কলকাতা-বেহালা ডি.এইচ. রোড জিএল, তালুকা - কলকাতা
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL30178586, GL31354799, GL31640808, GL33407462, GL33433139, GL33780853, GL34326504, GL34381035, GL34469349, GL34495420, GL34496871, GL34497634, GL34505159, GL34506870, GL34510949, GL34514924, GL34516681, GL34525278, GL34528373, GL34528593, GL34593498, GL34595582, GL34603405, GL36575112, GL39075101.
শাখার নাম: কলকাতা-বেহালা শকুন্তলা পার্ক জিএল, তালুকা - কলকাতা
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL34364355, GL34481971, GL34501178, GL34508232, GL34513366, GL34524662, GL34526242, GL34855115, GL35932479, GL36206379, GL38158041, GL38318919, GL38467080, GL38539670, GL38956787, GL39318732.
শাখার নাম: কলকাতা-বেলেঘাটা জিএল, তালুকা - বেলেঘাটা
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL27810659, GL28044838, GL32106869, GL34067142, GL34134430, GL34347382, GL34399885, GL34409818, GL34415835, GL34473751, GL34480891, GL34490820, GL34503529.
শাখার নাম: কলকাতা-বিধান সরণি, তালুকা - কলকাতা
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL33491173, GL33515496, GL34297990.
শাখার নাম: কলকাতা-ঢাকুরিয়া, তালুকা - কলকাতা
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL24443899, GL28626791, GL29089078, GL34149949, GL34259896, GL34497155, GL34506937.
শাখার নাম: কলকাতা-ডানলপ জিএল, তালুকা - কলকাতা
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL29015445, GL31349048, GL31368218, GL33409871, GL33426839, GL33528432, GL33539812, GL33559941, GL33578869, GL33593113, GL34093023, GL34365079, GL34405657, GL34487040, GL34503397, GL34521497, GL34530287, GL35029554.
শাখার নাম: কলকাতা-গার্ডেনরিচ পাহাড়পুর রোড জিএল, তালুকা - কলকাতা
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL18692353, GL27939291, GL29242967, GL33559846, GL33630867, GL34016109, GL34486135, GL34489249, GL34500966, GL35945908, GL36886269, GL37165926, GL38845694.
শাখার নাম: কলকাতা-গড়িয়া রাজা সুবোধ চন্দ্র মল্লিক রোড জিএল, তালুকা - কলকাতা
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL25991736, GL27399799, GL27402672, GL28144689, GL28290552, GL30841191, GL30841392, GL32508898, GL32524309, GL33095370, GL34149445, GL34278337, GL34499805, GL35465511.
শাখার নাম: কলকাতা-গড়িয়াহাট মেইন রোড জিএল, তালুকা - কলকাতা
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL25661115, GL34367674, GL34393384, GL34485585, GL34501029, GL34520427, GL34523214, GL34527391, GL34529834, GL34536359, GL35540448, GL38482593, GL40135812.
শাখার নাম: কলকাতা-হরিদেবপুর এমজি রোড জিএল, তালুকা - কলকাত
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL34491037, GL34493852, GL34502540, GL34504122, GL34507483, GL34530073, GL34649912, GL34731973, GL35139298, GL37805016, GL38778533, GL39702748.
শাখার নাম: কলকাতা-হাজরা, তালুকা - কলকাতা
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL32007846, GL33243238, GL33794084, GL33882959, GL34353756, GL34424201, GL34459389, GL34522345, GL34530518, GL38356695, GL38770735, GL39951989.
শাখার নাম: কলকাতা-জেএম এভিনিউ জিএল, তালুকা - কলকাতা
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL28109886, GL29553713, GL34392380, GL34484515, GL34485543, GL34500868, GL34505201, GL35839663, GL37763440, GL38960490, GL39340950, GL39346508.
শাখার নাম: কলকাতা-কসবা মেইন রোড, তালুকা - কলকাতা
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL27125897, GL28852259, GL31882481, GL31904025, GL33659050, GL34050612, GL34058485, GL34128762, GL34141213, GL34149979, GL34366727, GL34399298, GL34415684, GL34443606, GL34444437, GL34456330, GL34461183, GL34461406, GL34483105, GL34502728, GL34509454, GL34517986, GL34526229, GL34527532, GL34533082, GL34909326, GL35183918, GL35445550, GL35785097, GL37206300, GL37878562, GL38009292, GL38572395, GL38843389, GL39752243.
শাখার নাম: কলকাতা-কেষ্টপুর জিএল, তালুকা - উত্তর 24 পরগনা
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL34413000.
শাখার নাম: কলকাতা-কলকাতা জি 8 এইচ, তালুকা - কলকাতা
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL25484641, GL26989567, GL27207085, GL27413553, GL27562567, GL27700566, GL27814991, GL27825168, GL28075397, GL28269326, GL28600111, GL28717156, GL28780266, GL28840462, GL28918668, GL29011012, GL29013943, GL30668579, GL30681163, GL30787660, GL32076093, GL32437583, GL32703826, GL32841440, GL33133810, GL34156191, GL34177478, GL34248501, GL34369202, GL34409207, GL34443200, GL34452126, GL34467460, GL34513133, GL34514386, GL34527824, GL34531431, GL34561730, GL34561990, GL34562374, GL34562803, GL34564253, GL34569987, GL34573317, GL34731522, GL34731651, GL34731713, GL34732016, GL34732031, GL34814913, GL34840287, GL34958790, GL35058922, GL35926148, GL36375181, GL37283219.
শাখার নাম: কলকাতা-লেনিন সরণী জিএল, তালুকা - কলকাতা
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL36575513, GL36826834, GL36882131, GL37206909, GL37684608, GL39260751.
শাখার নাম: কলকাতা-মানিকতলা রামমোহন রায় রোড জিএল, তালুকা - আমহার্স্ট স্ট্রিট
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL27800244, GL28537659, GL28958928, GL29648178, GL30622841, GL33753718, GL34013166, GL34096957, GL34115197, GL34375684, GL34412368, GL34418106, GL34450092, GL34463764, GL34516506, GL34525063, GL34588920, GL35115994, GL35368657, GL37012148, GL37302982, GL37510204, GL37607845, GL37846904, GL38505597, GL38730956.
শাখার নাম:কলকাতা-নাগেরবাজার যশোর রোড জিএল, তালুকা-কলকাতা
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL28027970, GL28828305, GL28969793, GL34445104, GL34469238, GL34482963, GL34502582, GL34623948, GL36292069, GL39302373.
শাখার নাম:কলকাতা-পাইকপাড়া, তালুকা - কলকাতা
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL33804533.
শাখার নাম: কলকাতা-ফুলবাগান, তালুকা - কলকাতা
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL21857621, GL29584632, GL34176884, GL34272692, GL34281247, GL34289358, GL34372263, GL34382185, GL34398132, GL34399587, GL34443571, GL34460838, GL34518473, GL34521600, GL34526775, GL34528326, GL34534189, GL35228737, GL36117109, GL37839255, GL38761380, GL38902663, GL39110945.
শাখার নাম: কলকাতা-প্রিন্স আনোয়ার শাহ রোড , তালুকা - কলকাতা
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL34274696, GL34306862, GL34472583, GL34480525, GL34483020, GL34493519, GL34502050, GL34502580, GL35058841, GL37030811, GL37627376, GL37886301, GL38619425, GL39053771, GL39317046.
শাখার নাম: কলকাতা-সন্তোষপুর, তালুকা - কলকাতা
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL20468570, GL27351597, GL27562206, GL27936994, GL28279979, GL28541487, GL28594929, GL28651716, GL28833029, GL28911897, GL30353887, GL33692962, GL33748803, GL33768957, GL34413938, GL34419610, GL34473785, GL34484381, GL34505101, GL34513467, GL34517214, GL34526290, GL34526546, GL34571676, GL35142839.
শাখার নাম: কলকাতা-শ্যামবাজার, তালুকা - কলকাতা
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL19477450, GL34492115, GL34505843, GL34515569, GL34518118, GL34519731, GL34525116, GL34525319, GL34529548.
শাখার নাম: কলকাতা-ঠাকুরপুকুর বাজার জিএল, তালুকা - কলকাতা
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL28343674, GL29146319, GL30246620, GL30623022, GL30734726, GL34123032, GL34467351, GL34479059, GL34491699, GL34505030, GL34508454, GL34521314, GL34530255, GL34546169, GL37733443, GL38984868, GL39318206.
শাখার নাম: কলকাতা-টালিগঞ্জ অশোক নগর জিএল, তালুকা - কলকাতা
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL26989068, GL28799732, GL32912802, GL32922836, GL33671933, GL34229197, GL34232709, GL34454496, GL34460366.
শাখার নাম: কলকাতা-উল্টাডাঙা, তালুকা - কলকাতা
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL33640364.

ই-অকশন ''যেখানে যেরকমভাবে আছে'', ''যেমতাবস্থায় আছে'' এবং ''যা আছে'' ভিত্তিতে পরিচালনা করা হবে এবং আইআইএফএল উল্লিখিত সোনার অলংকারের গুণমান, বিশুদ্ধতা, ক্যারেটেজ, ওজন বা ভ্যালুয়েশনের বিষয়ে কোনো প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি দেয় না। ই-অকশন প্রক্রিয়া এবং এই ধরনের ই-অকশন অনুসারে বিক্রয় (যদি হয়ে থাকে) শর্তাবলীর সাপেক্ষে হবে যেমনটি আইআইএফএল তার নিজস্ব বিবেচনার ভিত্তিতে আরোপ করা উপযুক্ত বলে মনে করবে। আইআইএফএল, কোনও পূর্ব নোটিশ ছাড়াই তার সম্পূর্ণ নিজস্ব বিবেচনার ভিত্তিতে, নিলাম তালিকা থেকে যে কোনও অ্যাকাউন্ট এবং কোনও কাজকে স্থগিত করতে পারে বা অপসারণ করতে পারে এবং তাই কোনও কারণ না জানিয়ে তারা যে কোনও একটি বা সমস্ত বিড বা অফার প্রত্যাখ্যান করতে পারে। খেলাপি করা ঋণগ্রহীতার বিবরণ, বন্ধক রাখা অলঙ্কার এবং অন্যান্য বিবরণ সংশ্লিষ্ট শাখায় প্রদর্শিত হয়েছে। খেলাপি ঋণগ্রহীতার(দের) কাছে সাম্প্রতিকতম সুদ এবং সমস্ত প্রযোজ্য চার্জ সহ সম্পূর্ণ বকেয়া পরিশোধ করার এবং এই নোটিশ প্রকাশের পরেও তাদের ঋণ অ্যাকাউন্ট বন্ধ করার বা সেটি নিয়মিত করার বিকল্প রয়েছে নিলামের তারিখ পর্যন্ত, কিন্তু এগুলি করতে ব্যর্থ হলে প্রতিশ্রুত নির্ধারিত সোনার অলঙ্কারগুলি বিক্রি করে দেওয়া হবে এবং বাকি বকেয়া (যদি থাকে) সুদ ও খরচ সহ আদায় করা হবে। তবে, এই প্রকাশনার পরে ক্লোজ বা রেগুলারাইজ করা লোন গুলোকে তাদের উপযুক্ত পাবলিকেশন চার্জ বহন করতে হবে। অকশনের অতিরিক্ত অর্থ ফেরতের জন্য ঋণগ্রহীতাদের তাদের লেটেস্ট ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের বিবরণ জমা / আপডেট করার অনুরোধ করা হচ্ছে, যদি থাকে।

বিস্তারিত তথ্য ও শর্তাবলীর জন্য আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেডের সংশ্লিষ্ট শাখা অফিসে যোগাযোগ করুন।

তারিখ: 11.09.2025
স্থান: কলকাতা

Sd/
অনুমোদিত স্বাক্ষর
আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেড

মেসিকে পেছনে ফেলে বিশ্বকাপ কোয়ালিফায়ারে নজির রোনাল্ডোর

বুদাপেস্ট, ১০ সেপ্টেম্বরঃ বুদাপেস্টের রাতে বিশ্বকাপ বাছাইপর্বের মঞ্চে নয়া ইতিহাস লিখলেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। কোয়ালিফায়ার রাউন্ডে হাঙ্গেরির বিরুদ্ধে গোল করে রেকর্ড ছুঁলেন পর্তুগিজ মহাতারকা। বল জালে জড়ালেন পেনাল্টি থেকে। আর সেই সুবাদে বাছাইপর্বের মোট গোলসংখ্যা দাঁড়াল ৩৯-এ। গুয়াতেমোলার কার্লোস রুইজের সঙ্গে একই সারিতে রোনাল্ডো। চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী লিওনেল মেসি রয়েছেন তিন ধাপ পিছনে-৩৬-এ। পর্তুগালের জার্সিতে এই মুহূর্তে সিআরসেভেনের গোলসংখ্যা ১৪১। আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলেছেন ২২৩টি। সব মিলিয়ে কেরিয়ারের মোট গোল দাঁড়াল ৯৪৩। হাজার গোলের মাইলফলক ছোঁয়ার স্বপ্নও তাই ক্রমশ হাতের নাগালে। গতরাতে ম্যাচ ছিল এক কথায় রুদ্ধশ্বাস। হাঙ্গেরি দিয়েছে জোর টক্কর। লড়েছে সেয়ানে-সেয়ানে। মরিয়া মেজাজে। কিন্তু শেষ হাসি হাসলেন রোনাল্ডোরাই। ৩-২ গোলে জয় পেল রবার্তো মার্টিনেজের দল। গ্রুপ 'এফ'-

এর শীর্ষে এখন পর্তুগাল-দুই ম্যাচে মোট ছয় পয়েন্ট। যদিও সবাইকে চমকে দিয়ে প্রথমে এগিয়ে যায় হাঙ্গেরি। ফেরেঞ্চভারোস ফরোয়ার্ড বার্নাবাস ভার্গা জশোল্ট নাগির ক্রস দুরন্ত হেডে জালে জড়ান। এরপরই পাল্টা চাপে পড়ে হাঙ্গেরি রক্ষণ। গোলকিপার বালাজ তোত একবার রোনাল্ডোর শট ফিরিয়েও দেন। কিন্তু তাতে শেষরক্ষা হয়নি। প্রথমার্ধেই খাতা খোলে পর্তুগাল। ৩৬ মিনিটে সমতা ফেরান ম্যানচেস্টার সিটির বার্নার্ডো সিলভা। সেকেন্ড হাফে ঘুরে যায় ম্যাচের মোড়। ৫৮ মিনিটে রোনাল্ডো-যিনি আপাতত ছ'নম্বর বিশ্বকাপ খেলার লক্ষ্যে-আদায় করে নেন পেনাল্টি। তারপর নিখুঁত শটে বল পাঠান জালে। এর সুবাদে কোয়ালিফায়ারে সর্বোচ্চ গোলদাতার তালিকায় যুগ্মভাবে শীর্ষে নিজের নাম লিখিয়ে ফেলেন। তবে সহজে হাল ছাড়নি হাঙ্গেরি। ৮৪ মিনিটে হেডে গোল করে সমতা ফেরান সেই ভার্গা। কিন্তু তার দুই মিনিট পরেই হাঙ্গেরি রক্ষণে ভুলের সুযোগ নিয়ে গোল করেন জোয়াও ক্যান্সেলো। তাঁর জোরালো শটেই জয় নিশ্চিত করে পর্তুগাল। ম্যাচ শেষে কোচ মার্টিনেজের গলায় মিশ্র প্রতিক্রিয়া। বললেন, ''দু'গোল হজম করলে জয় পাওয়া কঠিন। কিন্তু আমি ছেলেদের মনোভাব আর ফোকাস দেখে খুশি। ম্যাচটা উন্নতির জন্য আদর্শ ছিল!''

'ভারতের উচিত এ দল পাঠানো', এশিয়া কাপের মান নিয়ে প্রশ্ন তুললেন অশ্বিন

চেন্নাই, ১০ সেপ্টেম্বরঃ মঙ্গলবার থেকে শুরু হয়েছে এশিয়া কাপ ২০২৫। প্রথম ম্যাচে আফগানিস্তান ৯৪ রানের বড় জয় পেয়েছে হংকংয়ের বিরুদ্ধে। আজ ভারত অভিযান শুরু করেছে। টিম ইন্ডিয়ার প্রথম প্রতিপক্ষ সংযুক্ত আরব আমিরশাহি। এদিকে, এশিয়া কাপের শুরুতেই প্রতিযোগিতার মান নিয়ে প্রশ্ন তুলে দিয়েছেন ভারতের প্রাক্তন স্পিনার রবিচন্দ্রন অশ্বিন। সম্প্রতি অশ্বিন নিজের উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেছেন, এই টুর্নামেন্টে প্রতিযোগিতার অভাব রয়েছে এবং এটি আইসিসি টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ২০২৬-এর জন্য উপযুক্ত প্রস্তুতি হতে পারে না। ৩৮ বছর বয়সি এই তারকা ভারত এবং বাকি অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে তুলনা টেনে বলেছেন, দলগুলির মধ্যে রীতিমতো প্রতিযোগিতার অভাব রয়েছে। প্রথম ম্যাচে জিতেছে আফগানিস্তান। রশিদ খানের দলের ব্যাট এবং বলের দাপট দেখে মুগ্ধ হলেও, অশ্বিন জোরের সঙ্গে বলেছেন, আফগানদের বোলিং পাওয়ার বড় প্রতিযোগিতায় ভারতকে কখনওই সমস্যায় ফেলবে না। এই টুর্নামেন্টে ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা, আফগানিস্তান, বাংলাদেশ, সংযুক্ত আরব আমিরশাহি, নেপাল এবং হংকং-সহ আটটি দল রয়েছে। তবে, ভারতের সাফল্যের ধারেকাছে নেই বাকি দলগুলি। ভারত ২০২২ সালে বিশ্বকাপ জয়ের পর থেকে তাদের শেষ ২০ টি-টোয়েন্টি আন্তর্জাতিক ম্যাচের ১৭টিতে জিতেছে এবং ফেভারিট হিসাবেই এবারের এশিয়া কাপে অংশ নিয়েছে। অশ্বিন তাঁর ইউটিউব চ্যানেলে দলগুলির মধ্যে সমতার অভাব নিয়ে হতাশা প্রকাশ

করেছেন। তিনি পরামর্শ দিয়েছেন, টুর্নামেন্টকে আরও অর্থবহ করে তুলতে ভারতের জুনিয়র স্কোয়াড বা ভারত এ দল অথবা দক্ষিণ আফ্রিকার মতো দলকেও অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। অশ্বিন বলেছেন, ''আয়োজকরা দক্ষিণ আফ্রিকাকে অন্তর্ভুক্ত করতে পারে এবং টুর্নামেন্টটিকে প্রতিযোগিতামূলক করে তুলতে এটিকে আফ্রো-এশিয়া কাপ করতে পারে। এখন যেমন চলছে, তাতে ভারতের উচিত এ দল পাঠানো, যাতে বাকি দেশগুলি কিছুটা হলেও চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিতে পারে। আমরা বাংলাদেশ সম্পর্কেও কথা বলিনি। কারণ তাদের নিয়ে কথা বলার মতো কিছুই নেই। এই দলগুলি কীভাবে ভারতের বিরুদ্ধে প্রতিযোগিতা করবে?'' অশ্বিনের মতে, এশিয়া কাপ ২০২৬ সালের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের প্রস্তুতি হিসাবে কাজ করতে পারে, যা ভারত এবং শ্রীলঙ্কা যৌথভাবে আয়োজন করবে। তিনি বলেন, ''এটি ২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের জন্য কোনও পর্দা ওঠানোর ঘটনা নয়, এটি কেবল একটি প্রতিযোগিতা। এই টুর্নামেন্টটি বিশ্বকাপের জন্য কোনও বড় মাপকাঠি নয়। আফগানিস্তানের বোলাররা ভাল পারফর্ম করলেও যদি ভারত ভালো ব্যাট করে এবং ১৭০ রান করে, তাহলে আফগানিস্তান কি সেই রান তাড়া করে জিততে পারবে? এটা প্রায় অসম্ভব। ভারতকে হারানোর একমাত্র উপায় হল কোনওভাবে ১৫৫ রানে সীমাবদ্ধ রাখা এবং তারপর তা তাড়া করা। সাধারণত, টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট রোমাঞ্চকর হয়, তবে ভারত সম্ভবত এই এশিয়া কাপেও একতরফা ভাবেই জিতবে।''

রোহিত-বিরাট গল্পে নতুন মোড়

অস্ট্রেলিয়ায় দেখা যাবে না দুই মহাতারকাকে!

মুম্বই, ১০ সেপ্টেম্বরঃ অ্যান্ডারসন-তেন্ডুলকর ট্রফি শেষ হওয়ার পর এক মাস বিরতি শেষে আজ ফের অভিযান শুরু করেছে টিম ইন্ডিয়া। সূর্যকুমার যাদবের নেতৃত্বে এশিয়া কাপে আজ নামে ভারত। এশিয়া কাপ থেকে শুরু হচ্ছে টিম ইন্ডিয়ার ঠাসা সূচি। এশিয়া কাপের পরই রয়েছে দেশের মাটিতে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজ। তারপর রয়েছে সীমিত ওভারের অস্ট্রেলিয়া সফর। ভারতের সিনিয়র দল অক্টোবরের মাঝামাঝি অস্ট্রেলিয়া সফর করবে। ১৯ অক্টোবর থেকে ৮ নভেম্বর পর্যন্ত টিম ইন্ডিয়া অস্ট্রেলিয়ায় তিনটি ওয়ানডে এবং পাঁচটি টি-টোয়েন্টি ম্যাচ খেলবে। অস্ট্রেলিয়ায় ওডিআই সিরিজ দিয়েই দীর্ঘ বিরতির পর আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ফিরতে চলেছেন রোহিত শর্মা ও বিরাট কোহলি। আইপিএল ২০২৫-এর পর থেকে বাইশ গজ থেকে দূরে রয়েছেন বিরাট ও রোহিত। এর আগে শোনা গিয়েছিল, এই

দুই মহাতারকাকে ভারতীয় এ দলের অংশ হিসাবে খেলানো হতে পারে অস্ট্রেলিয়া এ দলের বিরুদ্ধে। দেশের মাটিতে অজিদের বিরুদ্ধে তিনটি ম্যাচ খেলবে ভারতীয় এ দল। এই ম্যাচগুলি খেলে বিরাট ও রোহিত নিজেদের ওডিআই সিরিজের আগে ঝালিয়ে নিতে পারবেন বলে মনে করা হয়েছিল। এই ম্যাচ তিনটি হবে কানপুরের গ্রিন পার্ক স্টেডিয়ামে ৩০ সেপ্টেম্বর ও ২ এবং ৫ অক্টোবর। তবে জানা গিয়েছে, বিরাট ও রোহিতকে অস্ট্রেলিয়া এ দলের বিরুদ্ধে খেলবেন না। কারণ নির্বাচক কমিটি তাঁদের এই ম্যাচগুলি খেলতে বাধ্য করতে চাইছে না। তাই ভারত এ দলের হয়ে তাঁদের অনুশীলন ম্যাচ খেলার সম্ভাবনা এখন খুবই কম বলে মনে করা হচ্ছে। এক সংবাদমাধ্যমের রিপোর্ট অনুসারে, দুই অভিজ্ঞ ব্যাটারকে ভারত এ-এর হয়ে খেলতে বাধ্য করা হবে না। বিসিসিআইয়ের একজন ঊর্ধ্বতন আধিকারিক বলেছেন, এটা খুবই অসম্ভব যে দু'জনেই ভারত এ-এর হয়ে তিনটি ম্যাচ খেলবেন। এ বিষয়ে কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি এবং তাঁদের উপর কোনও চাপও দেওয়া হবে না। বিসিসিআই এই বছরের শুরুতে ১০-দফা নির্দেশিকা জারি করেছিল, যেখানে বলা হয়েছিল, যে সমস্ত সিনিয়র ক্রিকেটার ফিট এবং আহত নন, তাঁদের ঘরোয়া ক্রিকেট খেলতে হবে। তবে কোহলি এবং রোহিত এই নিয়মের অধীনে আপাতত থাকবেন না। বিসিসিআই আধিকারিক আরও বলেন, কেবল প্রয়োজন হলে ভারতীয় এ দলের হয়ে এক বা দু'টি ম্যাচ খেলতে পারেন বিরাট ও রোহিত। তবে এখনও কিছুই চূড়ান্ত হয়নি। তবে, স্পষ্ট করে বলা হয়েছে, উভয় খেলোয়াড়ই সম্পূর্ণরূপে ফিট এবং অস্ট্রেলিয়া সফরের জন্য উপলব্ধ থাকবেন। নির্বাচকরা বর্তমানে ঘরোয়া টুর্নামেন্টের দিকে মনোযোগ দিচ্ছেন। বোর্ড সূত্রে জানা গিয়েছে, নির্বাচকরা প্রথমে ইরানি কাপ দল ঘোষণা করবেন এবং কিছু নির্বাচক বেঙ্গালুরুতে দলীপ ট্রফির ফাইনাল দেখতেও যাবেন। প্রধান নির্বাচক অজিত আগরকর বর্তমানে টিম ইন্ডিয়ার সঙ্গে দুবাইয়ে রয়েছেন।

ব্রাজিলকে হারিয়ে বিশ্বকাপের প্লে-অফে উঠল বলিভিয়া

আলতো, ১০ সেপ্টেম্বরঃ ভারতীয় সময় বুধবার সকালে এল আলতোয় ১-০ গোলে জিতেছে বলিভিয়া। লাতিন আমেরিকা অঞ্চলের বাছাইয়ে সপ্তম হয়ে আন্তমহাদেশীয় প্লে-অফে জায়গা করে নিয়েছে তারা। ৪২ শতাংশের কিছু বেশি সময় বল দখলে রেখে গোলের জন্য ২৩ শট নেয় বলিভিয়া, এর ১০টি ছিল লক্ষ্যে। অন্য দিকে বল দখলে এগিয়ে থাকা ব্রাজিল গোলের জন্য ১০ শট নিয়ে কেবল তিনটি রাখতে পারে লক্ষ্যে। ব্রাজিলের খেলায় না ছিল চেনা ধার, না ছিল গতি। এল আলতোর উচ্চতার জন্য নিজেদের স্বাভাবিক ফুটপবল খেলতে পারেনি কার্লো আনচেলত্তির দল। সপ্তম মিনিটে ৩৫ গজ দূর থেকে লুইস হাকিনের গতিময় শট ঝাঁপিয়ে ফেরান ব্রাজিল গোলরক্ষক আলিসন। কয়েক সেকেন্ড পর আবার সুযোগ পায় আয়োজকরা। এবার দিয়েগো মেদিনার ক্রসে পেনাল্টি স্পটের কাছ থেকে শট নিতে পারেননি এন্সো মন্তেরিও। সপ্তদশ মিনিটে দূরূহ কোণ থেকে মিগেল তেসেরোসের শট ঠেকান আলিসন। ৪০তম মিনিটে লক্ষ্যে প্রথম কোনো শট

রাখতে পারে ব্রাজিল। ডি বক্সের বাইরে থেকে লুইস এইহিকের শট সহজেই ফেরান বলিভিয়া গোলরক্ষক। যোগ করা সময়ে সফল স্পট কিকে বলিভিয়াকে এগিয়ে নেন তেসেরোস। ঠিক দিক ঝাঁপ দিয়ে হাত ছোঁয়ালেও বলের জালে যাওয়া ঠেকাতে পারেননি আলিসন। রবের্তো ফের্নান্দেজকে ব্রুনো গিমারাইস ফাউল করায় পেনাল্টি পেয়েছিল আয়োজকরা। দ্বিতীয়ার্ধেও প্রথম সুযোগ পায় বলিভিয়া। ৫৪তম মিনিটে দুরূহ কোণ থেকে মোইসেস পানিয়াগওয়ার শট ফেরান আলিসন। ৭১তম মিনিটে রবসন মাতেউসের দূরপাল্লার শট ফিস্ট করে ফেরান তিনি। ৮৬তম মিনিটে আলিসনের দারুণ সেভে আরও বাড়েনি ব্যবধান। গাব্রিয়েল ভিয়ামিলের দারুণ ক্রসে কার্মেলো আলগারানাসের হেড দারুণ দক্ষতায় ঠেকিয়ে দেন ব্রাজিল গোলরক্ষক। শেষের স্নায়ুক্ষয়ী সময়টুকু কোনোমতে কাটিয়ে দিয়ে জয়ের হাসিতে মাঠ ছাড়ে বলিভিয়া।

সার্বিয়াকে উড়িয়ে বিশ্বকাপের কাছে ইংল্যান্ড

বেলগ্রেড, ১০ সেপ্টেম্বরঃ শক্তিশালী ইংল্যান্ডের বিপক্ষে লড়াই-ও করতে পারল না সার্বিয়া। তাদের একরকম উড়িয়ে বিশ্বকাপের চূড়ান্ত পর্বের দিকে আরেকটু এগিয়ে গেল টমাস টুখেলের দল। সার্বিয়ার মাঠে মঙ্গলবার রাতে ৫-০ গোলে জিতেছে ইংল্যান্ড। বিশ্বকাপ বাছাইয়ের একপেশে ম্যাচে একটি করে গোল করেছেন হ্যারি কেইন, ননি মাদুয়েকে, এজরি কোনসা, মার্ক গেয়ি ও মার্কাস র‍্যাশফোর্ড। এই জয়ে কে গ্রুপে শীর্ষস্থান আরও

সুসংহত করেছে ইংল্যান্ড। পাঁচ ম্যাচে পাঁচ জয়ে তাদের পয়েন্ট ১৫। সমান ম্যাচে ৮ পয়েন্ট নিয়ে দুই নম্বরে আছে আলবেনিয়া। চার ম্যাচে ৭ পয়েন্ট নিয়ে তিনে সার্বিয়া। পাঁচ ম্যাচে ৪ পয়েন্ট নিয়ে চারে লাটভিয়া। টানা পাঁচ হারে পয়েন্ট টেবিলের তলানিতে অ্যান্ডোরা। গ্রুপের শীর্ষ দল সরাসরি খেলবে ২০২৬ বিশ্বকাপের চূড়ান্ত পর্বে। আর পাঁচ পয়েন্ট পেলে নিশ্চিতভাবেই সবাইকে ছাড়িয়ে যাবে ইংল্যান্ড। গোল পার্থক্যে অনেক এগিয়ে থাকায় ৪ পয়েন্ট হলেও ফুটবলের সবচেয়ে বড় আসরে জায়গা করে নিতে পারে প্রাক্তন বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা। ৩৩তম মিনিটে দলকে এগিয়ে নেন ইংল্যান্ড অধিনায়ক কেইন। দুই মিনিট পর ব্যবধান দ্বিগুণ করেন মাদুয়েকে। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে জালের দেখা পান কোনসা। ৫২তম মিনিটে স্কোর লাইন ৪-০ করে ফেলেন গেয়ি। ৭২তম মিনিটে নিকোলা মিলেনকোভিচ লাল কার্ড দেখলে ১০ জনের দলে পরিণত হয় সার্বিয়া। ৯০তম মিনিটে সফল স্পট কিকে দলের পঞ্চম গোলটি করনে বার্সেলোনা ফরোয়ার্ড র‍্যাশফোর্ড। প্রায় ৭০ শতাংশ সময় বল দখলে রেখে গোলের জন্য ২৪টি শট নেয় ইংল্যান্ড। এর ১২টি ছিল লক্ষ্যে। অন্যদিকে সার্বিয়ার তিন শটের কোনোটিই ছিল না লক্ষ্যে।

ফাইনাল আমদাবাদে, নাকি কলম্বোতে? টি-২০ বিশ্বকাপের সাদামাটা সূচিতে রং চড়াল পাকিস্তান!

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

২০২৬ সালে টি২০ বিশ্বকাপের যৌথ আয়োজক ভারত-শ্রীলঙ্কা। এক মাসের মহারণ চলবে ৭ ফেব্রুয়ারি থেকে ৮ মার্চ পর্যন্ত। ২০ দল, মোট ৫৫ ম্যাচ। ফাইনালের ভেন্যু-যদি পাকিস্তান ওঠে, তবে কলম্বোতে। অন্যথায় পূর্বনির্ধারিত আমদাবাদের নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়াম! বিশ্বক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থা আইসিসি এখনও পূর্ণাঙ্গ সূচি প্রকাশ করেনি। তবে উইন্ডো চূড়ান্ত। অংশগ্রহণকারী দেশগুলোকে তা জানিয়েও দেওয়া হয়েছে। ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড বিসিসিআই থাকছে আয়োজকের ভূমিকায়। তবে রাজনৈতিক টানাপোড়েন, বিশেষ করে চলতি বছর পহেলগাম হামলার পর দুই দেশের মধ্যে সম্পর্ক আরও তলানিতে। যে কারণে পাক ম্যাচগুলির দায়িত্ব চেপেছে সহ-আয়োজক শ্রীলঙ্কার কাঁধে। এখনও পর্যন্ত ১৫টি দলের জায়গা পাকা। ভারত, শ্রীলঙ্কা, আফগানিস্তান, অস্ট্রেলিয়া, বাংলাদেশ, ইংল্যান্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ওয়েস্ট ইন্ডিজ, নিউজিল্যান্ড, পাকিস্তান, আয়ারল্যান্ড, কানাডা, নেদারল্যান্ডস আর নবাগত ইতালি। আগামীতে আফ্রিকা থেকে আসবে দু'টি দল। এশিয়া ও ইস্ট এশিয়া প্যাসিফিক কোয়ালিফায়ার থেকে মিলবে আরও তিনটি নাম। ফরম্যাট আগের মতোই। কোনও বদল আনা হয়নি। ২০টি দলকে চারটি গ্রুপে

ভাগ করা হবে। প্রতিটি গ্রুপ থেকে শীর্ষ দুই দল যাবে সুপার এইটে। সেখান থেকে আবার দুই গ্রুপ, আর সেরা চার পাকা করবে সেমিফাইনালের টিকিট। ২০২৪ বিশ্বকাপে চালু হওয়া এই কাঠামোই বজায় রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে আইসিসি। আসন্ন বিশ্বকাপ ঘিরে কিন্তু আরও এক ব্যস্ত সূচির মুখোমুখি হচ্ছে বিসিসিআই। বছর শুরু হবে মহিলা প্রিমিয়ার লিগ দিয়ে (জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি)। একই সময় ভারতের পুরুষ দল খেলবে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ওডিআই ও টি২০ সিরিজ (১১-৩১ জানুয়ারি)। তারপর ফেব্রুয়ারি-মার্চে টি২০ বিশ্বকাপ। আবার মার্চের মাঝামাঝি থেকে ৩১ মে পর্যন্ত চলবে আইপিএলের আসর (১৯তম)। অর্থাৎ, বিসিসিআই আগামী বছরের প্রথম ছ'মাসেই সাকুল্যে চার-চারটে বড় টুর্নামেন্ট আয়োজন করছে। তার মধ্যে সবচেয়ে আলোচিত অবশ্যই টি২০ বিশ্বকাপ। যেখানে শুধু একঝাঁক তারকা খেলোয়াড় নয়, ভেন্যুতেও বাড়তি রং। সৌজন্যে 'পাকিস্তান-টুইস্ট'!

দুই লাল কার্ড ও পেনাল্টির ম্যাচে ইকুয়েডরের কাছে হার আর্জেন্টিনার

বিশ্বকাপ বাছাইয়ে শেষবারের মতো মাঠে নেমে আধা ঘণ্টার মধ্যেই তিক্ত অভিজ্ঞতা হলো নিকোলাস ওতামেন্দির, দেখলেন লাল কার্ড। বিরতির আগে পেনাল্টিতে গোলও খেয়ে বসল আর্জেন্টিনা। বর্ণহীন পারফরম্যান্সে একুয়েডরের সঙ্গে ওই ব্যবধান আর ঘোচাতে পারেনি লিওনেল স্কালোনির দল।

ইকুয়েডর ১-০ আর্জেন্টিনা

গুয়াইয়াকিল, ১০ সেপ্টেম্বরঃ দক্ষিণ আমেরিকান অঞ্চলের বিশ্বকাপ বাছাইয়ে শেষটা ভালো হলো না আর্জেন্টিনার। গুয়াইয়াকিলে নিজেদের শেষ ম্যাচে আয়োজক ইকুয়েডরের কাছে ১-০ গোলে হেরেছে লিওনেল স্কালোনির দল। দুই লাল কার্ড ও পেনাল্টির এ ম্যাচে লিওনেল মেসিকে পায়নি আর্জেন্টিনা। তাঁকে বিশ্রাম দিয়েছেন আর্জেন্টিনা কোচ স্কালোনি। সর্বশেষ ভেনেজুয়েলা ম্যাচের একাদশে পাঁচ পরিবর্তন এনে শেষটা ভালো করার চেষ্টা করেছিলেন স্কালোনি। কিন্তু ৩১ মিনিটে অধিনায়ক নিকোলাস ওতামেন্দির লাল কার্ড দেখা এবং প্রথমার্ধে যোগ করা সময়ের ১৩ মিনিটে পেনাল্টি থেকে ইকুয়েডর ফরোয়ার্ড এনের ভ্যালেন্সিয়ার গোলে হারের তেতো স্বাদ নিয়ে বাড়ি ফিরতে হচ্ছে আর্জেন্টিনাকে। তবে বিশ্বকাপে খেলা নিয়ে চিন্তা নেই আর্জেন্টিনার। সেটা নিশ্চিত হয়েছে আগেই। ১৮ ম্যাচে ৩৮ পয়েন্ট নিয়ে দক্ষিণ আমেরিকান অঞ্চলের তালিকায় শীর্ষে থেকে এবারের বিশ্বকাপ বাছাই শেষ করল স্কালোনির দল। সমান ম্যাচে ২৯ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় আগেই বিশ্বকাপে খেলার টিকিট পাওয়া ইকুয়েডর। পেনাল্টির সিদ্ধান্ত নিয়ে বিতর্ক হতে পারে। ডান প্রান্ত থেকে ভেসে আসা পাস আর্জেন্টিনার বক্সে দখলে নেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন নিকোলাস তালিয়াফিকো ও ইকুয়েডর ডিফেন্ডার অ্যাঞ্জেলো প্রিসিয়াদো। দুজনেই লাফ দিয়েছিলেন শূন্যে। আর্জেন্টিনার লেফট ব্যাক তালিয়াফিকোর কনুই গিয়ে লেগেছে প্রিসিয়াদোর মুখে। ভিডিও রিপ্লে দেখে মনে হয়েছে সেটা ইচ্ছাকৃত ছিল না। কলম্বিয়ান

রেফারি উইলমার রোলদানও ফাউলের বাঁশি বাজাননি। কিন্তু ভিডিও অ্যাসিস্ট্যান্ট রেফারি (ভিএআর) জানিয়ে দেয় ওটা পেনাল্টি! সোজাসুজি শটে আর্জেন্টিনা গোলকিপার এমিলিয়ানো মার্তিনেজকে ফাঁকি দিয়ে গোল করেন ভ্যালেন্সিয়া। খেলা শুরুর প্রথম ১৫ মিনিটে দুটি পরিষ্কার গোলের সুযোগ পেয়েছে ইকুয়েডর। মার্তিনেজের দৃঢ়তায় একবার রক্ষা পায় আর্জেন্টিনা। একটু সময় নিয়ে খেলা গুছিয়ে নিলেও গোলের সুযোগ কাজে লাগাতে পারেনি। প্রথমার্ধে ইকুয়েডরের পোস্টে লাওতারো মার্তিনেজ, জুলিয়ানো সিমিওনে ও নিকোলাস গঞ্জালেসরা কোনো শট রাখতে পারেননি। ৫০ মিনিটে ইকুয়েডর মিডফিল্ডার ময়জেস কাইসেদো লাল কার্ড দেখে মাঠ ছাড়ার পর খেলাটা দশজন বনাম দশজনের সমতায় ফেরে। নিকোলাস গঞ্জালেসকে অবৈধ ট্যাকল করে দ্বিতীয় হলুদ কার্ড দেখে মাঠ ছাড়েন কাইসেদো। গ্যালারি থেকে তা দেখে নিশ্চয়ই ভালো লাগেনি কাইসেদোর মা কারমেন কোরোজোর! এই ম্যাচে আমন্ত্রিত হয়ে আসা কোরোজোর কাছ থেকে ম্যাচের বল নিয়েই খেলা শুরু করেন রেফারি। ইকুয়েডর ফরোয়ার্ড ভ্যালেন্সিয়া ও নিলসন আঙ্গুলা প্রথমার্ধে তিনটি শট করেন আর্জেন্টিনার পোস্টে। এই অর্ধে মাত্র ৪০ শতাংশ বল দখলে রাখা আর্জেন্টিনা বিরতির পর তুলনামূলক ভালো খেলেছে। মাঝমাঠে খেলা দাপটের সঙ্গে খেলে বক্সে ঢুকেছে। কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে এই অর্ধেও ইকুয়েডরের পোস্টে শট নিতে পারেননি আর্জেন্টিনার কেউ! গোটা ম্যাচে আর্জেন্টিনার ৮টি শট নেওয়ার বিপরীতে ইকুয়েডর শট নিয়েছে ১১টি, এর মধ্যে ৪টি পোস্টে ছিল। ২০০৯ সালে বিশ্বকাপ বাছাইয়েই বলিভিয়ায় ৬-১ গোলে হারের সেই বিপর্যয়ের পর এই প্রথম কোনো ম্যাচে লাল কার্ডের সঙ্গে পেনাল্টি হজম করল আর্জেন্টিনা। পরিস্থিতি পাল্টাতে ৬০ মিনিটের পর লিয়ান্দ্রো পারেদেস, মার্তিনেজ ও রদ্রিগো দি পলকে তুলে ফ্রাঙ্কো মাস্তানতুয়োনো, হুলিয়ান আলভারেজ ও জিওভান্নি লো সেলসোকে বদলি নামান স্কালোনি। মেসির অনুপস্থিতিতে ১০ নম্বর জার্সি পরে নামা মাস্তানতুয়োনো ভীতি ছড়াতে পারেননি ইকুয়েডরের বক্সে। তবে মাস্তানতুয়োনোকে আরও আগে নামিয়ে তাঁকে খেলার আরও বেশি সময় দিয়ে স্কালোনি মাঝমাঠ আরও ভালো করতে পারতেন কি না, সেই প্রশ্ন উঠতে পারে। মাঝমাঠটা অ্যালেক্সিসব-ম্যাক অ্যালিস্টারের মূলত সামলোনোর দায়িত্ব থাকলেও প্রত্যাশা পূরণ করতে পারেননি। আর্জেন্টিনার বিপক্ষে ইকুয়েডর এর আগে সর্বশেষ জিতেছিল ২০১৫ সালে বিশ্বকাপ বাছাইয়ে। ব্রাজিলের পর দ্বিতীয় বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন দল হিসেবে আর্জেন্টিনাকে হারাল ইকুয়েডর। এই হারে ফিফা র‍্যাঙ্কিংয়ের পরবর্তী হালনাগাদ সংস্করণে শীর্ষস্থান হারাবে আর্জেন্টিনা। স্পেন ও ফ্রান্সের পর নেমে যাবে তিনে।

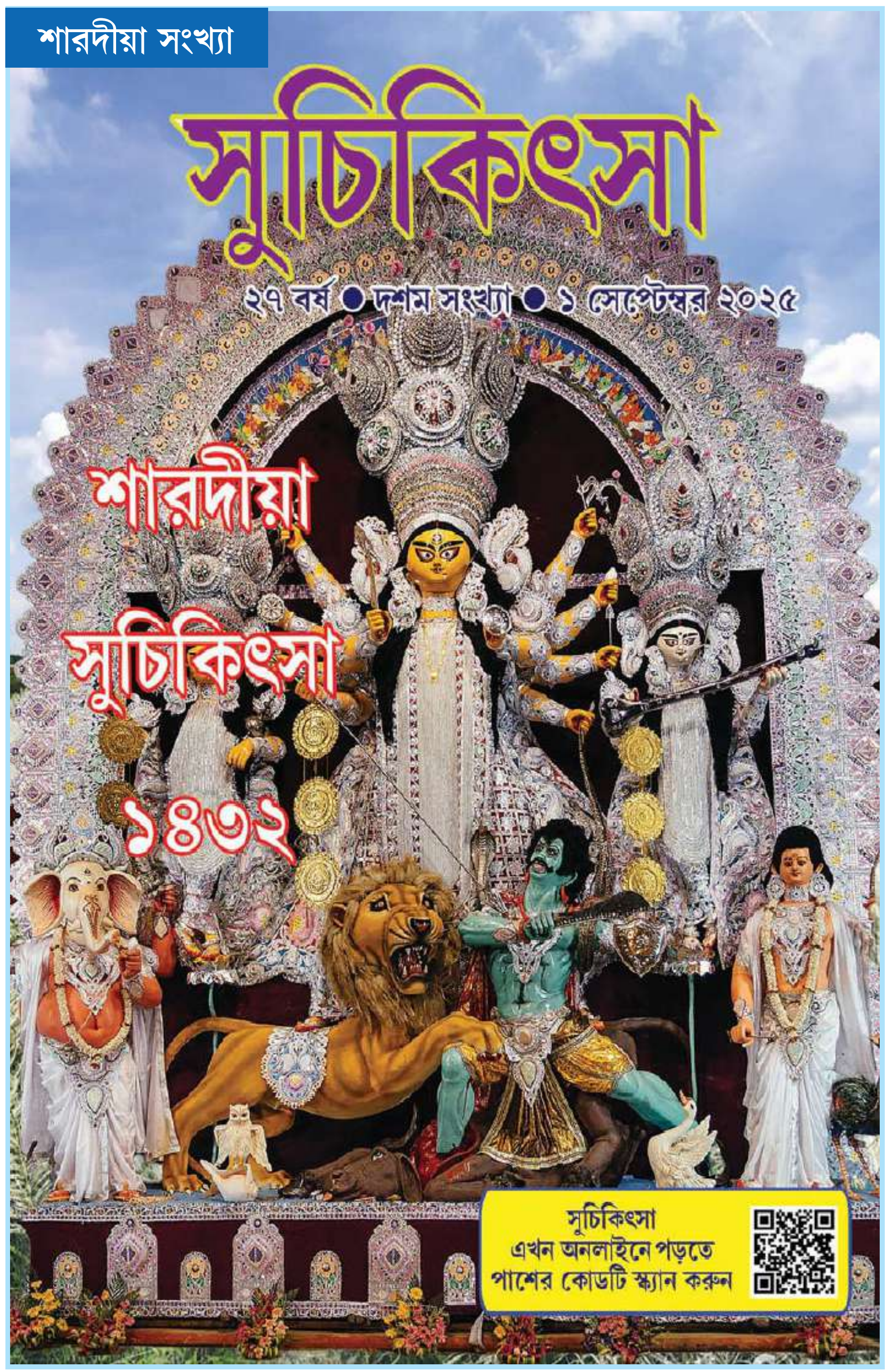

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com